বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-৫৮/২০১৪-২০১৫

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে ২০১৮

এম.ফিল. থিসিস

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮

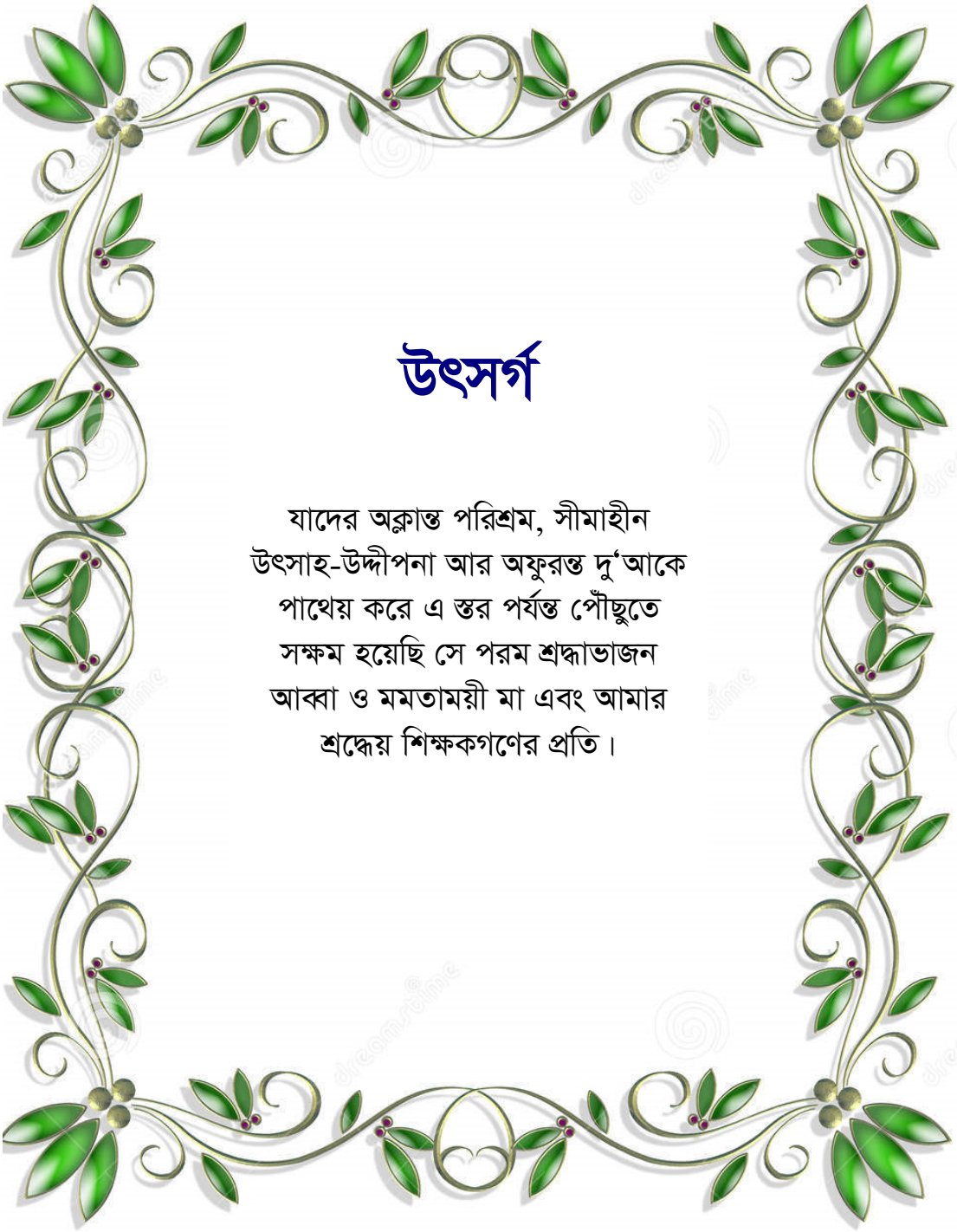

উৎসর্গ

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন
উৎসাহ-উদ্দীপনা আর অফুরন্ত দু'আকে
পাথেয় করে এ স্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে
সক্ষম হয়েছি সে পরম শ্রদ্ধাভাজন
আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং আমার
শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের প্রতি।

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, **বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা** শীর্ষক শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ, ঢাকা
২০ মে ২০১৮

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
এম.ফিল. গবেষক
রেজি: নম্বর ৫৮/২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্র : **তারিখ :** ২০ মে ২০১৮

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে নানামুখী বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **'বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নীত করতে নিরন্তর সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে এবং এটা মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করি। কাজেই আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও বিশেষভাবে ঋণী।

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ও বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান স্যারের প্রতি, যিনি আমাকে গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ, দিক-নির্দেশনামূলক তথ্য ও আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের গবেষণা করার সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ও অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ ইউসুফ স্যারের প্রতি, যারা এ গবেষণা কর্মটি দ্রুত সম্পাদনের জন্য উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছেন; ফলে এ কাজে আমি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

এছাড়া আরও অনেকে যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তাদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবেক এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এসএমই প্রধান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক এসএমই প্রধান জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বৈদেশিক বাণিজ্য শাখার প্রধান জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এসএমই প্রধান জনাব এ কে এম শহিদুল হক খন্দকার। তাদের সকলের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং তাদের সকলকে সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা এবং পরিবারের আপনজন যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, কল্যাণ কামনা ও দু'আ করেছেন যার ফলে

গবেষণকর্মটি শেষ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে, আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। এছাড়া আমার বড় ভাই জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম খান, মোঃ অহিদুল ইসলাম খান, মোঃ নুরুল ইসলাম খান ও ছোট ভাই মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, মোঃ আমিনুল ইসলাম খান এবং আমার সহধর্মিনী মিসেস রুবিয়া আক্তার সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যারা এ গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা কখনো ভুলবার নয়। মহান আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

উক্ত অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্স একাডেমী লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরো লাইব্রেরি প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং এম.ফিল. শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আমাকে গবেষণাকর্মের জন্য দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যথেষ্ঠ সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এ কামনা করি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি ইসলামি ব্যাংকিং, ইসলামি শারি'আহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকের রচনা, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি এবং যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকবৃন্দের নাম, তাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম স্বশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছি এবং তাদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করার জন্য জনাব এ.বি.এম নূরুল্লাহ ও স্নেহধন্য মাহমুদুল হাসানের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ নগন্য বান্দার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে পার্থিব কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নেন।

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
এম.ফিল. গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

‘আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
اَ ء	অ	ض	দ/জ্ব	ـَـ	া	وُ	উ
ب	ব	ط	ত্ব	ـِـ	ি	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُـ	ু	وِيْ	বি/ভী
ث	ছ	ع	‘	ـَا	া	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـِيْ	ী	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـُوْ	ূ	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أَ	আ	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	আ	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ই	عَ	‘আ/‘য়া
ر	র	م	ম	إِيْ	ঈ	عَا	‘আ/‘য়া
ز	য	ن	ন	أُ	উ	عِ	ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ঊ	عِيْ	ঈ
ش	শ	و	ও	وَ/وَا	ওয়া	عُ	উ
ص	ছ	ي	য়	وِ	বি	عُوْ	ঊ

ع সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, شريعة = শারি‘আহ, شرعي = শারই‘, بيع = বায়‘, جامع = জামি‘, رعد রা‘দ প্রভৃতি।

ء আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, تَأْجِيْرٌ = তা’জির, مُؤْمِنٌ = মু’মিন প্রভৃতি।

বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন- মুনাফা, কর্জ, আলিম, ফরজ, মাযহাব প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

অনূ.	:	অনূদিত
আইবিএফ	:	ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আইবিবিএল	:	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
এআইবিএল	:	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
এসআইবিএল	:	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
এসজেআইবিএল	:	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আ.	:	‘আলাইহিস সালাম
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পাণ্ড	:	পাণ্ডুলিপি
সা.	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা
রহ.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
হি.	:	হিজরী সাল
খ.	:	খণ্ড
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
খৃ.পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ Doctor of Philosophy)
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং.	:	সংস্করণ
লিঃ	:	লিমিটেড
AAOIFI	:	Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
ADB	:	Asian Development Bank

AIBL	:	Al-Arafah Islami Bank Limited
Amt.	:	Amount
ATM	:	Automated Teller Machine
BAB	:	Bangladesh Accreditation Board
BB	:	Bangladesh Bank
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BCCI	:	Bangladesh Chamber of Commerce and Industries
BCI	:	Bangladesh Chamber of Industries
BEPZA	:	Bangladesh Export Processing Zone Authority
BIBM	:	Bangladesh Institute of Bank Management
BIIT	:	Bangladesh Institute of Islamic Thought
BIM	:	Bangladesh Institute of Management
BJMA	:	Bangladesh Jute Mills Association
BKMEA	:	Bangladesh Knit ware Manufacturers and Exporters
BMRE	:	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion
BOI	:	Board of Investment
BRPD	:	Banking Regulation and Policy Department
BSCIC	:	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BSTI	:	Bangladesh Standard and Industry Testing Institution
BTMA	:	Bangladesh Textile Mills Association
CAMELS	:	Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity of market risk
CRIE	:	Centre for Research in Islamic Economics
CRISL	:	Credit Rating Information & Service Ltd.
CSR	:	Corporate Social Responsibilities
DFI	:	Development Financing Institution
DIB	:	Dubai Islamic Bank
EBS	:	Egyptian Banking System
ed.	:	edition
eds.	:	edited
EPB	:	Export Processing Bureau
EPZ	:	Export Processing Zone
FIBE	:	Faisal Islamic Bank of Egypt
GDP	:	Gross Domestic Product
GNP	:	Gross National Product
HPSM	:	Hire Purchase under Sherkatul Melk
IBB	:	Institute of Bankers Bangladesh
IBBL	:	Islami Bank Bangladesh Limited

IBF	:	Islamic Foundation Bangladesh
ibid	:	ibidem, which means 'in the same place'
IBTRA	:	Islami Bank Training and Research Academy
ICCI	:	The Islamic Chamber of Commerce and Industry
IDB	:	Islamic Development Bank
IERB	:	Islamic Economic Research Bureau
IP	:	Industrial Policy
IRA	:	Investment Risk Analysis
IRTI	:	International Research and Training Institute
JIB	:	Jordan Islamic Bank
KFH	:	Kuwait Finance House
L/C	:	Letter of Credit
Ltd.	:	Limited
M.Phil	:	Master of Philosophy
MCCI	:	Metropolitan Chamber of Commerce and Industries
MDGs	:	Millennium Development Goals
MF	:	Micro Finance
MGISB	:	Mit Ghamar Islamic Savings Bank
MOI	:	Ministry of Industry
MOST	:	Micro Nutrient Statistics and Technology
MPI	:	Murabaha Post Import
NASCIB	:	National Association of Small and Cottage Industries Bangladesh
NBR	:	National Board of Revenue
NCB	:	National Commercial Bank
NCB	:	Nationalized Commercial Banks
NCID	:	National Council for Industrial Development
NGO	:	Non Government Organizations
NPO	:	National Productivity Organization
NRB	:	Non Resident Bangladeshi
OIC	:	Organization of Islamic Co-operation
p.	:	Page
PCB	:	Private Commercial Bank
Ph.D	:	Doctor of Philosophy
PKSF	:	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
pp.	:	Pages
PRSP	:	Poverty Reduction Strategy Paper
PSD	:	Private Sector Development

QIB	:	Qatar Islamic Bank
RBIC	:	Al-Rajihi Banking and Investment Corporation
RMG	:	Readymade Garments
SBA	:	Small Business Administration
SBB	:	Shamil Bank of Bahrain
SCI	:	Small and Cottage Industries
SCITI	:	Small and Cottage Industries Training Institute
SIBL	:	Social Islami Bank Limited
SJIBL	:	Shahjalal Islami Bank Limited
SME	:	Small and Medium Enterprise
SMEF	:	Small and Medium Enterprise Foundation
VAT	:	Value Added Tax
vol.	:	Volume
WEAB	:	Women Entrepreneurs Association of Bangladesh

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণা পত্র iii
- প্রত্যয়ন পত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন vii
- শব্দ সংক্ষেপ viii
- সূচিপত্র xii

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা ২
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩
- গবেষণার পদ্ধতি ৪
- গবেষণা কর্মের পরিধি ৫
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস ৫
- তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ৫
- গবেষণার সময়কাল ৬
- গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ৬
- ইসলামি ব্যাংক ও এসএমই সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ৬
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ৯
- উপসংহার ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়
ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)-এর ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	এসএমই-এর সংজ্ঞা ও নীতিমালা	১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	এসএমই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	এসএমই-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৪৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসএমই-এর ভূমিকা	৫৪

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৬১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য	৮১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি	৮৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	এসএমই বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের নীতিমালা	৯৯

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে এসএমই

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের পরিচিতি	১০৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই-এর ভূমিকা	১১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ	১২০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	১৪৬

পঞ্চম অধ্যায়
এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	এসএমই-এর আওতায় বিনিয়োগের খাত	১৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	এসএমই-এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ	১৫৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্প	১৬২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	এসএমই উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ	১৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়

এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ	১৭৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে গ্রাহক দৃষ্টিকোণ	১৮৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		এসএমই বিনিয়োগে বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা	১৯৪

উপসংহার ১৯৬

পরিশিষ্ট : সাক্ষাৎকার অনুসূচি ২০২

গ্রন্থপঞ্জি ২০৭

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- ❖ গবেষণা প্রস্তাবনা
- ❖ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- ❖ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ❖ গবেষণার পদ্ধতি
- ❖ গবেষণা কর্মের পরিধি
- ❖ গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস
- ❖ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ
- ❖ গবেষণার সময়কাল
- ❖ গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা
- ❖ ইসলামি ব্যাংক ও এসএমই সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা
- ❖ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা
- ❖ উপসংহার

গবেষণা প্রস্তাবনা (Introduction)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও কল্যাণকামী জীবনব্যবস্থা যা মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। মানুষের ইহকালীন সমৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তিই ইসলামি বিধি-বিধানের একমাত্র সোপান। ইসলামের শাশ্বত বিধি-বিধান মানবতার কল্যাণকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। মানুষের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা ও শ্রম, চেষ্টা ও শ্রমের ফলে পণ্য উৎপাদন এবং এ উৎপাদনের আয় দ্বারা প্রয়োজন পূরণ এটাই অর্থনীতির গোড়ার কথা। অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান। এটা এমন এক বিজ্ঞান, যা মানব জীবনের অসীম বৈচিত্র্যময় দিক ও বিভাগসমূহের আলোচনা করে। মানবতার কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে অনেক অর্থনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেসব অর্থব্যবস্থার দ্বারা মানবতা সমানভাবে উপকৃত হতে পারেনি। তাই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসে সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি অর্থব্যবস্থা। ইসলামি অর্থনীতি সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা ও সমাধানের পথনির্দেশ করে। অর্থনীতি ও ব্যাংকিং পরস্পরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হওয়ায় ইসলামের চিরন্তন আদর্শের আলোকে ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার স্বপ্ন মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত হতে থাকে। বিশাল জনগোষ্ঠীকে সুদের কুফল হতে মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় উদ্যোগের ফলে ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামি আদর্শের সংযুক্তি ঘটে; বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশে মোট ৮টা ইসলামি ব্যাংক শারি'আহর অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক এ ব্যাংক পরিচালনা করে থাকে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণকর কার্যক্রম। আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোর (এসএমই) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ খাতটি শ্রমঘন এবং উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম। চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা এবং নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে এসএমই খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বিশ্বের বেশকিছু সমৃদ্ধশালী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইউরোপীয় দেশসমূহসহ অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে এসএমই খাতটি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। এসএমইকে ইউরোপীয় অর্থনীতির ইঞ্জিন বলা হয়ে থাকে এবং জনগণের চাকুরির ব্যবস্থা করেছে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে এসএমই এ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে শিল্পায়ন এখনো পর্যাপ্ত মাত্রায় হয়নি। এ অবস্থায়, সারা দেশে যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছড়ানো সম্ভব না হয় তবে দেশের সার্বিক অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই বাংলাদেশে এসএমইর মাধ্যমে সারা দেশে বাণিজ্য, সেবা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, বেকারত্ব দূর হবে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আর সে জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ এসএমই-এর উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত কার্যক্রম

বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। এ ব্যাংক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও 'এসএমই' খাতকে সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংক এর মোট বিনিয়োগের প্রায় ৪৫% এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। আর এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই **বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা করার আবশ্যকতা অনুধাবন করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of Research)

ইতোমধ্যে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের কাছে একটি আকর্ষণীয় ও দ্রুত বিকাশমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের ব্যাংকিং খাতের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের এসএমই বিনিয়োগে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকটি বর্তমানে বাংলাদেশের গণমানুষের ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক যে তার মোট বিনিয়োগের ৪৫% এসএমই খাতে বরাদ্দ দিয়েছে। বৃহৎ উদ্যোগ ও শিল্পের পাশাপাশি এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও শিল্পে সমানভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক এসএমই বিনিয়োগকে আরো কার্যকর ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কাজ করছে। ইসলামী ব্যাংক এসএমই-এর যেসব ক্ষেত্রে অর্থায়ন করেছে তা হল– তৈরি পোশাক, বস্ত্র খাত, ঔষধ, গৃহায়ন, কৃষি, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, তথ্য-প্রযুক্তি ও মহিলা উদ্যোক্তা প্রভৃতি। এছাড়া এর রয়েছে আরো কতিপয় কল্যাণমুখী উদ্যোগ ও শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প। যেমন– পল্লী উন্নয়ন, গৃহসামগ্রী, ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ, পরিবহণ বিনিয়োগ, গাড়ি বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ, গৃহায়ন বিনিয়োগ, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ, মীরপুর রেশম-তাঁতীদের জন্য বিনিয়োগ, পোল্ট্রি বিনিয়োগ, পল্লী গৃহায়ন, নগর দরিদ্র উন্নয়ন ও এনআরবি বিনিয়োগ প্রকল্প প্রভৃতি। এ জাতীয় প্রকল্পগুলো দেশের বিভিন্ন স্তরের জনগণের কল্যাণে ও চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের জাতীয় উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজে অর্থায়ন করছে। এতে হ্রাস পাচ্ছে জাতীয় বেকারত্ব, চরম দারিদ্র্য, ক্রমবৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মসংস্থান, জাতীয় আয়, নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন। কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে এসএমই খাতে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট যৌক্তিক দাবি রাখে। তাছাড়া এসএমই বিনিয়োগ বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত তথ্য-উপাত্ত ও বই-পত্র নিতান্তই অপ্রতুল। বাংলাদেশে এসএমই বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের বিদ্যমান সমস্যা ও বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপণ এবং এর সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ উপস্থাপন করা সময়ের দাবি। আর এ জন্যই বিষয়টিকে গবেষণার শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ইতিহাস এ দেশে অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিন যাবত চলে আসা এ ব্যাংকব্যবস্থা সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং জন্ম দিয়েছে মানুষের ভাগ্য অনুসন্ধানের অসমতল পরিবেশ। এমন প্রতিকূল পরিবেশে দেশের

কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও ব্যক্তিত্ব ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এদেশে ইসলামি ব্যাংক সফলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামি ব্যাংক আর্থিক লেনদেন ও সম্পদ বণ্টনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এক অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক রেখেছে অনন্য অবদান। ইসলামী ব্যাংক ২০১৬ সালে এসএমই খাতে বিনিয়োগ করেছে ২৪৪৭১৩ মিলিয়ন টাকা যা মোট বিনিয়োগের ৩৬.২৫ শতাংশ।[১] এ খাতে দেশের মোট জাতীয় বিনিয়োগের ২৭ শতাংশ অর্থায়ন করেছে এককভাবে ইসলামী ব্যাংক।[২] তৈরি পোশাক, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইলসহ স্পিনিং শিল্প, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তিসহ উল্লেখযোগ্য খাতসমূহে এ ব্যাংকের রয়েছে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের বিরাট অংশ দেশের এসএমই খাতে ব্যবহৃত হয় বিধায় এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করি। এ ছাড়াও গবেষণার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হলো :

১. এসএমই সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা তুলে ধরা।
২. ইসলামি ব্যাংক সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা।
৩. সুদভিত্তিক ও ইসলামি ব্যাংকের এসএমই বিনিয়োগের পার্থক্য নিরূপণ করা।
৪. বাংলাদেশের এসএমই বিনিয়োগে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইসলামি ব্যাংকের ভূমিকা অনুসন্ধান করা।
৫. ইসলামি ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে এসএমই-এর কোন্ কোন্ খাতে বিনিয়োগ করছে তা বিশ্লেষণ করা।
৬. বাংলাদেশে এসএমই বাস্তবায়নে ও বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের বিদ্যমান সমস্যা ও বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপণ এবং এর সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ উপস্থাপন করা।

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান হলো প্রকৃত গবেষণা। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলে। গবেষণা বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন কিছু সংযোজন করে। এ গবেষণায় ঐতিহাসিক (Historical) ও পর্যবেক্ষণমূলক (Ovservational) আন্তর্জাতিক (International) পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি আর্থ-সামাজিক গবেষণার আওতাভুক্ত। গবেষণার সুবিধার্থে অনেক সময় একাধিক পদ্ধতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। তবে অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সাধারণত ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analysis Method) সাধারণত বেশি অনুসৃত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকের এসএমই বিনিয়োগের প্রায়োগিক দিক সরেজমিনে জানার জন্য পর্যবেক্ষণ, মাঠ জরিপ, নিবিড় সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতিরও আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ৮ টা ইসলামি ব্যাংকের মধ্যে শুধু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এসএমই বিনিয়োগের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও

---

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*(ঢাকা : শাইলি প্রিন্টার্স, ২০১৭), পৃ. ৮৫
২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, পৃ. ৮৭

প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ চয়ন করে তার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি ভাবানুবাদের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

গবেষণা কর্মের পরিধি (Scope of Research)

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার উপর ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার পাশাপাশি দেশের এসএমই বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা গবেষণা পরিধির আওতাভুক্ত। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখাও এ গবেষণার পরিধিভুক্ত। তাছাড়া এসএমই-এর ধারণা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচিতি ও দেশের এসএমই-এর উন্নয়নে এর ভূমিকা এবং এ বিষয়ে কতিপয় সুপারিশমালা গবেষণা কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Sources of Data)

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Source) ভিত্তিতে রচনা করা হবে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হবে। প্রাথমিক উৎসের (Primary Source) মধ্যে থাকবে ব্যাংকের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড, ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, মাঠ জরিপ ও ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের মতামত বিশ্লেষণ ইত্যাদি। ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, অর্ধবার্ষিকী, কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, বিভিন্ন ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, বিবরণী, পুস্তিকা, ব্রুশিওর ইত্যাদি গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources)

দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Source) মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ব্যাংকিং ও ইসলামি ব্যাংকিং সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, সাধারণ ও ইসলামি ব্যাংকসমূহের জার্নাল, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির বিবরণ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ। বিশেষত ইসলামি ব্যাংকিং ও এসএমই বিষয়ক গ্রন্থাবলি এ গবেষণা কর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা এম.এস. ওয়ার্ডে (MS Word) ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ টেবিল ও সারণীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন ডাটাসমূহ, তুলনামূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের উপর ইসলামী ব্যাংকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসএমই বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের বিভিন্ন পদক্ষেপ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার সময়কাল (Research Time Frame)

এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে প্রায় দুই বছর সময় লেগেছে। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নিজস্ব প্রকাশনা, রিপোর্ট, জার্নাল, সাময়িকী ও ডাটাসমূহ সংগ্রহ করেছি। ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। ইসলামি ব্যাংকের শীর্ষ স্থানীয় কতিপয় নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের সাথে আলোচনা আকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাছাই-বাছাই করে গবেষণা কর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর।

গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার সময় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যাংকের দায়িত্বশীল নির্বাহী-কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা, সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে অনীহা এর মধ্যে অন্যতম। নিম্নে সীমাবদ্ধতাসমূহের কতিপয় উল্লেখ করা হল :

১. **তথ্য ভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা :** বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন হলেও ইসলামি ব্যাংকে তা শতভাগ বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে তথ্য ভান্ডারের অপর্যাপ্ততা রয়ে গেছে।

২. **তথ্য প্রদানে অনীহা :** অনেক ব্যাংক কর্মকর্তা গোপনীয়তার অজুহাতে তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ কৌশলে বিকল্প পন্থায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. **নির্বাহী-কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা :** ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য সাক্ষাৎকালীন তাদের যথেষ্ট ব্যস্ত দেখা গেছে। যার ফলে গবেষণা কর্মটির তথ্য সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

৪. **গবেষণার সময় :** এম.ফিল. একটা গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ শিক্ষার স্তর হওয়ায় এ জন্য আরো বেশি সময় পেলে গবেষণা কর্মটি অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হত।

ইসলামি ব্যাংক ও এসএমই সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার গোড়ার কথা, ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দেশের অর্থনীতি ও শিল্পনীতিতে এ ব্যাংকের ভূমিকা, ইসলামি ব্যাংকের চলার পথে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শারি'আহ আইনের প্রায়োগিক বিভিন্ন সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কিছু সংখ্যক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং সামান্য দিক ও বিভাগ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল নিম্নরূপ–

ইকবাল কবীর মোহন প্রণীত '*ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*' (১৬শ প্রকাশ, জুন ২০১৬) শীর্ষক গ্রন্থে অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামে উৎপাদনের উপাদান, রিবা ও এর শ্রেণিবিভাগ, ইসলামি চুক্তি

ও ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ ও এর কার্যাবলি, ইসলামি ব্যাংক ও এর উদ্দেশ্য, ব্যাংকের তহবিল, উৎস ও এর ব্যবহার, ব্যাংকের আমানত ও আমানত হিসাব, ঋণের দলিল ও হস্তান্তরযোগ্য দলিল, চেক ও এর শ্রেণিবিভাগ, চেকের অর্থ প্রদান ও চেক হস্তান্তরকরণ, ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ, নিকাশঘর, ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতি, শারি'আহ পরিপালন, জামানত ও বন্ধক, মেয়াদোত্তীর্ণ, পুনঃতফসিলিকৃত ও অবলোপনকৃত বিনিয়োগ, বিনিয়োগ বা ঋণ শ্রেণিকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রত্যয়পত্র, বৈদেশিক বিনিময় ও বিনিময় হার, টাকার বিনিময়যোগ্যতা, বিনিময় বাজার, লেনদেন ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য, প্রচলিত বীমা ও ইসলামি বীমা (তাকাফুল), অর্থনীতি ও ব্যাংক বিষয়ক টীকা, বাংলাদেশ ব্যাংকিং কোম্পানি, ব্যাংকগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০১২ এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থে এসএমই সংক্রান্ত বিষয়ে কোন আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম রচিত '*ইসলামের অর্থনীতি*' (১ম প্রকাশ ১৯৫৬) নামক গ্রন্থে অর্থনীতির গোড়ার কথা, অর্থনীতির সামাজিক উন্নয়ন শক্তি, জাতীয় উন্নয়নে অর্থব্যবস্থার অবদান, অর্থোৎপাদনের পন্থা, শিল্প, ভূমি ও বণ্টননীতি, ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ইসলামি ব্যাংকের পরিকল্পনা, ইসলামি ব্যাংকের পূর্ব ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক সুশাসনে ইসলামি ব্যাংকের অংশগ্রহণ, বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামি ব্যাংক প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে এ বইতে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তেমন একটা বিবৃত হয়নি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন '*ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*' (১৯৯৬) শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার পটভূমি, ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, সুদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা, ইসলামি ব্যাংকের তহবিলের উৎস, ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি, বিনিয়োগ, মুদারাবা কারবারের শর্তাবলি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় এবং ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার নৈতিকতা সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কতখানি অবদান রাখে তার একটা চিত্র এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। তবে সত্যিকার অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে রচিত তথাকথিত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার সীমাহীন ব্যর্থতা এবং অর্থনীতি তথা সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে এসএমই বিষয়ে লেখক তেমন কিছু আলোকপাত করেননি।

ইসলামি ব্যাংকিং এর তাত্ত্বিক বিষয় সম্বলিত আরেকটি গ্রন্থ হলো '*ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি*' (১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪), লিখেছেন যৌথভাবে আব্দুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ। গ্রন্থখানিতে ব্যাংক ও অর্থব্যবস্থা, ইসলামি ব্যাংকিং, সুদ, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত '*ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*' (১ম প্রকাশ, ২০১০) নামক গ্রন্থটি গবেষণার কাজে অনেক সহায়ক ভূমিকা

রেখেছে। এ গ্রন্থে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হালো– এসএমই খাতের উন্নয়নেবাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, এসএমই-এর সংজ্ঞা, স্মল এন্টারপ্রাইজের সংজ্ঞা, মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের সংজ্ঞা, এসএমই ঋণের লক্ষমাত্রা, এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট পলিসি, এসএমই খাতে অর্থায়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস খাতে পুনঃঅর্থায়নে অগ্রাধিকার, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি, প্রকৃত নারী উদ্যোক্তা নির্বাচিতকরণ, জামানত, আবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা, গ্রেস পিরিয়ড, ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা, এসএমই ঋণের সুদ, ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং এর ব্যবহার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, এসএমই ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং, এসএমই ঋণ বিতরণকালে গ্রাহকের মোবাইল নম্বর শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ, তথ্যের সহজলভ্যতা, প্রণোদনা, এসএমই সার্ভিস সেন্টার, এসএমই এর উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ ও এসএমই সংশ্লিষ্ট কতিপয় ধারণার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

সম্পাদনা পরিষদ, '*বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস*' (ডিসেম্বর, ২০১৭) শীর্ষক গ্রন্থখানা ব্যাংকিং জগতে একটা দালিলিক-প্রামাণ্য গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে ব্যাংক ব্যবস্থার আদিকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রন্থখানার ৩১৫ থেকে ৩১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসএমই ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ ও হাবীবুল্লাহ আল আমীন কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত '*এসএমই এন্ড কনজ্যুমার ব্যাংকিং*' (প্রথম প্রকাশ, মে ২০১২) নামক গ্রন্থে এসএমই-এর ভূমিকা ও পলিসি, এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা, এসএমই ফাইনানসিং-এর নীতিমালা, কনজ্যুমার ব্যাংকিং, এসএমই ও কনজ্যুমার বিনিয়োগ আদায়ের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

মিজানুর রহমান আফরোজ কর্তৃক রচিত '*বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*' (প্রথম প্রকাশ ২০১৫) এসএমই সংক্রান্ত একটি চমৎকার গ্রন্থ। গ্রন্থকার ১৪০ পৃষ্ঠার উক্ত গ্রন্থে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং উন্নয়ন, শিল্পখাতে ক্রমবিবর্তন, শিল্পনীতি : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়নে কর্মকাণ্ড, নির্বাচিত কুটির ও হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের ধারা ইত্যাদি শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এবং এসএমই বিষয়ক আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই যেমন- এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং*' (১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৯)। বইয়ে লেখক ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি, কর্মপদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিনিয়োগ, বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*' (১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)। এ বইয়ে লেখক ইসলামি ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা, প্রায়োগিক দিকসমূহ ও আনুষঙ্গিক মৌলিক বিষয়াদির উপর আলোচনা করেছেন। এম এ মান্নান রচিত '*ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব • প্রয়োগ*' (১৯৮৩)। এটা ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ.এ.এম হাবীবুর রহমান রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং*' (১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪) গ্রন্থে ইসলামি ব্যাংক ও অর্থনীতি, ইসলামি সাধারণ জ্ঞান, বিনিয়োগ, জামানত, বিবিধ ব্যাংকিং আইন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শাহ আব্দুল হান্নান-এর '*ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও*

কর্মকৌশল' দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়নপূর্বক ইসলামী ব্যাংকে এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতি, এর প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সম্বলিত তাত্ত্বিক বিষয়কে গ্রহণপূর্বক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কিভাবে এসএমই বিনিয়োগের সমস্যাবলি খুঁজে বের করে তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন ও গবেষণা পরিকল্পনা (Structure of the Study)

গবেষণাকর্মের সুবিধার জন্য **বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায়ে ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম ও পরিচ্ছেদের কাঠামো নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামোক্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভূমিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা, ইসলামি ব্যাংকিং ও এসএমই সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)-এর ধারণা'। এসএমই'র পরিচিতি, নীতিমালা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং এসএমই'র ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়াবলি এ অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। এ অধ্যায়ে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হল– এসএমই-এর সংজ্ঞা ও নীতিমালা, এসএমই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, এসএমই-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসএমই-এর ভূমিকা। উল্লিখিত শিরোনামে বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি'। এ অধ্যায়ে ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, এর বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। যেসব বিষয়কে এ অধ্যায়ভুক্ত করা হয়েছে তা হল– ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি ও এসএমই বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের নীতিমালা। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তত্ত্ব ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশে এসএমই'। বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে এসএমই'র ভূমিকা, এ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ভুক্ত

বিষয়গুলো হল– বাংলাদেশের পরিচিতি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই-এর ভূমিকা, এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ ও এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম। উক্ত শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচনা-পর্যালোচনা করে আরো সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে তৎসংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল'। এসএমই খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে ইসলামি ব্যাংক যেসব খাতে অর্থায়ন করেছে তা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ভুক্ত বিষয়গুলো হল– এসএমই-এর আওতায় বিনিয়োগের খাত, এসএমই-এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ, এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্প ও এসএমই উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ। উক্ত শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচনা-পর্যালোচনা করে আরো সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে তৎসংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ'। বাংলাদেশে এসএমই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা ও তার যথাযথ সমাধানের উপায় কি হতে পারে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ইসলামি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের উপর একটা সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভকর্ম শেষ করে ও সমীক্ষার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সংগ্রহ করে এসএমই বিনিয়োগে বিরাজিত সমস্যা সমাধানে একটা সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

উপসংহার (Conclusion)

অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার লেখা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি উপসংহারে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটা গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষার্থী, এসএমই অর্থায়নে আগ্রহী ও ইসলামি অর্থনীতিবিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে মনে করি। এ অভিসন্দর্ভ থেকে ইসলামি ব্যাংকিং, এসএমই সংক্রান্ত, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও দেশ যদি সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলেই এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)-এর ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ : এসএমই-এর সংজ্ঞা ও নীতিমালা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এসএমই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : এসএমই-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসএমই-এর ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)-এর ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এসএমই-এর সংজ্ঞা ও নীতিমালা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)-এর বর্তমান প্রচলিত সংজ্ঞাটি বেটার বিজনেস ফোরাম কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক তা অভিন্ন সংজ্ঞা হিসেবে প্রবর্তন করেছে। ব্যাপক অর্থে শিল্প বলতে নিম্নোক্ত উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে বুঝায়। পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড এর আওতাভুক্ত। যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সকল কর্ম সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৬ মে ২০০৮ ইং তারিখে ইস্যুকৃত ৮ নং সার্কুলার, পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শিল্পনীতি-২০১০ ঘোষিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯ জুন ২০১১ ইং তারিখে পুনরায় সংশোধিত ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ০১ এবং সর্বশেষে সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্পনীতি-২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১ ও এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২ এর আলোকে নিচে এসএমই-এর সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

এসএমই (Small and Medium Enterprise)-এর সংজ্ঞা

ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ (Small Enterprise)-এর সংজ্ঞা

ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ (শিল্প/উদ্যোগ) বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নয় এবং নিচের উপাদানগুলো পূরণ করে–

- ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।[১]
- সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকবল ১৬-৫০ জন।[২]
- ব্যবসার ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ' বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি

---

১. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬*, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৩; বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২৯ জুন, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ২

২. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬*, প্রাগুক্ত; বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত।

টাকা কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকবল ১৬-৫০ জন কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ১ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১২ কোটি টাকার বেশি নয়।[৩]

- কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজের অন্তর্ভূক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি এন্টারপ্রাইজের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি এন্টারপ্রাইজের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।[৪]
- ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেবা অথবা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (ভূমি ও ইমারত ব্যতীত) পরিমাণের ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজের সীমা শেষ তারপর থেকে মাঝারি এন্টারপ্রাইজের নিম্নসীমা শুরু হবে।

মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (Medium Enterprise)-এর সংজ্ঞা

মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (শিল্প/উদ্যোগ) বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নয় এবং নিচের উপাদানগুলো পূরণ করে[৫]–

- ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'মাঝারি এন্টারপ্রাইজ' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকবল ১২১-৩০০ জন। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।[৬]
- সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি এন্টারপ্রাইজ' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকবল ৫১-১২০ জন।[৭]
- ব্যবসার ক্ষেত্রে 'মাঝারি এন্টারপ্রাইজ' বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকবল ১১-৫০ জন।[৮]
- কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি এন্টারপ্রাইজের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।[৯]

---

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৪. *জাতীয় শিল্পনীতি*-২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ৭ জানুয়ারী ২০১৬; ও এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৬. *জাতীয় শিল্পনীতি*-২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩, এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৭. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৮. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৯. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

- ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেবা অথবা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে মাঝারি শিল্প/উদ্যোগের সীমা শেষ এর পর থেকে বৃহৎ শিল্প/উদ্যোগের নিম্ন সীমা শুরু হবে।[১০]

মাইক্রো শিল্প (Micro Enterprise)-এর সংজ্ঞা

- ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ' (Micro Industry/Enterprise) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।[১১]
- সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পাদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার কম কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন এর কম শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।[১২]
- ব্যবসার ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ' বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার কম কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক/কর্মী কাজ করে কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা।[১৩]
- কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড মাইক্রো শিল্পের/ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।[১৪]
- ম্যানুফ্যাকচারিং/সেবা/ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগের সীমা শেষ তার পর থেকে ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগের সীমা শুরু হবে।

কুটির শিল্প (Cottage Enterprise)-এর সংজ্ঞা

- কুটির শিল্প/উদ্যোগ (Cottage Industry/Enterprise) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য বিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ জনের অধিক নয়।[১৫]

---

১০. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১১. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২/২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।

- কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।[১৬]

নারী উদ্যোগ (Women Entrepreneurs)-এর সংজ্ঞা

যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন কিংবা 'অংশদারি প্রতিষ্ঠান' বা 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

- গ্রুপ অব কোম্পানিজ এর অধীনে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এককভাবে ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য ঐ গ্রুপ অব কোম্পানিজ এর একীভূত জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ উপরোক্ত ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞায় বর্ণিত সংখ্যার অনুরূপ হতে হবে।[১৭]
- কুটির ও মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ /শিল্পের ন্যায় কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগ/শিল্প অর্ন্তভুক্ত থাকবে। ক্ষুদ্র বলতে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং ১, তারিখ : ৭ জানুয়ারি ২০১৬ সার্কুলারে বর্ণিত ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উদ্যোগক্তাকে বুঝানো হয়েছে।[১৮]

এসএমই-এর নীতিমালা

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এসএমই-এর নীতিমালা নিম্নরূপ–

এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার : এসএমই খাতে অর্থায়নের জন্য এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। অঞ্চলভিত্তিক শিল্প উৎপাদন, শিল্পের ধরন অর্থাৎ যে এলাকা যে শিল্পের জন্য বিখ্যাত বা ভৌগোলিক কারণে যে এলাকায় যে শিল্প গড়ে উঠেছে, সে এলাকার ব্যাংক শাখাগুলো সেই শিল্পগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতিতে এসএমই ঋণ বিতরণ করবে। এসএমই খাতে অর্থায়নের জন্য ক্লাস্টার এপ্রোচ ব্যাংকগুলোর স্ব-স্ব খাতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নিবিড় মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে আইএফসি-এসইডিএফ কর্তৃক চিহ্নিত হালকা প্রকৌশলের ক্লাস্টার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলো কর্তৃক স্থানীয় ব্যাংকারদের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রণীত উপজেলাওয়ারি এসএমই এর সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা।[১৯]

---

১৬. *জাতীয় শিল্পনীতি*-২০১৬, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৪; বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ৭ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ২

১৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং বিআরপিডি সার্কুলার নং ২/২০১৪ এর অনুচ্ছেদ 1(e)

১৮. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৯. ড. মোঃ গোলাম মুস্তফা, মহাব্যবস্থাপক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ক্ষুদ্র ও *মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*(ঢাকা : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ডিপিপি-০৩-২০১০-২০০০), পৃ. ৮

ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট নীতিমালা : এসএমই খাতের বিকাশে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। এ ধরনের পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা অথবা অন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা অথবা অন্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান ক্লাস্টার গুলোকে শক্তিশালীকরণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্লাস্টার উন্নয়ন, ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং সামগ্রিকভাবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে প্রোডাক্ট মার্কেটিং বা বিপণনে সহায়তা প্রদান করা।[২০] ক্লাস্টার উন্নয়ন কৌশল নিম্নরূপ হতে পারে–

- ক্লাস্টার চিহ্নিত করণ;
- ক্লাস্টার উন্নয়ন কমিটি গঠন;
- ব্যাজ-লাইন সার্ভে ও ডাইগন্যাস্টিক স্ট্যাডি পরিচালনা;
- কর্মপন্থা নির্ধারণ;
- কর্মপন্থা বাস্তবায়ন;
- পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ।

এ লক্ষ্যে, আইএফসি-এসইডিএফ কর্তৃক চিহ্নিত হালকা প্রকৌশল এর ক্লাস্টার নিম্নে প্রদত্ত হলো–[২১]

হালকা প্রকৌশল শিল্প ক্লাস্টার : ঢাকা অঞ্চল :

এলাকা/অবস্থান	পণ্য
লালবাগ, ইসলামপুর, তেজগাঁও, ঢাকা	প্লাস্টিক পণ্যাদি
লালবাগ, ইসলামপুর, ঢাকা	পিভিসি পাইপ
বংশাল, ঢাকা	রাবার পণ্যাদি
বংশাল, ঢাকা	বাইসাইকেল এবং প্যাডক্যাবস্
নবাবপুর, ঢাকা	মেশিন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং
শ্যামপুর, ডেমরা, পোস্তগোলা, নারায়ণগঞ্জ, গাজিপুর	রোলিং মিল
শ্যামপুর, ডেমরা, ঢাকা	কাস্টিং ইউনিটস/ফাউন্ড্রিস
শ্যামপুর, ডেমরা, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা	নাটস্ এন্ড বোল্টস্
পোস্তগোলা, ঢাকা	মেটাল কোটিং
ইংলিশ রোড, ঢাকা	স্টিল আসবাবপত্র
নবাবপুর, ঢাকা	বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ (accessories)
টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জ, গাজিপুর সদর	ফ্যান
নবাবপুর, ঢাকা	হাল্কা ফিটিংস
টঙ্গী, গাজিপুর সদর, নারায়ণগঞ্জ	ইনসুলেটেড তার

২০. ড. মোঃ গোলাম মুস্তফা, মহাব্যবস্থাপক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ক্ষুদ্র ও *মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২১. ইএফসি-এসইডিএফ সার্ভে–২০০৭

এলাকা/অবস্থান	পণ্য
তেজগাঁও, ডেমরা, গাজিপুর সদর	তারজাত পণ্যাদি
কেরানিগঞ্জ, পাগলা, ধোলাইপার	জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত
নবাবপুর, ধোলাইখাল	যানবাহন যন্ত্রাংশ,টিনের কৌটা এবং টিনের তৈজসপত্র
ইসলামপুর, তেজগাঁও, ঢাকা	প্লাস্টিক কন্টেইনারস্
টিপু সুলতান রোড, ধোলাইখাল, ঢাকা	ট্রান্সফরমারস্
শ্যামপুর, ঢাকা	হার্ডওয়্যার সামগ্রী, ডোর বোল্টস্, হিনজেস
জুরাইন, ধোলাইখাল, শ্যামপুর, ঢাকা	কৃষি ও ড্রেজিং পাম্পস্
বনগ্রাম, নবাবপুর, ঢাকা	কম্প্রেসরস্
টিপুসুলতান রোড, ঢাকা	গৃহস্থালী উপকরণাদি, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি
নবাবপুর, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা	ফারনাসেস
নবাবপুর, ঢাকা	ডিস্ট্রিবিউশন বক্স
নবাবপুর, ঢাকা	ওয়েলডিং যন্ত্রাদি
মিরপুর, সদরঘাট, ঢাকা	আরএমজি স্পেয়ারস্

বগুড়া অঞ্চল :

রেলওয়ে মার্কেট, বগুড়া	কাস্টিংস্ ক্লাস্টার
রেলওয়ে মার্কেট, বগুড়া	কৃষি যন্ত্রাদি ও খুচরা যন্ত্রাংশ
রেলওয়ে মার্কেট,	বগুড়া অটো যন্ত্রাংশ

যশোর অঞ্চল :

খুলনা রোড, যশোর	বাসের বডি তৈরি
খুলনা রোড, যশোর	কৃষি যন্ত্রাদি ও খুচরা যন্ত্রাংশ
খুলনা রোড, যশোর	অটো যন্ত্রাংশ

খুলনা অঞ্চল :

যশোর রোড, বিআইডিসি	স্টিলের আসবাবপত্র

চট্টগ্রাম অঞ্চল :

ডাবল মুরিং, কোতয়ালি	প্লাস্টিক দ্রব্যাদি
ডাবল মুরিং, কোতয়ালি	রাবার যন্ত্রাংশ
ডাবল মুরিং, কোতয়ালি	রি-রোলিং মিলস্

এসএমই খাতে অর্থায়ন : এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের সুযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় উদ্যোক্তারা উচ্চ সুদ হারের সমস্যা তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে এটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তবে সুদের হারের চেয়ে অর্থায়নের প্রাপ্যতা এবং পরিমাণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই এসএমই খাতের

ঋণকে আরও সহজলভ্য করার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইডিএ, এডিবি-১ ও ২, জাইকা, নতুন উদ্যোক্তা, ইসলামি ও কৃষিভিত্তিক তহবিল থেকে সুলভে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে অর্থায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৯,৬৬৯.৬৮ কোটি টাকার বিপরীতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৫১,৭৩২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫,৭৪৩.১৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।[২২]

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার : দেশে এসএমই উদ্যোগ/উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি/বেকারত্ব লাঘব ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা বেশি। তাই সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণে মাঝারি খাতের চেয়ে ক্ষুদ্র খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলো কর্তৃক এসএমই খাতে বিতরণের লক্ষ্যে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার অন্যূন ৫০ শতাংশ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টেকসই এসএমই খাত গঠনের নিমিত্তে এসএমই পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাতভিত্তিক বিভাজন হবে ২০২১ সালে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ অন্যূন ৪০ শতাংশ, সেবায় অন্যূন ২৫ শতাংশ এবং ব্যবসায় সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ । মোট এসএমই ঋণের মধ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তা ঋণের হার হবে ন্যূনতম ১০ শতাংশ এবং ২০২১ সালে তা ১৫ শতাংশ এ উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাতভিত্তিক বিভাজন এসএমই পারফরমেন্স মূল্যায়নে নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হবে।[২৩]

ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস খাতে পুনঃঅর্থায়নে অগ্রাধিকার : বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় ব্যবসা খাতের চেয়ে শিল্প ও সেবা খাতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। শিল্প ও সেবা খাতে পুনঃঅর্থায়ন দাবির শত ভাগ পুনঃঅর্থায়ন করা হয়ে থাকে। কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ নীতিমালা অব্যাহত থাকবে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির মূল স্রোতে অংশগ্রহণ একান্তভাবেই অপিহার্য। দেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথেও বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা এখনও অপ্রতুল এবং নারী উদ্যোক্তাদের হার পুরুষদের তুলনায় এখনও অনেক কম। অর্থনীতির মূলস্রোতে নারীদের অংশগ্রহণে বেশ কিছু বাধা বিরাজমান রয়েছে। অথচ আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, অভিনিবেশ, উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রম নিপুণতা আমাদেরকে বিস্মিত করে। বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে প্রভূত অবদান রাখছে। একইভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশে নারী উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই খাতে অধিকতর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (এসএমই) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে

---

২২. Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, *Bangladesh Economic Review 2016*(Dhaka : Bangladesh Government Press, Nov. 2016), pp. 103-104

২৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-৩, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২৯ জুন, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ১

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ ও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করেছে। যেমন–

- যদি কোন নারী 'ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন' কিংবা 'অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে' অন্যূন ৫১% অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।[২৪]
- দেশের শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে এসএমই খাতে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- এ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক রেট (বর্তমানে ৫%) + ৫% অর্থাৎ ১০% সুদ হার প্রযোজ্য হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি মহিলা উদ্যোক্তাদের সকল ধরনের ঋণ আবেদনপত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করবে।
- অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নারী উদ্যোক্তাদের সুবিধাদির বিষয়ে সকল প্রকার প্রচার মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণগ্রহীতা নারী বা ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নারী উদ্যোক্তার হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানাতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে।
- অর্থায়নকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্বাচিত শাখাসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করবে এবং নারী উদ্যোক্তাদের সাথে সেবা-বান্ধব আচরণ নিশ্চিত করবে।

প্রকৃত নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ : প্রকৃত নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), এসএমই ফাউন্ডেশন, অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন– যেমন, হ্যান্ডলুম/হ্যান্ডিক্র্যাফটস এসোসিয়েশন/মহিলা সমিতি, বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা সংগঠন– যেমন, বাংলাদেশ উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই), চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, উইম্যান এন্টারপ্রেনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডব্লিউইএবি), বাংলাদেশ হোমওয়ার্কার্স উইম্যান এসোসিয়েশন (বিএইচডব্লিউএ), ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (এনএএসসিআইবি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জামানাত সংক্রান্ত নীতিমালা : এসএমই ঋণের প্রসারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জামানাতের অভাবকে অন্যতম বাধা হিসেবে গণ্য করা হয়। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে জামানাতবিহীন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদেয় ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করতে পারবে। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট উৎপাদিত

২৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

পণ্য ও যন্ত্রাংশ দায়বন্ধকের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানাত গ্রহণের বিষয়টি ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। গ্রাহক/উদ্যোক্তা বাছাই এর ক্ষেত্রে ব্যাংক অবশ্যই তার নিজস্ব ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতির প্রয়োগ করবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গাইডলাইনগুলোকে ন্যূনতম নির্দেশনা বিবেচনা করে ব্যাংকগুলো তাদের নিজস্ব বিস্তৃত ঋণ নীতিমালা তৈরি করবে এবং তা বিভাগকে অবহিত করবে। এ ধরনের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রুপ জামানাত বা সামাজিক জামানাত গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিবেচনা বিষয়ক নীতিমালা : সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী আবেদনকারীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় এসএমই ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বার্ষিক পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনাসহ আবেদনপত্র গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে, পরবর্তীতে উদ্যোক্তাদের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনার যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে।

গ্রেস পিরিয়ড বিষয়ক নীতিমালা : এসএমই খাতের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ প্রায়শই গ্রেস পিরিয়ড স্বল্প বলে অভিযোগ করেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের সময় প্রযোজ্যক্ষেত্রে এসএমই খাতে যুক্তিসঙ্গত গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা সংক্রান্ত নীতিমালা : ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ খাতে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ এসএমই ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এসএমই ঋণের সুদের হার সংক্রান্ত নীতিমালা : ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণের উপর ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর পরিচালন ব্যয় বেশি। সঙ্গতকারণে এ খাতে সুদের হার কিছুটা বেশি হবে। তবে তা যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে সে ব্যাপারে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক রেটে (যা বর্তমানে ৫%) এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। ব্যাংক রেটে গৃহীত তহবিল গ্রাহক পর্যায়ে (মহিলা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে) ব্যাংক রেট + ৫% সুদ হারে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।[২৫]

ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং এর ব্যবহার : ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ বিতরণ তদারকি, আদায়, ঋণ গ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদির জন্য বেসরকারি সংস্থা, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আত্ম-সহায়ক গ্রুপসমূহের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি : বাংলাদেশে এসএমই খাত বিকাশের ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহ উভয় দিকেই সমস্যা রয়েছে। তবে সরবরাহ দিকের সমস্যাগুলো মুকাবিলায় এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য তিনটি স্কিম চালু রয়েছে এবং সমসাময়িক সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করছে। চাহিদা দিকের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তাদের

---

২৫. বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সমস্যা, দক্ষতা ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণের সম্যক ধারণা না থাকা, এসএমই ঋণের ডাটাবেইজ না থাকা ইত্যাদি। এ সকল সমস্যার সমাধানে আমাদের প্রকৃত উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে বাণিজ্য মেলা, ক্রেতা-সরবরাহকারী সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থাকরণ; পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত পণ্য ও প্যাকেজ ডিজাইনের উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা, ডিজাইন ও কারিগরি তথ্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলোকে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের অনুরোধ করা হবে। এ ধরনের উদ্যোক্তা গঠনের কর্মসূচিতে বাংলাদেশ ব্যাংকও সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া প্রযুক্তি ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং এসএমই মার্কেটিং এর উপর বিবিটিএ, বিআইবিএম, ডিসিসিআই, এফবিসিসিআই, এনএএসসিসিআই, এনএএসসিআইবি, বিডব্লিউসিসিআই, এসএমই ফাউন্ডেশন এর মত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করবে।

এসএমই ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং : এসএমই এর ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণের মত তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং কাঠামো গড়ে তোলা হবে। তিন স্তর হলো– কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিস কর্তৃক এবং স্ব-স্ব ব্যাংকের নিজস্ব মনিটরিং।[২৬]

এসএমই ঋণ বিতরণকালে গ্রাহকের তথ্য-উপাত্ত শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ : এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ে সুষ্ঠু মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে সহজে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে প্রতিটি ঋণগ্রহীতার নথিতে তার মোবাইল নম্বর (নিজস্ব ফোন না থাকলে নিকটস্থ কোনো প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মোবাইল নম্বর অনুরোধে উল্লেখপূর্বক) সংরক্ষণ করতে হবে। এরূপ সকল এসএমই ঋণগ্রহীতার মোবাইল নম্বরের ডাইরেক্টরিও শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

তথ্যের সহজলভ্যতা : ব্যাংকগুলো কর্তৃক এসএমই খাতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার বিস্তারিত তথ্য তাদের ওয়েবসাইট ও প্রত্যেক শাখায় জনসাধারণের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ব্যাংকগুলো এসএমই এর উপর খাতভিত্তিক (শিল্প/পণ্য) ঋণ প্রবাহের পরিসংখ্যান, তাদের খেলাপির হার হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিসংখ্যান ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ করবে। এরূপ তথ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যমান এসএমই নীতিমালার কার্যকারিতা পরিমাপে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং একই সাথে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য এসএমই নীতিমালা প্রণয়নে নিয়ামক হিসেবে সহায়তা করবে।

প্রণোদনা : শহর এলাকায় এসএমই ঋণ কেন্দ্রীভূত না করে গ্রামীণ এলাকায় এসএমই খাতে অর্থায়ন সম্প্রসারিত করা এবং সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা ও বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

এসএমই সার্ভিস সেন্টার : এসএমই গ্রাহকদের অধিকতর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর (বেসরকারি ও বিদেশী) ২১০টি এসএমই সার্ভিস সেন্টার তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে,

---

২৬. বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

এসএমই ও কৃষি খাতের অর্থায়নে ব্যাংকগুলোকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে 'এসএমই সার্ভিস সেন্টার' এর পরিবর্তে 'এসএমই/কৃষি শাখা' নামে ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

এসএমই এর উল্লেখযোগ্য খাত নির্ধারণ : স্থানীয় ব্যাংকারদের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলো কর্তৃক প্রণীত এসএমই এর সম্ভাবনাময় খাতগুলোর তালিকা নিম্নরূপ–[২৭]

(১) কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (২) কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড (মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন) (৩) কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও বিপণন (৪) মাছ ধরার নৌকা (fishing boat) তৈরি (৫) নকশী কাঁথা ও তাঁত (৬) খাদ্য বীজ সংরক্ষণ ও বিপণন (৭) বেকারি (৮) হ্যাচারি (৯) ড্রাই ফিশ প্রসেসিং (১০) তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম (১১) কম্পিউটার সফট্ওয়্যার ও আইসিটি দ্রব্যাদি (১২) সাইবার ক্যাফে (১৩) বিনোদন যেমন– ডকুমেন্টারি ফিল্ম, সিনেমা ও ডিভিডি নির্মাণ (১৪) বনশিল্প ও ফার্নিচার (১৫) হর্টিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ (১৬) হিমাগার (cold storage) (১৭) নির্মাণ ব্যবসা যেমন– নির্মাণ শিল্প ও গৃহায়ন (১৮) হাসপাতাল ও ক্লিনিক (১৯) হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পর্যটন (২০) টেলিকমিউনিকেশন (২১) মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ (২২) প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং (২৩) নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন– সোলার পাওয়ার, উইন্ডমিল (২৪) হালকা প্রকৌশল শিল্প (light engineering industry) (২৫) প্লাস্টিক শিল্প (২৬) কসমেটিক ও টয়লেট্রিজ (২৭) হস্তশিল্প (handicrafts) (২৮) ভেষজ ঔষধ শিল্প (herbal medicine industry) (২৯) পাটজাত ও পাট মিশ্রিত পণ্য (৩০) স্টেশনারি পণ্য শিল্প (৩১) হিমায়িত খাদ্য (frozen food) (৩২) সৌরবিদ্যুত প্লান্ট (৩৩) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (৩৪) ইলেক্ট্রনিকস্ (৩৫) কৃত্রিম ফুল উৎপাদন (৩৬) চশমার ফ্রেম তৈরি (optical frame) (৩৭) রেশম গুটি ও রেশম শিল্প (৩৮) খেলনা তৈরি (৩৯) বরফকল (৪০) আয়োডাইজড্ লবণ তৈরি (৪১) মেশিনে চিঁড়া ও মুড়ি তৈরি (৪২) চাউল কল (rice mill/auto rice mill) (৪৩) পাইকারি ও খুচরা দোকান (৪৪) ড্রাগ হাউজ/ঔষধের দোকান (৪৫) ফোন-ফ্যাক্স (৪৬) স্থানীয় পরিবহন (৪৭) সিনেমা হল (৪৮) চাতাল ব্যবসা (৪৯) ট্রেডিং (৫০) পুরাতন লোহা-লক্কড় (৫১) মোবাইল সেট ও যন্ত্রাংশের ব্যবসা (৫২) ইলেক্ট্রনিকস্ এর ব্যবসা (৫৩) বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা (৫৪) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা (৫৫) সারের ব্যবসা (৫৬) পাট ট্রেডিং (৫৭) কাপড় ও জুতার ব্যবসা (৫৮) রড ও সিমেন্ট ট্রেডিং (৫৯) হার্ডওয়্যার ব্যবসা (৬০) ক্রোকারিজ এর ব্যবসা (৬১) মুদি ও ভুষি মালের ব্যবসা (৬২) এলপি গ্যাসের ব্যবসা (৬৩) ওয়্যারহাউস ও কন্টেইনার সার্ভিস (৬৪) বাণিজ্যিকভাবে বৃক্ষরোপণ (৬৫) ফটোগ্রাফি (৬৬) পরিবহন ও যোগাযোগ (৬৭) ল্যাবরেটরি (৬৮) জুয়েলারি (৬৯) গিনিং অ্যান্ড বেলিং (৭০) উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি (৭১) টেইলারিং (৭২) সেলুন ও বিউটি পার্লার, জিম (৭৩) কমিউনিটি সেন্টার (৭৪) কলসেন্টার (৭৫) ডায়াগনস্টিক সেন্টার (৭৬) ডিজিটাল কালার ল্যাব (৭৭) ক্যাবল অপারেটরস (৭৮) জেনারেটর-এর মাধ্যমে

২৭. বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

বিদ্যুৎ বিতরণ (৭৯) ছোট এ্যামিউজমেন্ট পার্ক (৮০) বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি (৮১) বুটিকস্/বাটিকস্ (৮২) মাশ্রুম (৮৩) কম্পিউটার ট্রেনিং স্কুল (৮৪) ইন্টেরিয়র এন্ড এক্সটারনাল ডেকোরেশন (৮৫) হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (৮৬) আইপিএস তৈরি (৮৭) আদিবাসী হস্তশিল্প ও কোমর তাঁত (৮৮) স-মিল (৮৯) নৌযান শিল্প যেমন– ছোট যাত্রীবাহী নৌযান তৈরি (৯০) পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন (ব্যাটারিচালিত) যেমন– ইজি বাইক (যশোর) (৯১) ডেইরি এন্ড ফিশ ফিড তৈরি (৯২) ব্রিক ফিল্ড (৯৩) খাদি শিল্প (৯৪) আগর ও মোমবাতি তৈরি (৯৫) মশলা গুঁড়াকরণ (৯৬) বিস্কুট ফ্যাক্টরি (৯৭) রপ্তানিযোগ্য মাটির টালি তৈরি (৯৮) ফুড প্রসেসিং (৯৯) গাড়ির বডি তৈরি (১০০) তেল ও ডাল মিল (১০১) জিআই পাইপ প্রস্তুত কারখানা (১০২) সিমেন্টের পিলার তৈরি (১০৩) মিনি সুগার মিল (১০৪) গুড় তৈরি (১০৫) খয়ের তৈরি (১০৬) হোসিয়ারি (১০৭) ওয়েল্ডিং শিল্প (১০৮) পিতল ও কাঁসা শিল্প (১০৯) পারটেক্স শিল্প (১১০) বায়োগ্যাস প্লান্ট (১১১) রেণুপোনা উৎপাদন (১১২) টিস্যু কালচার এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন (১১৩) বালি ও পাথরের ব্যবসা (১১৪) কাঠ ও স্টিল সামগ্রীর ব্যবসা (১১৫) ধান-চাউলের ব্যবসা (১১৬) খাদির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বিপণন (১১৭) নকশি কাঁথা ও তাঁত (১১৮) শীতল পাটি (১১৯) নার্সারি (১২০) মিষ্টি তৈরি (১২১) মৎস্য চাষ (চিংড়ি, তেলাপিয়া, পাংগাস) (১২২) ব্যাটারি তৈরি (১২৩) রেলওয়ে স্লিপার তৈরি (১২৪) স্যানিটারি সামগ্রী নির্মাণ (১২৫) ঝিনুক থেকে চুন তৈরি (১২৬) মৃৎশিল্প (১২৭) চা শিল্প (১২৮) ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প (১২৯) চারকোল তৈরি (১৩০) আলু বীজ সংরক্ষণাগার (১৩১) সেমাই, লাচ্ছা ও চানাচুর তৈরি এবং (১৩২) আলুর টিস্যু কালচার।[২৮]

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাত আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের বিকাশ বিষয়টা বর্তমানে শিল্পায়নে চালিকাশক্তি হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

২৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলো কর্তৃক প্রণীত জরিপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
এসএমই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারুশিল্পের জন্য খ্যাত। পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্ববৃহৎ বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তির সাথে দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, পারস্য উপসাগর এবং দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। এই সময়ে প্রধান প্রধান উন্নত শিল্পসমূহের মধ্যে ছিল বস্ত্রশিল্প, চিনি শিল্প, লবণ শিল্প, গজদন্ত শিল্প ও ধাতু শিল্প। অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশীয় বণিকগণ চট্টগ্রামের সাথে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খ্রিষ্টবর্ষ শুরুর অনেক আগে থেকেই বাংলায় নৌকানির্মাণ শিল্প উন্নতি লাভ করে। ঢাকার মসলিন খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৫ থেকেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। এমনকি ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেও বস্ত্র, চিনি, লবণ ও অলঙ্কার রপ্তানিতে বাংলার রেকর্ড ছিল। ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হস্তশিল্পও সমৃদ্ধি লাভ করে। অবশ্য উৎপাদনকারীদের কার্যক্রম কয়েক প্রকারের দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মুগল আমলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প : মুগল আমলে বাংলায় উৎপাদন ক্ষেত্রে তেজি ভাব আসে। এর কারণ এদেশে ইউরোপীয় কোম্পানীসমূহের আগমন। রপ্তানি বাজারে বিদেশীদের অংশগ্রহণ শিল্প উন্নয়নে নতুন প্রেরণা যোগায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুদ্রার প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন গঠন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। ফলে নতুন নতুন বাজার ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। উৎপাদন ও বাজারের প্রসার ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বীমা খাতে বাণিজ্যিক কাগজপত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলে। মুগল শাসিত বাংলায় দেশীয় শিল্প উন্নয়নে চরকাকার তাঁতি, সুত্রধর এবং কুম্ভকার নামের প্রধান প্রধান কারিগর শ্রেণীর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উৎপাদিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ছিল লাভজনক রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির অন্যতম। বাজার সম্প্রসারণের সাথে সাথে চিনি উৎপাদন জোরদার করা হয়।[২৯] সপ্তদশ শতাব্দীতে নোনা পানি থেকে লবণ উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের মধ্যে বাংলায় অন্যান্য যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের প্রসার ঘটেছিল তার মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি, ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি ও অস্ত্রপাতি, তামার ছাঁচ, গজদন্ত ভাস্কর্য, কাঠের কারুকাজ, সূচিশিল্প, অলঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩০]

ব্রিটিশ আমলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলার হস্তশিল্প ছিল সম্পূর্ণ কুটির শিল্প নির্ভর। বস্ত্র উৎপাদন ও বস্ত্র ব্যবসার অর্থায়নে মহাজনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দাদনি প্রথার মাধ্যমে ও এজেন্সি পদ্ধতিতে তাতিঁদের ঋণ দেওয়া হতো। দাদনি প্রথা কালক্রমে কারিগর শ্রেণীর জন্য প্রতিকূল, এমনকি অত্যাচারমূলক হয়ে ওঠে। এর ফলে বহু তাঁতি প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পেশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলার এক সময়ের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প বিপর্যস্ত হতে থাকে এবং আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে বাংলা থেকে বস্ত্র রপ্তানি হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৮২০ সাল নাগাদ বস্ত্র রপ্তানির দেশ হিসেবে বাংলার নাম অবলুপ্ত হয়। ১৮৩০- এর দিকে ব্রিটেন থেকে বাংলায় বস্ত্র আমদানি শুরু হয়।[৩১]

---

২৯. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৪), খ.৯, পৃ. ৩৬৪
৩০. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*(ঢাকা : জনপ্রিয় প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৫১
৩১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৬৫

ভারতের রেশম শিল্প প্রধানত বাংলায় কেন্দ্রীভূত ছিল এবং ব্রিটিশদের শাসন শুরুর প্রথম থেকেই এ শিল্প তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেশম কারখানা স্থাপন এবং রেশমগুটি চাষের উন্নয়ন করে। কোম্পানি বিদেশে রেশম রপ্তানি ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে। রেশমগুটি চাষ ও রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষ এখন রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীন ও জাপানে উৎপাদিত সস্তা রেশমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে এবং ব্রিটেনে উৎপাদিত বিকল্প বস্ত্রের দ্রুত মূল্য হ্রাসের জন্য বাংলার রেশম শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়।

একটি ডক নির্মাণ এবং বাণিজ্যপোত, যুদ্ধজাহাজ মেরামত ও সজ্জিত করার জন্য সুবিধাদি সৃষ্টি করার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় জাহাজনির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন করে। বৃহদাকার নৌকা নির্মাণে দক্ষতাসম্পন্ন এবং জাহাজনির্মাণে পুনঃপ্রশিক্ষিত স্থানীয় শ্রমিকদের সাহায্যে ব্রিটিশ ও স্থানীয় উভয় শ্রেণীর কোম্পানি জাহাজ নির্মাণ, মেরামত ও সজ্জিত করার এ সুবিধাসমূহ ব্যবহার করে।

ব্রিটিশ আমলে যে সকল বৃহদাকার শিল্পের উন্নয়ন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল লবণ ও চিনি শিল্প। লবণ ব্যবসায়ের উপর ট্যাক্স আকারে রাজস্ব আদায় করে কোম্পানি সরকার প্রচুর অর্থ আয় করে। এ লবণ ব্যবসায়ের দুটো পরিণতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল– (১) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং (২) বর্ধিত ট্যাক্সের জন্য লবণের ঊর্ধ্বগামী মূল্য সাধারণ ও গরিব ভোক্তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ সরকার স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমদানিকৃত লবণের জন্য আমদানি কর ধার্য করে। এছাড়াও আমদানিকৃত লবনের মান উন্নততর বলে আমদানিকৃত লবণের জন্য দেশীয় লবণশিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে চিনি উৎপাদন প্রধানত বেনারসে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা চিনিশিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইংল্যান্ডে চিনির উর্ধ্বমূল্য এবং হাইতি ও সেন্ট ডমিঙ্গোতে চিনি উৎপাদনকারী কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসকবর্গ বাংলার চিনি ব্রিটেন ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে রপ্তানি করতে থাকে। ১৮৩০ সাল নাগাদ গোরখপুর, আজিজপুর, মতিহারী, বেলসুন্দা, বড়চাকিয়া, রোসা ও দুবাহসহ অনেক স্থানে বাষ্পচালিত আধুনিক চিনিকল স্থাপন করা হয়। কিন্তু ১৮৪৬ সাল থেকে বাংলা ব্রিটেনে চিনির বাজার হারায়।[৩২] তখন থেকে ব্রিটিশ সরকার শুল্কবিধির সমতার অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানিকৃত চিনির শুল্ক ধার্য করার জন্য শুল্কবিধি পরিবর্তন করে। ইউরোপে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিট চিনি উৎপাদনের উন্নয়ন বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চিনি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। জাভা, মরিসাস ও ফরমোজায় ইক্ষু ও চিনি উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে চিনির আন্তর্জাতিক মূল্য ভারতে উৎপাদিত চিনির উৎপাদন মূল্যের নিচে নেমে আসে। এসব ঘটনার ফলে বাংলার চিনিশিল্পে ধস নামে। তবে, ইক্ষু, খেজুর এবং তাল বৃক্ষ থেকে গুড় উৎপাদনে বাংলা বেশ ভাল ভূমিকা পালন করে। সস্তা ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপকরণ হিসেবে গুড়ের বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। আন্তর্জাতিক চিনির বাজারে সব ধরনের উন্নয়ন সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্যাপক চাহিদার জন্য চিনি শিল্প বাংলায় টিকে থাকে।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিল্পের, বিশেষ করে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে, একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সীমিত শিল্পখাতে সঙ্কীর্ণ বিশেষায়ন। বহু শতাব্দী ধরে ভারতে প্রচলিত বর্ণভিত্তিক করুকর্মীদের বিশেষায়ন ব্রিটিশ

---

৩২. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

আমলেও সমৃদ্ধি অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এসব কুটির শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখেন। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কারিগরদের দৈহিক নিপীড়নসহ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ফেলে দেয়া হয় এবং জোর করে তাদের ব্যবসায় থেকে বিতাড়ন করে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির জন্য স্থান করে দেয়া হয়।

পাকিস্তান আমলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান অবিভক্ত বাংলার শিল্পের সামান্যই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। বাংলার ১০৮টি পাটকল, ১৮টি লৌহ ও ইস্পাত কল এবং ১৬টি কাগজ কলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে একটিও পড়ে নি। বাংলার ৩৮৯টি সুতাকলের মধ্যে মাত্র ৯০টি, ১৬৬টি চিনিকলের মধ্যে মাত্র ১০টি এবং ১৯টি সিমেন্ট কারখানার মধ্যে মাত্র ৩টি পূর্ব পাকিস্থান ভূখন্ডে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের সিলেটের ছাতকে অবস্থিত সিমেন্ট কারখানাকে চুনাপাথর সরবরাহের জন্য ভারতের আসামের উপর নির্ভর করতে হতো। পূর্ব পাকিস্তানের সুতাকলগুলোকেও আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে হতো। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে অদক্ষ অকৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৩,২৩৪ জন, উৎপাদনকারী শিল্পসংস্থায় নিয়োজিত দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,১৫,৪৮০ জন, কয়লা ও পাথর খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৮৪,৫৩৫ জন এবং পেশাদার লোক ছিল ১,২১,৫২২ জন। উৎপাদন সেক্টরে (প্রধানত খাদ্য, পানীয় ও তামাক প্রক্রিয়াকরণ শাখাসমূহ নিয়ে গঠিত) সর্বমোট ৬০২,৮৭৫ জন শ্রমিক (মোট শ্রমিক শক্তির ৪.৬৭%) নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে ৪,৩০,১৪৮ জন প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং ১,৭২,৭২৭ জন সহায়ক কাজে নিয়োজিত ছিল।[৩৩] উৎপাদনশীল শিল্প ইউনিটসমূহের মধ্যে মাত্র ২০০টিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হতো।[৩৪]

পাকিস্তান সরকারের শিল্প উন্নয়ন নীতিমালায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ, পানিবিদ্যুত শক্তি, রেলওয়ে ওয়াগন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও ওয়ারলেস উৎপাদন রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং অবশিষ্ট সকল সেক্টরে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। পাট, বস্ত্র, রেশম ও রেয়নসহ চব্বিশটি শিল্প ছিল কেন্দ্রীয় পরিকল্পণাধীন। শিল্পায়নের উন্নয়নের জন্য সরকার পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং পাকিস্তান শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন নামে দুটি সংস্থা সৃষ্টি করে। পাট, পেপার বোর্ড, সিমেন্ট, সার, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বস্ত্র, ঔষধ, হাল্কা প্রকৌশল ও জাহাজনির্মাণ প্রভৃতি খাতে শিল্প ইউনিট স্থাপনে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে। এ উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার করা হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার বহিঃসম্পদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। পূর্ব পাকিস্তানে নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের তালিকায় বাঙালিদের প্রাধান্য ছিল না এবং স্বাধীন পরিবেশ-পরিস্থিতির অভাবে স্থানীয় পুঁজি বিকাশের সুযোগ ছিল খুবই সামান্য। কেন্দ্রীয় সরকার উৎপন্ন দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে জন্মানো বা উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় হতো। এসব সত্ত্বেও ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

---

৩৩. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৬৬

৩৪. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল খাদ্য উৎপাদনকারী ৪০৮টি, পানীয় প্রস্তুতকারী ৬টি, তামাক প্রক্রিয়াকরণ ২৬টি, বস্ত্র ৭৯২টি, পাদুকা ২০৪টি, কাঠ ও ছিপি ১৪টি, আসবাবপত্র ৭০টি, কাগজজাত দ্রব্য উৎপাদন ৩৩টি, মুদ্রণ ও প্রকাশনা ১৪টি, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন ৫৭২টি, পেট্রোলিয়াম ও কয়লাজাত পদার্থ ৩টি, রাবারজাত দ্রব্য উৎপাদন ৩টি, খনিজ পদার্থ ৫৩টি, মৌলিক ধাতু ৩৫টি, ধাতব দ্রব্য ২৫৭টি, অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ৮৮টি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ৩৪টি, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি ৬৫টি এবং অন্যান্য দ্রব্য ১৬৬টি। অবশ্য সরকারি সূত্রমতে, ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ১,৫৮০টি উৎপাদন ইউনিটে ২,০৬,০৫৮ জন লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ছিল ৩,৬৩৬ বিলিয়ন টাকা এবং মূল্য সংযোজিত হয়েছিল ১,৭০৮ বিলিয়ন টাকা। ১৯৭০ সালে মোট জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অংশ ছিল ৮.৯ শতাংশ। কিন্তু ১৯৫০ সালে এই অংশ ছিল শতকরা ৩.৯ ভাগ।

বাংলাদেশ আমলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে শিল্পখাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পসমূহের পুনর্স্থাপন ও পুনর্বাসনের ব্যয় হিসাব করা হয়েছিল ২৯১ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্পসমূহের জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ২২৩ মিলিয়ন টাকা। ৭৯,২০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ৭২টি পাটকল, ১৩.৪ মিলিয়ন পাউন্ড উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৪টি বস্ত্রকল, ১,৬৯,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ১৫টি চিনি কল, ৪,৪৬,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি সার কারখানা, ৩,৫০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ইস্পাত কল, একটি ডিজেল ইঞ্জিন ইউনিট এবং একটি জাহাজনির্মাণ কারখানা নিয়ে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের কার্যক্রম আরম্ভ হয়।[৩৫] অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের করকারখানাগুলো প্রধানত অব্যবস্থা ও সম্পদ পাচারের ফলে শীঘ্রই লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সরকারকে অতি তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উপর কর্তৃত্বসংক্রান্ত নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হয় এবং শিল্পসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখেও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা উন্নীত করা হয়। এতে অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নি। রাষ্ট্রীয় নীতিতে বহু সমন্বয় ও সাময়িক পরিবর্তন আনয়ন করে সরকার অবশেষে ১৯৮২ সালে একটি নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করে। এই নীতি অনুসরণে ১,০৭৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। নব্য সম্পদশালীদের অনভিজ্ঞতার কারণে হস্তান্তরিত শিল্পসমূহ রুগ্ন শিল্পে পরিণত হলে বিরাষ্ট্রীয়করণ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিমালিকদের অনেকেই শিল্প উন্নয়ন ও চালু রাখার পরিবর্তে সস্তায় প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে নগদ অর্থ অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে শিল্পরুগ্নতা দেখা দেয় এবং খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের ৫০ শতাংশ, বস্ত্র শিল্পসমূহের ৭০ শতাংশ, পাট খাতের শিল্পসমূহের ১০০ শতাংশ, কাগজ ও কাগজ বোর্ড শিল্পসমূহের ৬০ শতাংশ, চামড়া ও রাবার শিল্পসমূহের ৯০ শতাংশ, রসায়ন ও ঔষধ শিল্পসমূহের ৫০ শতাংশ, গ্লাস ও সিরামিক্স শিল্পের ৬৫ শতাংশ এবং প্রকৌশল শিল্পসমূহের ৮০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩৬]

বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৪ সালে এই শ্রেণির শিল্পের সংখ্যা ছিল ৯,৩২,২০০টি। এর মধ্যে ২০.৭ শতাংশ ছিল তাঁত, ১৫.৪ শতাংশ বাঁশ ও বেতের কাজের কারখানা, ৮.১ শতাংশ কাঠমিস্ত্রির কাজের কারখানা, ৬.১ শতাংশ পাট ও তুলার সুতায়

---

৩৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৬৬

৩৬. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

তৈরি দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা, ৩.৪ শতাংশ মৃৎশিল্প, ০.৩ শতাংশ তৈলভাঙ্গা কল, ৩.২ শতাংশ কামারের কারখানা, ০.৮ শতাংশ তামা ঢালাই কারখানা এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধরনের শিল্প। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায়ই তাঁতিদের বসতি আছে, কিন্তু নরসিংদী, বাবুরহাট, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, বাজিতপুর, টাঙ্গাইল, শাহজাদপুর এবং যশোর এলাকায় তাদের অধিক সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত দেখা যায়। রেশম শিল্প রাজশাহী ও ভোলাহাটে প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশে ১৯৮০-এর দশকে অন্যান্য যে সকল স্থান কুটির শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ইসলামপুর তামা ঢালাই, সিলেট মাদুর ও বেতের আসবাবপত্র, কুমিল্লা মৃৎশিল্প ও বাঁশের কাজ, কক্সবাজার সিগার, বরিশাল নারিকেলের ছোবড়া থেকে উৎপাদিত দ্রব্য এবং রংপুর নকশাযুক্ত কার্পেট।

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে ৬,০০০ তাঁত এবং ১০,২৫,০০০ টাকুবিশিষ্ট ৫৮টি বস্ত্রকল ছিল। এই বস্ত্রকলগুলোর বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০৬.২ মিলিয়ন পাউন্ড সুতা, ৬৩ মিলিয়ন মিটার কাপড়। বস্ত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত খাতের অন্যতম শিল্প এবং অন্যান্য অধিকাংশ শিল্পখাতের মতোই বস্ত্রখাতকে লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এই লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৫৩.৪ মিলিয়ন টাকা। এই খাতের অসুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির অসুবিধা, কাঁচামাল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে ২৩,৭০০টি টাকুবিশিষ্ট ৭০টি পাটকল ছিল। ঐ বছর এই পাটকলসমূহে ১,৬৮,০০০ জন শ্রমিক এবং ২৭,০০০ জন অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। এই মিলসমূহে ঐ বছর ৫৪৫ টন কাঁচাপাট ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আলোচ্য বছরে এই সকল পাটকলের উৎপাদন১৯৬৯ সালের ২১,৫০৮ টি টাকুবিশিষ্ট ৫৫টি পাটকলের উৎপাদন অপেক্ষা কম ছিল।[৩৭] বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রধান তিনটি কেন্দ্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত। পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্তে এখন সস্তা ও অধিক টেকসই প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের পাট শিল্প ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।[৩৮]

১৯৮৫ সালের পূর্বে বাংলাদেশে সালফিউরিক এসিড, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কস্টিক সোডা, গ্লাস, সার, চীনামাটি দ্বারা প্রস্তুত বাসনকোসন, সিমেন্ট, ইস্পাত এবং প্রকৌশলের মতো নতুন শিল্পের উন্নয়ন ছিল মন্থর। ১৯৮৫ সালে সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের জন্য দেশে মাত্র দুটি কারখানা ছিল এবং তাদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫,৯৯৫ মেট্রিক টন, যদিও সাবান, কাগজ, ঢালাই লোহা ও ইস্পাতের মতো শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ এই উপকরণটির উৎপাদন ১৯৭০ সালে ছিল ৬,৪৬৬ মেট্রিক টন। ১৯৮৫ সালে কস্টিক সোডার উৎপাদন ছিল ৬,৭৮৭ মেট্রিক টন, এর প্রায় সবটাই কাগজকলসমূহে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বালু, লবণ ও চুনাপাথর সহজলভ্য হওয়ায় দেশে কাচ শিল্প উন্নয়নের বেশ সম্ভাবনা রয়েছে। এই শিল্প স্থাপনের জন্য দুটি প্রধান স্থান হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের কালুরঘাটে অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় গ্লাস ফ্যাক্টরিতে ১৯৮৫ সালে ১২.৯ মিলিয়ন বর্গফুট শিট গ্লাস উৎপাদ করা হয়।

দেশের সার শিল্পে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৫ সালে সার কারখানাসমূহের মোট উৎপাদন ছিল ৮,০৮,৬৬০ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ৭,৪১,৪৬৩ মেট্রিক টন ছিল ইউরিয়া, ৯,৬৩৪ মেট্রিক টন অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ৫৭,৫৬৩ মেট্রিক টন ট্রিপল সুপার ফসফেট।

---

৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৬৮

৩৮. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

ফেঞ্চুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ও আশুগঞ্জে তিনটি প্রধান সার কারখানা অবস্থিত ছিল। ১৯৮৫ সালে দেশের প্রধান সিমেন্ট কারখানাদ্বয় ছাতক ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। পাবনার পাকশী এবং চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় রয়েছে বাংলাদেশের কাগজ শিল্পের প্রধান কারখানা এবং ১৯৮৫ সালে কাগজের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৭,৫০০ মেট্রিক টন। খুলনায় আছে একটি নিউজপ্রিন্ট মিল, ১৯৮৫ সালে যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫৫,০০০ মেট্রিক টন এবং একটি হার্ডবোর্ড মিল ১৯৮৫ সালে যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১,৬২১ বর্গমিটার। ১৯৮৫ সালেই বাংলাদেশে পার্টিকেল বোর্ড ও পারটেক্স উৎপাদনের জন্য কয়েকটি মিল ছিল। ম্যাচ উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। ঢাকা, খুলনা, খেপুপাড়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া ও রাজশাহী ম্যাচ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ১৯৮৫ সালে ম্যাচের মোট উৎপাদন ছিল ১.৩০ গ্রোস বাক্স। একই বছরে বাংলাদেশের ৮টি চিনিকলের উৎপাদন ছিল ৮৭,০০০ টন। ঈশ্বরদীতে দর্শনার চিনিকলে চিনি ছাড়া আরও উৎপন্ন হয় অ্যালকোহল, মেথিলেটেড স্পিরিট এবং রেক্টিফাইড স্পিরিট। বাংলাদেশের লৌহ ও ইস্পাত মিলগুলোর অধিকাংশই ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের অধীনে চট্টগ্রাম ও ঢাকাতে কেন্দ্রভূত। অবশ্য খুলনা, কুষ্টিয়া ও বগুড়াতেও কিছু ইস্পাত ও লোহার কাজের প্রতিষ্ঠান আছে।

১৯৮০-এর দশকে বাংলাদেশে জাহাজনির্মাণ শিল্প, মোটরগাড়ি সন্নিবেশ শিল্প, তৈল শোধনাগার, ইনসুলেটর ও চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরির কারখানা, টেলিফোন যন্ত্রপাতি তৈরির শিল্প, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি তৈরির কারখানা, টেলিভিশন সন্নিবেশ কারখানা, সিগারেট কোম্পানি এবং উদ্ভিজ্জ তেল কল বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই সময় দেশে তৈরি পোশাক শিল্প ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করে। সরকার পরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে মুক্তবাজার অর্থনীতির মিশ্র কৌশল অনুসরণ করে।[৩৯] ১৯৯০-এর দশকে উৎপাদন খাতে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এবং ১৯৯৬ সালে দেশের মোট জাতীয় আয়ে এ শিল্পখাতের অংশ ১১ শতাংশে উন্নীত হয়। এই খাতে ১৯৯৭ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৭.৮ বিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯১ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২২.৫ বিলিয়ন টাকা। দেশের শিল্পসমূহের মোট বিনিয়োগে সরকারি খাতের অংশ ১৯৯১ সালের ৩৭.০৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালে দাঁড়ায় ৮.৬৩ শতাংশ। বাংলাদেশে উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের সর্বশেষ শুমারি ১৯৯১ সালে পরিচালিত হয় এবং কুটির শিল্প ব্যতীত এক শুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী শিল্প পরিসংখ্যানের মৌলিক সূচকসমূহ নিচের ছকে প্রদর্শিত হলো–[৪০]

প্রশাসনিক বিভাগওয়ারি শিল্প স্থাপনার সংখ্যা		উৎপন্ন ও উপজাত দ্রব্যের মূল্য (মিলিয়ন টাকা)	
মোট	২৬,৪৪৬	মোট	২,১৩,০৭৩
ঢাকা	১১,৭৯০	চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্য	২,১০,৩০১
চট্টগ্রাম	৩,৭৯১	উপজাত দ্রব্য	২,৬২৮
রাজশাহী	৭,৭৬৫	শিল্পবর্জ্য	১৪৪
খুলনা	৩,১০০		
স্থায়ী পরিসম্পদ (মিলিয়ন টাকা)	১,০২,৪১৫	পরিশোধিত কর (মিলিয়ন টাকা)	১১,২৯৮
কর্মচারীদের সংখ্যা		মোট উৎপাদন (মিলিয়ন টাকা)	২,২২,৮৬৮

৩৯. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৬৮

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

প্রশাসনিক বিভাগওয়ারি শিল্প স্থাপনার সংখ্যা		উৎপন্ন ও উপজাত দ্রব্যের মূল্য (মিলিয়ন টাকা)	
উভয়লিঙ্গ	১১,৫৬,২০৪		
পুরুষ	৯,৭৯,৩২৮	মোট মূল্য সংযোজন (মিলিয়ন টাকা)	৭৩,২৪৯
মহিলা	১,৭৬,৮৭৬		
নিযুক্ত লোকসংখ্যা		উৎপাদনের উপাদানের ব্যয়ভিত্তিক মূল্য সংযোজন (মিলিয়ন টাকা)	৫১,০৯০
উভয়লিঙ্গ	১৩,২৭,২৮৭		
পুরুষ	১১,২৮,৯০৫		
মহিলা	১,৯৮,৩৮২		

সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীনে হস্তান্তর করে বেসরকারিকরণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। একই সাথে বিভিন্ন কারণে রুগ্ন হিসেবে চিহ্নিত শিল্পসমূহের পুনর্বাসনের কর্মসূচিও সরকার গ্রহণ করেছে। ২০০০ সালে এই কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিত শিল্পসমূহের মধ্যে ছিল একটি সিমেন্ট কারখানা যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ০.১৫ মিলিয়ন টন, একটি কাগজ কল যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০০০ টন, একটি নিউজপ্রিন্ট মিল যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫২,০০০ টন, ৬টি সিগারেট কারখানা যেগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬৩০ মিলিয়ন শলা, ৮টি তেল কল যেগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯,৩৪,৮১৮ টন, ২টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা যেগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯,৫০,৪০০ টন, ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা যেগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬.৯ মিলিয়ন টন, ২টি হিমাগার যেগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫.৯ মিলিয়ন পাউন্ড, ১টি পানীয় উৎপাদনকারী কারখানা যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪.৩ মিলিয়ন বোতল, ৩টি রাসায়নিক শিল্প ইউনিট যেগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,১০০ টন, ১টি গ্লাস ফ্যাক্টরি যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৭.৫ মিলিয়ন ফুট এবং ১২টি ঔষধ প্রস্তুত কারখানা। ১৯৯৭-২০০২ সাল সময়ের জন্য প্রণীত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের ব্যয় ১.৩৯ বিলিয়ন টাকাসহ শিল্পখাতে মোট ৮.৯৫ বিলিয়ন টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ২০০০ সালে শিল্পসমূহে মোট ০.৬ মিলিয়ন লোক নিয়োগের হিসাব করা হয়েছিল। এর মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে ছিল ০.৫ মিলিয়ন।[৪১]

১৯৯০-এর দশকে সরকারের শিল্পায়ন উদ্যোগের মধ্যে ছিল সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও পুনর্নির্মাণে বিনিয়োগ, নতুন শিল্প এলাকা ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগ উন্নয়ন এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ। আন্তর্জাতিক বাজারের গতিধারা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উদারনীতিকরণে দাতা দেশ, এজেন্সিসমূহের সুপারিশ এবং কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির সাথে মিল রেখেই শিল্পনীতিতে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছিল। ১৯৮২ সাল থেকে প্রতি ৪ থেকে ৬ বছর পর পর প্রায় নিয়মিতভাবে সরকার দেশ ও বিদেশের বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্ধিত প্রণোদনার ব্যবস্থা করে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করে আসছে। এই নীতিসমূহের প্রধান প্রধান সাধারণ বিষয় হচ্ছে প্রত্যন্ত পল্লী এলাকার শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদান, উদ্যোক্তাদের স্থানীয় কাঁচামাল ও প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়তার জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন।[৪২]

---

৪১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৬৯

৪২. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

শিল্পায়ন : ভারত বর্ষে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও শিল্পসংক্রান্ত পুঁজিবাদের বিকাশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের দৃঢ়ীকরণ এবং সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে ঐপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশরূপে ভারতের রূপান্তরের সাথে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত। ব্রিটেন কর্তৃক ইন্ডিয়া উপনিবেশ হয়েছে- এ বিষয়টি তার ইতিহাসকে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ইতিহাস থেকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করেছে। বিদেশী শক্তি কর্তৃক শাসিত একটি নির্ভরশীল দেশে শিল্পায়নের উন্মেষ হওয়ায় তা স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে ব্যর্থ হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় অর্থনীতিকে মেট্রোপলিটন অর্থনীতির উপাঙ্গে রূপান্তরিত করেছে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনে যেভাবে ঘটেছে সেভাবে না হয়ে ভারতে শিল্পসংক্রান্ত পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে সামন্ততন্ত্রের একটি সমন্বয় সাধন করে। এখানে সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করা হয় নি। ভারতে বারোদা, মহিশূর, ইন্দোর ওবং ট্রাভাঙ্কোরের মতো সামন্ত রাজ্যের শাসকগণ নিজেরাই ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছেন এবং শিল্পপতিদেরকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। বাংলায়ও বিশ শতকের শুরুতে কাসিমবাজার এর মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, নদিয়ার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, পাবনার তরণ গোবিন্দ চৌধুরী ও অন্যান্যরা শিল্পক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করেন।[৪৩] সুতরাং পাশ্চাত্যের মতো শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদের সূচনা এদেশে স্বাভাবিক শিল্প বিবর্তনের মাধ্যমে হয়নি। কোন সামন্ত বিরোধী বুর্জোয়া সামাজিক বিপ্লব বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি পুঁজিবাদে উন্মেষের পথ প্রস্তুত করেনি। অপরদিকে এটি একটি প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ থেকে একটি নির্ভরশীল সামন্ততান্ত্রিক দেশে প্রথমোক্ত দেশের রাজকীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রোপিত হয়। ঊনিশ শতকের ভারত এখানেই অবস্থান করছিল এবং বাংলাও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে হস্তশিল্পের প্রাধান্য ছিল। শিল্পসমূহের মধ্যে বৃহৎ পরিধিতে ছিল বস্ত্রশিল্প, ছুরি তৈরি করার শিল্প, চামড়া পাকাকরণ শিল্প, কাগজশিল্প, দেশীয় ঔষধ শিল্প, তৈল, কাঁসা, তামা শিল্প ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন কাগজ শিল্প, হস্তশিল্প থেকে বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হওয়ার মতো উদাহরণ সৃষ্টি করলেও তা ছিল গৌণ।[৪৪]

আঠারো শতক থেকে বাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যপটে বিরাট পরিবর্তন আসে, যা ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ এনে দেয়, নগরায়ণ দ্রুততর করে, রেলওয়ে স্থাপনে সহায়তা করে, কলকাতা বন্দর ও বড়বাজার মার্কেটকে বিকশিত করে। এ যুদ্ধ পূর্বভারতের মাড়োয়ারিদেরকে অভিবাসনে উৎসাহিত করে এবং কলকাতায় বাঙালিদের চেয়ে অধিক হারে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করে। এরা ছিল মাড়োয়ারি, ক্ষেত্রী, পারসী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, চেট্টিয়ার, আর্মেনীয়, ইহুদি এবং ইউরোপীয়। নতুন পরিস্থিতিতে এ সকল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে, যা ব্রিটিশদের দ্বারা বিকাশমান রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের মধ্যবর্তী শক্তি হিসেবে কাজ করে। উক্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে রামদুলাল দে ও দ্বারকানাথ ঠাকুর-এর মতো কিছু ব্যক্তির নাম করা যায় মাত্র। রামদুলাল দে যখন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে বাংলায় আমেরিকান বাণিজ্যের প্রকৃত সূচনাকারী হন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্রিটিশদের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক স্বার্থ পারস্পরিকভাবে যুক্ত করেন। তিনি গাঁজা, নীল, চিনি, সিল্ক, কয়লা, ব্যাংক-ব্যবসা ও পোতসমূহে পুঁজি বিনিয়োগ করেন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে

---

৪৩. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭১

৪৪. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

যৌথভাবে করেছিলেন। যেটা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সেটা হলো তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন নি, বরং বৈদেশিক পুঁজির নিবিড় সহযোগিতায় তা করেন। যখন ঔপনিবেশিক শাসন বাঙালি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের একটা অংশকে যারা ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছিল ও সুবিধাদি দিচ্ছিল তখন অন্যান্য সামাজিক শ্রেণি ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকার হয়। ব্যবসায় ও অবাধ বাণিজ্য চলাকালীন সময়ে অনুসৃত লুটপাট করার নীতি বাংলার কুটির শিল্পকে ধ্বংস করার বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৮৯০ সালের একটা জরিপে বলা হয় যে, কাঠের কাজ, কাঁসার দ্রব্যাদি, মৃৎশিল্প ও কার্পেটের কাজ ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলার বাজার ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত শিল্পদ্রব্যে ছেয়ে যায়। ব্রিটেনে সম্পদ পাচারসহ শিল্পের এ অধোগতি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সে সময়ের জাতীয়তাবাদী প্রচার দাদাভাই নওরোজি, এম.জি রানাডে ও আর.সি দত্তের মতো বুদ্ধিজীবীদের লেখায় ও ভাষণে মূর্ত হয়ে আছে। তারা ভারতের দারিদ্র্য, রাজস্ব আদায়ের ঔপনিবেশিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যখন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'বেঙ্গলী' এবং এধরনের অন্যান্য পত্রিকা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল, তখন ভোলানাথ চন্দ্র 'মুখার্জী'স ম্যাগাজিন'-এ দেশীয় পণ্যের স্বার্থে বিদেশী পণ্য বয়কটের কথা বলেন।[৪৫] সতীশচন্দ্র মুখার্জী 'ডন অ্যান্ড ডন সোসাইটি'স ম্যাগাজিন' এবং অন্যান্যরা 'স্বদেশী' 'বন্দে মাতারম ও অন্যান্য সাময়িকীতে ভারতে শিল্পায়নের ফলপ্রসূতা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন।

ঊনিশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে স্বদেশী অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ প্রকৃত একটা আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়। ১৯০৫ সালে যখন দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য সাধারণ প্রচারণার সাথে বিদেশী পণ্য বয়কটের আহ্বান জোর দিয়ে করা হয়, তখন বঙ্গভঙ্গ-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান চলাকালীন সময়ে স্বদেশী শিল্পসমূহ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। 'বন্দে মাতারম' পত্রিকার মতে, বয়কট ও স্বদেশী একে অন্যকে পারস্পরিকভাবে উদ্দীপিত করবে। এভাবে বয়কটের কারণে স্বদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়।[৪৬]

স্বদেশীর পক্ষে জোরালো জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও বাংলার শিল্পোদ্যোগে সমশ্রেণীভুক্ত কোন চরিত্র ছিল না। ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ পাট, চা, কাগজ এবং অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করেন এবং ভারতীয় দালালদের সহযোগিতায় ব্রিটেনে রপ্তানির জন্য যতদূর সম্ভব মুনাফা আদায় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রাথমিকভাবে মাড়োয়ারিদের সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী প্রধানত বস্ত্র ও পাট শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে ১৯১৯ সালে বিড়লা জুট মিলস, হুকুম চাঁদ জুট মিলস ও ১৯২৮ সালে হনুমান জুট মিলস স্থাপন করেন। এছাড়া এইচ.জি ডালমিয়ার ১৯২১ সালে মাথুর দাস মিলস ও এস.টি গোয়েস্কা ১৯১৬ ও ১৯২৭ সালে দুটি বস্ত্র কারখানা স্থাপন করেন। ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী এবং মধ্যবর্তী বুর্জোয়াদের একটা অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল, যা ব্রিটিশ রাজ্যের সাথে যুক্ত ছিল এবং তারা সে সময়ের স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। অপরদিকে বাংলার ছোট ও মধ্যবর্তী বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্য অংশটা ব্রিটিশ রাজ্যের সাথে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ না করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে জাতীয় স্বার্থে শিল্পায়নে

---

৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭২

৪৬. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

উদ্যোগী হন। এ স্বদেশী বিনিয়োগকারীগণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করেন এবং প্রাথমিকভাবে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন এবং পরে যখনই সম্ভব তখন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার সৃষ্টি ও তা দখল করতে সচেষ্ট হন। এ ধারাটিই স্বদেশী শিল্পোদ্যোগকে জাতীয় কর্মসূচির রূপ প্রদান করে।

ঊনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে দেশীয় শিল্প কর্মকাণ্ডে নানা গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি ছিল কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভারতীয় শিল্পসমূহের উন্নয়নের জন্য একটা পৃথক কারিগরি ইনস্টিটিউট ও একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সালে ভারতীয় শিল্প সমিতি স্থাপন করেন প্রমথনাথ বসু এবং গোগেন্দ্র ঘোষ ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'এসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইন্ডিয়ান্স'। শেষোক্ত সমিতি তরুণদের বিদেশে কারিগরি শিক্ষা লাভের জন্য বৃত্তি প্রদান করে এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দেশীয় কোম্পানিসমূহে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। প্রদর্শনী, স্বদেশী পণ্যের দোকান ও স্বেচ্ছাসেবকদের ফেরীর মাধ্যমে স্বদেশী পণ্যের বিক্রয় বাড়ানো ছিল এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি ছিল ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পকে পুনঃপ্রবর্তন করা। এ ধারাটি বাংলায় হস্তশিল্পকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। হস্তশিল্পের পুনঃপ্রচলন দেখা যায় প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের সুতাকাটা ও বয়ন শিল্পে, ঐতিহ্যগত মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশম শিল্পে, বর্ধমান, হাওড়া, নোয়াখালী এবং বরিশালের ছুরি নির্মাণ শিল্পে। উত্তর মেদিনীপুরে তামা-কাঁসা শিল্প, যা আমদানিকৃত এনামেলের তৈরি পণ্যের স্থান দখল করে, বরিশাল, পুরুলিয়া, কুমিল্লা, কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় নিব শিল্প, ঢাকা, হুগলি, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদে কাগজ শিল্প ও ঢাকা, সিলেট, মুর্শিদাবাদ এবং চট্টগ্রামে শংখচুড়ি শিল্প গড়ে উঠার মধ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পের পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ ধারাটি ছিল আধুনিক শিল্প গড়ে তোলা, যেগুলোতে হস্তশিল্পের পুনর্জাগরণসহ প্রকৃত স্বদেশী বৈশিষ্ট্য বিরাজিত থাকবে। এ সকল শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সুতিবস্ত্র, ভেষজ পদার্থ ও ঔষধ শিল্প, লৌহ শিল্প, দেশলাই, সিগারেট, চামড়া, কাগজ, মৃৎশিল্প, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, পানি রোধক দ্রব্যাদি, কাঁচ, তেল, কালি, সুগন্ধি, ডিস্ক রেকর্ড, কলম, পেন্সিল, কলমদানি, বৈদ্যুতিক বাতি, চিরুনী, বোতাম, হারিকেন লণ্ঠণ, বৈদ্যুতিক পাখা, ফ্লাশ লাইট, ব্যাটারি, টাইপ রাইটার ইত্যাদি।[৪৭]

বস্ত্রশিল্প : বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে বেশ কয়েকটি বয়ন, হোসিয়ারি এবং সুতাকল স্থাপিত হয়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত কারখানা ছিল ১৯০৬ সালে স্থাপিত জলপাইগুড়িতে পাইওনিয়ার ওয়েভিং মিল ও ক্যালকাটা ওয়েভিং কোং এবং অন্যান্য কারখানাসমূহ। এগুলির পুঁজির পরিমাণ ছিল ২০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা। হোসিয়ারি মিলসমূহ সংখ্যা ও ব্যবসার আকৃতির দিক থেকে অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল।[৪৮] ১৮৯৩ সালে স্থাপিত 'দি ওরিয়েন্টাল হোসিয়ারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি', পরবর্তী সময়ে ১৯০৮ সালে স্থাপিত, 'বেঙ্গল হোসিয়ারি কোং' হিসেবে পরিচিত 'দি স্টুডেন্ট ইকনমিক হোসিয়ারি', কলকাতার দি টালিগঞ্জ হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি, পাটুয়াটুলি ও ঢাকার ১৯০৪ সালে স্থাপিত গুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানিস হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি, পাবনার ১৯০৬ সালের পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানিগুলো জাপান ও ব্রিটিশ পণ্যের সাথে

৪৭. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭৩

প্রতিযোগিতা করে নানা ধরনের সুতি অন্তর্বাস এবং সুতি ও উলের মোজা তৈরি করত। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের মধ্যে ১৯০৬ সালে স্থাপিত কলকাতার কমলা মিল, শ্রীনাথ মিল, হুগলির বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল ও অন্যান্য কারখানা ছিল। এ সকল মিলে রুচিসম্মত নানা ধরনের সুতিবস্ত্র, ধুতি, শাড়ি, বিছানার চাদর, মার্কিন থান কাপড়, টুইল, হাসপাতালের চাহিদাসমূহ যেমন– ব্যান্ডেজ, গজ কাপড়, ধূসর ও রঙিন সুতা তৈরি হতো। বাংলা ও বাংলার বাইরে এ সকল পণ্যের অনেকগুলোর ব্যাপক চাহিদা ছিল।

ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিক্যালস : আয়ুর্বেদ ব্যবস্থা ভারতীয় ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর ভিত্তি হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের এ্যালোপ্যাথিক ব্যবস্থা ভারতে প্রচলনের কারণে আয়ুর্বেদ ব্যবস্থা ক্ষীয়মান হয়ে পড়ে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সনদ প্রাপ্ত ঔষধসমূহ প্রধানত ছিল এ্যালোপ্যাথিক ও আংশিক হোমিওপ্যাথিক। নানা ধরনের এ ঔষধগুলো যুক্তরাজ্য, জাপান, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র এবং হংকং থেকে আসত এবং ভারতে, বিশেষ করে নগর এলাকায় এগুলো দেখা যেতো। বিদেশী কোম্পানিসমূহ ভারতে তাদের ইউনিট স্থাপন করে এবং তাদের পণ্য সর্বত্র ফেরি করে। এগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল ডি. ওয়ালডি অ্যান্ড কোম্পানি, বাথগেট অ্যান্ড কোম্পানি, উইলকিনসন, স্মিথ স্টানিস্ট্রিট অ্যান্ড কোম্পানি, আর.স্কট থমসন অ্যান্ড কোম্পানি, কিং অ্যান্ড কোম্পানি ও হ্যানিম্যান হোম।[৪৯]

এসব চ্যালেঞ্জের মুখে স্বদেশী শিল্পোদ্যোক্তাগণ দু'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন– একটা ছিল আয়ুর্বেদিক ঔষধের পুনঃপ্রচলন এবং অপরটা হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর সংমিশ্রণে স্বদেশী এ্যালোপ্যাথির প্রবর্তন করা। আয়ুর্বেদিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাঁকুড়ার ১৮৬৫ সালের হারান আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়, কলকাতার ১৯১৪ সালের কল্পতরু আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কাস ও ১৯৭৮ সালের সি.কে. সেন অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা শহরের ১৯০১ সালের শক্তি ঔষধালয়, ১৯১৪ সালের সাধনা ঔষধালয়, ১৯১৯ সালের ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মাসি লিমিটেড। স্বদেশী এ্যালোপ্যাথিক কোম্পানির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল কলকাতার ১৯১৯ সালে স্থাপিত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ও বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি। এগুলো অন্যান্য বিষয় ছাড়াও মৌলিক গবেষণা ও ঔষধ উৎপাদন করে। সনদপ্রাপ্ত ঔষধসমূহ ব্যাপক পরিধিতে বিভিন্ন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ রোগগুলো হলো যকৃৎ অকেজো হওয়া, স্ত্রীরোগ, কফ ও ঠান্ডা, ডায়াবেটিস, এ্যাবীয় আমাশয়, চর্মরোগ, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি। বিদেশী কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত উচ্চহারে রেল পরিবহণ মাসুল প্রবর্তন করা সত্ত্বেও এদুটি কোম্পানি দেশের অনেক স্থানে তাদের বাজার প্রসারিত করে এবং চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে।[৫০]

লৌহ শিল্প : দীর্ঘদিন ধরে বাংলার কামার সম্প্রদায় গ্রাম ও শহরসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করত। রেলওয়ের পত্তন ও বিকাশের ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে লোহা ও ইস্পাত আমদানির পরিমান ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এ কারণে দেশীয় শিল্প লোপ পেতে থাকে। ইউরোপীয় কঠিন লোহা নমনীয় প্রকৃতির লোহার চেয়ে শিল্প সংক্রান্ত কাজে অধিকতর সহায়ক ছিল। তা সত্ত্বেও স্থানীয় কামারগণ ও

৪৯. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৫০. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭৩

শিল্পোদ্যোক্তাগণ দেশীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন অব্যাহত রাখে। এর সঙ্গে স্বদেশী আমলে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ও পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়। উৎপাদিত দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল কৃষি কাজে ব্যবহারের উপকরণাদি, ছুরি, খুর, কাঁচি, জাঁতি, খঞ্জর, ইস্পাতের ট্রাংক, লোহার সিন্দুক, চালান বক্স, ডাস্টবিন, টিউব, তালা-চাবি, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, আখমাড়াই যন্ত্র ও নানা ধরনের মেশিন।

গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধমানের কাঞ্চন নগর, কুষ্টিয়ার লোহানি, মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা, শিমুলিয়া, জিয়াগঞ্জ ও ধুলিয়ান, হাওড়ার জগৎবল্লভপুর, পাঞ্চলা ও মাকরদা, ২৪ পরগনার শিউলি ইউনিয়ন, নিমতা, দেওলিয়া খামারপাড়া ও সোদপুর, নদীয়ার সেনহাট, ত্রিপুরার কালিকুচা ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া এবং চট্টগ্রামের কিছু এলাকা। শহরে যে সকল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল সেগুলোর মধ্যে কলকাতার সিকদার অ্যান্ড কোম্পানি, সুবল ফ্যাক্টরি, ইন্ডিয়া কাটলারি ম্যানিউফ্যাকচার কোম্পানি, বাওয়ানি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ও বেটজান অ্যান্ড কোম্পানি, কুমিল্লার হাউস অব লেবারার্স অ্যান্ড পাইওনিয়ার আইরন ওয়ার্কস, ২৪ পরগনার গ্রেট ইস্টার্ন গ্যালভানাইজিং ওয়ার্কস ও ঘটক আইরন ওয়ার্কস এবং হাওড়ার কে,এল মুখার্জী হিন্দ মেসিনারিজ লিমিটেড ও উন্ডিয়া মেসিনারি কোম্পানি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠান নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করত। এগুলির মধ্যে ছিল কাটা, বেস্টনী তৈরী, ডিপিং, স্পিলন্ট লেভেলিং, নানা প্রকারের দিয়াশলাই তৈরির মেশিন, তুরপুন, পেষণ যন্ত্র, চূর্ণন যন্ত্র, লেদ মেশিন, শিয়ারিং, মুদ্রণযন্ত্র, বাটখারা, বস্ত্র ও পাটকলের জন্য মেশিন, শেপিং, প্লানিং এবং অন্যান্য ধরণের মেশিন।

দিয়াশলাই : বর্তমানে আমরা যে নিরাপদ দিয়াশলাই ব্যবহার করি তা পাশ্চাত্যের উৎপাদিত দ্রব্য। আনুমানিক উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ভারতে দিয়াশলাই আমদানি শুরু হয়। প্রধান রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে ছিল সুইডেন, নরওয়ে, জার্মানি, বেলজিয়াম, জাপান ও যুক্তরাজ্য। এ দেশগুলির মধ্যে পরবর্তী সময়ে দিয়াশলাই রপ্তানির ক্ষেত্রে সুইডেন ও জাপান প্রাধান্য লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশাল একচেটিয়া ব্যবসা সংগঠিত হতে থাকে। এগুলির মধ্যে ছিল 'উইমকো' (ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানি)- সুইডিশ-আমেরিকান যৌথ দিয়াশলাই প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় ইউনিট। এটি ভারতীয় বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে এবং এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় শিল্পসমূহ ধ্বংস করে। স্বদেশী শিল্পোদ্যোক্তাগণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হাতের কাছে যা আছে তা ব্যবহার শুরু করেন এবং ১৯৮০-এর দশকে ফ্যাক্টরি ও কুটির শিল্পের আকারে ওয়ার্কশপ স্থাপন করে। তাদের প্রথম দু'টি প্রচেষ্টা– যথা, ১৮৯২ সালে কলকাতার বেঙ্গল সেফটি ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এবং দি ইন্ডিয়ান ম্যাচ ফ্যাক্টরি ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ব্যর্থতার পিছনে কারণ ছিল বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও কাঠের অপ্রতুলতা। পরবর্তীসময়ে স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন বেশ কয়েকটি স্বদেশী কোম্পানী স্থাপিত হয়। চালু অবস্থায় ফ্যাক্টরি শ্রেণীভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ছিল ১৯২১ সালে স্থাপিত ঢাকার প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ১৯২৩ সালে স্থাপিত খুলনার নিউ সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরি লিমিটেড, ১৯২৬ সালে স্থাপিত ২৪ পরগণার ভাগীরথী ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও পাইওনিয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ১৯০৭ সালে স্থাপিত কলকাতার বন্দে মাতরম ম্যাচ, ১৯০৬ সালে স্থাপিত দি ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ও ১৯১১ সালে স্থাপিত দি ক্যালকাটা ম্যাচ ফ্যাক্টরি, পুরুলিয়ার সন্তোষ ম্যাচ ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরিসমূহ। ছোট আকারের ফ্যাক্টরিসমূহের মধ্যে ছিল ১৯২৫ সালে স্থাপিত কলকাতার বঙ্গীয় দিয়াশলাই কার্যালয়, অন্নপূর্ণা ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও শেখ গফুর মিয়া'স

ফ্যাক্টরি, ১৯২৫ সালে স্থাপিত জলপাইগুড়ির জলপাইগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ১৯২১ সালে স্থাপিত ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ১৯২৩ সালে স্থাপিত বর্ধমানের ভারত ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ১৯২৪ সালে স্থাপিত ফরিদপুরের লুসিফার লিমিটেড ও অন্যান্য ফ্যাক্টরিসমূহ। এ সকল ফ্যাক্টরির উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে গুণগত তারতম্য থাকা সত্ত্বেও এগুলো বাংলায় মজবুত অবস্থান অর্জন করে এবং হাজার হাজার শ্রমিকের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে।[৫১]

১৯৪০- এর দশকে এ শিল্পে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিগণ বিশেষ আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের করুণ অবস্থা, টাকা তৈরি করার সুযোগ এবং বৃহৎ দেশীয় বাজার উক্ত খাতে বিনিয়োগ করার ভারতীয় পুঁজিপতিদেরকে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে। ফলে উত্তরবঙ্গে নর্দার্ন ইন্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানি লিমিটেড ১৯৪৬ সালে স্থাপিত হয়। এটা বাঙালি-মাড়োয়াড়ির যৌথ বিনিয়োগে স্থাপিত হয় এবং এর পরিচালক বোর্ডে ছিলেন সি. কে. গোয়েঙ্কা।

তামাক : তামাক দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতে বেশ পরিচিত হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইউরোপে রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে ১৮২৯ সালে বাংলা, মাদ্রাজ ও বার্মায় এর চাষ প্রসারিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ধরণের অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের একটি উপাদান ছিল বিহারের কিছু অঞ্চলকে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ– যেমন, বেগ, ডানলোপ অ্যান্ড কোম্পানি এবং দি পেনিনস্যুলার টোবাকো কোম্পানি কর্তৃক তামাক উৎপাদক এলাকায় রূপান্তরিতকরণ। এর দ্বিতীয় ধাপ সম্পাদনের প্রক্রিয়া হিসেবে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে রংপুরে একটি টোবাকো স্টেশন খোলে। এখানকার তামাক গুণগত মানে বাজারের সেরা ছিল। তামাক শিল্পের তৃতীয় ধাপটি সূচনা করে তুরস্ক, ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী কোম্পানীসমূহ। এ কোম্পানিগুলোর বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অংশে বিপুল পরিমাণে সিগার ও সিগারেট রপ্তানি করত। স্বদেশী বুর্জোয়া ফ্যাক্টরি স্থাপন করে এর জবাব দেয়। এ সকল ফ্যাক্টরি থেকে সিগারেট, সিগার, বিড়ি, নস্য ইত্যাদি তৈরি শুরু হয় এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় ঐতিহ্যগত তামাক সামগ্রী– খৈনী ও জর্দা। যে সকল কোম্পানি সাফল্য অর্জন করে সেগুলোর মধ্যে ছিল ১৯০৭ সালে স্থাপিত রংপুরের টোবাকো কোম্পানি, মুর্শিদাবাদের ইন্ডিয়া সিগারেট ম্যানিউফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, হাওড় নাইডু সিগারেট কোম্পানি, নদিয়ার এ.সি ডাট অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতার গ্লোব সিগারেট কোম্পানি, দি বেঙ্গল সিগারেট কোম্পানি, দি ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানি ও ১৯০৮ সালে স্থাপিত ইস্ট ইন্ডিয়া সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। রংপুর টোবাকো কোম্পানি সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো যে, যখন অধিকাংশ ব্যাংক এ কোম্পানিকে ঋণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করে, তখন কোম্পানি নিজেই স্বদেশী ব্যাংকিং পুঁজির সাথে স্বদেশী শিল্পসংক্রান্ত পুঁজি একীভূত করে ফেলে।

চামড়া : বাংলা অঞ্চলে চামড়াশিল্প কুটির শিল্পের আকারে গড়ে ওঠে। চামড়াজাত পণ্যগুলির মধ্যে ছিল পাদুকা, বালতি, পানির-থলে, চাবুক, বর্ম ও জিন এবং বাদকদলের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। উনিশ শতকে ওলন্দাজ ব্যবসায়িকগণ প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় চামড়া ভিত্তিক ব্যবসা শুরু করে। এরপর এ ব্যবসায় বহুসংখ্যক জার্মান ও ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। ভারতীয়, ইউরোপীয়ান এবং চীনা নাগরিকগণ ট্যানারিসমূহের স্বত্বাধিকারী ছিল। ট্যানারি শিল্পের প্রধান কেন্দ্রসমূহের মধ্যে ছিল কলকাতা ও

---

৫১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭৪

এর শহরতলি, ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালি, খুলনা, খুলনা ও যশোর। ১৯০১ সালে চামড়া পাকা ও ট্যান করার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সংখ্যা ছিল ৫০০০। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিদেশী বুট ও জুতা বিদেশী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারজাত করা হতো। এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিল কলকাতার 'কাথবারট্সন অ্যান্ড হারপার'স, ওয়াটস অ্যান্ড কোম্পানি, হোয়াইটওয়ে লেইডল অ্যান্ড কোম্পানি। কলকাতার বাইরেও এগুলির শাখা ছিল। এর বিপরীতে স্বদেশী বিনিয়োগকারীগণ লেদার ফ্যাক্টরি স্থাপন করে ক্রোম-ট্যানিং প্রবর্তন করে এবং তাদের প্রতিপক্ষের সাথে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করে। প্রধান স্বদেশী ফ্যাক্টরিসমূহের মধ্যে ছিল ১৯০৬ সালে স্থাপিত নদিয়া ট্যানারি, ১৯০৮ সালে স্থাপিত বুট অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি কোম্পানি, ১৯০৫ সালে স্থাপিত স্বদেশী লেদার ওয়ার্কস, ন্যাশনাল ট্যানারি অব ক্যালকাটা, বাঁকুড়ার বাঁকুড়া বুট অ্যান্ড সু কোম্পানি, ১৯১০ সালে স্থাপিত পাবনার ট্যানিং কোম্পানি, ঢাকার ঢাকা ট্যানারি ওয়ার্কস, বরিশালের স্বদেশী সু কোম্পানি এবং মুর্শিদাবাদের ম্যানিউফ্যাকচারিং কোম্পানি।[৫২]

পানি নিরোধক : বাংলায় প্রতিবছর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তাই এখানে পানি নিরোধক অথবা ক্যানভাস জাতীয় পণ্যের যথার্থ প্রয়োজন। এ ধরনের পণ্য ইউরোপ অথবা জাপান থেকে ক্রমশ বর্ধিত পরিমানে আমদানি করা হতো যা হয়ত ব্যয়বহুল ছিল অথবা গুণগত মানে নিকৃষ্ট ছিল এবং সাধারণভাবে এখানকার জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ১৯২০ সালে স্থাপিত 'ডাকব্যাক' পণ্যের উৎপাদনকারী দি বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস লিমিটেড প্রায় এককভাবে নানা ধরনের পানি নিরোধক পণ্য উৎপাদন করে দীর্ঘদিনের এ অভাবের বেশির ভাগ মেটাত।

উল্লেখ্য যে, কোন বিশেষ শিল্পের সূচনা হলে এটি অন্যান্য সহায়ক শিল্পের বিকাশকে সাহায্য করে থাকে। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্যও এটি সত্য ছিল এবং এটি অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়াও ন্যাশনাল ট্যানারির প্রয়োজনে চামড়া ট্যান করার দ্রব্যাদি ও লেদার সামগ্রী উৎপাদন করত। বি.ডব্লিউ.ডব্লিউ.এল- এর বেলায়ও এ কথা সত্য ছিল। 'ডাকব্যাক' পণ্যের জন্য যে বিশেষ ধরনের কাপড়ের কাপড়ের দরকার ছিল, তার চাহিদা কম থাকায় ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল মিলস কর্তৃক কম পরিমাণে উৎপাদন করত। চাহিদা যখন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় তখন 'ডাকব্যাক' পানিরোধক পণ্যের জন্য বেশি পরিমাণে বিশেষ ধরনের কাপড় উৎপাদন করে। চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বেড়ে যায়। এগুলির মধ্যে ছিল বোতাম, পিতলের আংটা, উখা, দড়ি, সুতির দড়ির জন্য বন্ধনাঙ্গুরী ইত্যাদি। সুতরাং দি বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস লিমিটেড সরাসরি স্বদেশী শিল্পসমূহকে সহায়তা করে, যেমন- ঢাকার বোতাম শিল্প (এর জন্য ঢাকা খুবই পরিচিত ছিল) এবং কলকাতার বেহালা ও ভবানিপুরের পিতল ও নিকেল শ্রমিকরা অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করত। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, বি.ডব্লিউ.ডব্লিউ.এল শুধু অবিভক্ত বাংলায়ই নয়; বরং অবিভক্ত ভারতেও এ শিল্পখাতে গৌরবজনক স্থান দখল করে ছিল।

বিবিধ শিল্প : এ ধরনের শিল্পে রয়েছে মৃৎ শিল্প, কাঁচ, তেল, কাগজ, ইট, টালি, হামান-দিস্তা, কালি, সুগন্ধী, কেশতেল, সাবান, কলম, পেন্সিল, কলমদান, নিব, হারিকেন, কেরোসিন বাতি, বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, ফ্লাশবাতি, ব্যাটারি, চিরুনি, বোতাম, ছাতা, শুটকি, চিংড়ি, আচার ইত্যাদি। এ সকল পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রধান কোম্পানিগুলির মধ্যে ছিল ১৯০৭ সালে স্থাপিত মৃৎশিল্পে কলকাতার ক্যালকাটা

---

৫২. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

পটারি ওয়ার্কস পরবর্তী সময়ে ১৯১৯ সালে বেঙ্গল পটারি লিমিটেড নামে পরিচিত, ১৯০৬ সালে স্থাপিত বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস লিমিটেড এবং ২৪ পরগনার বি.সি পাল অ্যান্ড সন্স; কাঁচশিল্পে ছিল ২৪ পরগনার দি পাইওনিয়ার গ্লাস ম্যানিউফ্যাকচারিং কোম্পানি, ইন্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানি এবং বেঙ্গল গ্লাস কোম্পানি; তেলশিল্পে ১৯০৮ সালে স্থাপিত বরিশালের ন্যাশনাল অয়েল মিল, মুর্শিদাবাদের শম্ভু অয়েল মিল এবং ১৯২০ সালে স্থাপিত চট্টগ্রামের পি.কে সেন অয়েল মিল; কাগজশিল্পে ময়মনসিংহের তেজারত এনভেলাপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, কলকাতার দি সিটি পেপার অ্যান্ড স্ট্র বোর্ড মিলস লিমিটেড এবং মেদিনিপুরের ঝাড়গ্রাম পেপার মিলস লিমিটেড; ইট তৈরি শিল্পে বীরভূমের ফায়ার ব্রিক অ্যান্ড পটারি ওয়ার্কাস, ১৯১২ সালে স্থাপিত যশোরের যশোর সুড়কি অ্যান্ড অয়েল মিলস লিমিটেড এবং ঢাকার ঢাকা ব্রিক অ্যান্ড টাইলস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড; কালিশিল্পে কলকাতার টাইলস অ্যান্ড মর্টার, সুলেখা ওয়ার্কাস; সুগন্ধিশিল্পে ১৮৯০ সালের শুরুর দিকে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার এইচ. বোস অ্যান্ড কোম্পানি; কেশতেল শিল্পে কলকাতার সি.কে সেন অ্যান্ড কোম্পানি এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল; সাবান শিল্পে ১৯০৩ সালে স্থাপিত ঢাকার বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি, কলকাতার ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি এবং দি ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্রাক্টরি; নিব, কলমদানি ও টেনিস শিল্পে ১৯০৫ সালে স্থাপিত কলকাতার এফ.এন গুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি ও ১৯০৮ সালে স্থাপিত স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এবং ১৯০৪-৫ সালে স্থাপিত ঢাকার গুলবদন স্বদেশী ফ্যাক্টরি; হারিকেন লণ্ঠন তৈরি শিল্পে কলকাতার ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং হাওড়ার ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কাস লিমিটেড; কেরোসিন বাতি তৈরি শিল্পে কলকাতার এস.সি রায় অ্যান্ড কোম্পানি; বৈদ্যুতিক বাতি শিল্পে ১৯৩২ সালে স্থাপিত কলকাতার বেঙ্গল ইলেকট্রিক্যাল ল্যাম্প ওয়ার্কাস এবং ১৯৩০ সালে একই শহরের ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কাস লিমিটেড পাখা শিল্পে উল্লেখযোগ্য ছিল। এছাড়া ফ্লাশ লাইট ও ব্যাটারি শিল্পে ১৯৩৩ সালে স্থাপিত কলকাতার ইন্ডিয়া ফ্লাশ-লাইট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড; চিরুনি ও বোতাম শিল্পে১৯০৯ সালে স্থাপিত যশোরের যশোর কম্ব, বাটন অ্যান্ড ম্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, ১৯১৯ সালে স্থাপিত ঢাকার ঢাকা বাটন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড এবং কলকাতার বেঙ্গল বাটন ফ্যাক্টরি; ছাতা শিল্পে ১৮৯৫ সালে স্থাপিত কলকাতার সাকিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এবং মহেন্দ্রনাথ দত্তস ফার্ম; খুলনার বিভিন্ন কেন্দ্রে শুঁটকি চিংড়ি এবং কলকাতার শ্রী কিশেন দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি আচার উৎপাদন করত। এ সকল কোম্পানি ব্যতীত ছিল ১৮৮৩ সালে স্থাপিত পি.এম বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি। এটা নানা রকমের দ্রব্যাদি উৎপাদন করত যেমন– কালি, পঞ্জিকা, পুস্তক, কেশ তেল, সুগন্ধি, এ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ, রাবার স্ট্যাম্প, টাইপ ও ফলের সিরাপ।

জাহাজশিল্প : জাহাজ শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল সবচেয়ে বেশি। নিয়ন্ত্রণ এবং ভীষণ প্রতিযোগিতার ফলে নৌকা নির্মাণ ও জাহাজ শিল্প ধ্বংস হয়। ধ্বংসের এ কারণের সাথে যুক্ত হয় বাষ্প চালিত লোহার জাহাজের প্রচলন। যা ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌ-শিল্পে চরম আঘাত হানে। দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি, দি পেনিনস্যুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানি এবং দি এশিয়াটিক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি স্বদেশী চ্যালেঞ্জকে ব্যর্থ করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে ছিল শিপিং চক্র গঠন, ভাড়ার হার সম্পর্কিত প্রতিযোগিতার প্রবর্তন এবং রেয়াত পদ্ধতি স্থগিত করা।[৫৩]

---

৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭৬

বাংলায় জাহাজ শিল্পের পুনরুজ্জীবন সন্দেহাতীতভাবেই হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিক শিল্প স্থাপনের জন্য সহায়ক ছিল। দেশকে বাণিজ্যিকভাবে স্বাধীন করার বিষয়টি স্বদেশী উদ্যোক্তাদের সমস্যা। এটা করার জন্য তিনটা বিষয়ে উন্নয়নের কথা সম্পর্কে ডন অ্যান্ড ডন সোসাইটি'স ম্যাগাজিনে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। এগুলো ছিল পণ্য উৎপাদন, খুচরা বিক্রির জন্য সরবরাহ এবং উৎপাদনের স্থান থেকে সরবরাহের স্থান পর্যন্ত পরিবহণের নিরাপত্তা। এ তিনটা বিষয়ের মধ্যে তৃতীয় বিষয়টা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রথম দু'টো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে যদি পরিবহণের বিষয়টা স্বদেশী আদর্শের বিপক্ষীয়দের নিয়ন্ত্রণে থাকে। রাষ্ট্র কর্তৃক রেলপথ স্থাপন এবং পূর্ববঙ্গে বাষ্পীয় যানসমূহ বিদেশী কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকায় কলকাতা থেকে স্থানীয় পণ্য আমদানি করা প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে। স্বদেশী উদ্যোক্তারা এটা ভালভাবেই জানতেন যে, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি না পেলে স্থলপথে পরিবহণের মাধ্যমসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। তারা তখন করতে পারবেন বলে যে বিষয়টা শুধু চিন্তা করেন তা হলো জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধরে রাখা, যাতে সরকার যদি তাদের বিরুদ্ধে রেলপথ ব্যবহার করে তাহলে তারা অন্ততঃপক্ষে আত্মরক্ষা ও ব্রিটিশ নৌ-স্বার্থের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকার জন্য অস্ত্র হিসেবে জলপথ ব্যবহার করতে পারবেন। এটাই ছিল অভ্যন্তরীণ কিছু কোম্পানি গঠনের পটভূমি। কোম্পানিগুলোর মধ্যে ছিল– ১৮৮৪ সালে স্থাপিত ইনল্যান্ড রিভার স্টীম সার্ভিস লিমিটেড, ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি, ১৯০৮ সালে স্থাপিত ইস্ট বেঙ্গল মহাজন ফ্লোটিলা কোম্পানি লিমিটেড, ১৯০৮ সালে স্থাপিত কো-অপারেটিভ নেভিগেশন লিমিটেড, ১৮৯৭ সালে স্থাপিত ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টীম সার্ভিস লিমিটেড এবং আরও অন্যান্য কোম্পানিসমূহ। এগুলো বার্মা ও ভারতের বহু স্থানে যাত্রী ও মালামাল বহন করত।

ব্যাংক ও বীমা : ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে বহুকাল ধরেই কোন না কোনভাবে এগুলোর অস্তিত্ব বাংলায় ছিল। প্রাচীনকাল থেকে এ ধরনের ভূমিকা পালন করেছে 'সুবর্ণবণিক' শ্রেণির লোকেরা এবং পরে এক্ষেত্রে জগৎশেঠ-এর ভূমিকা সুপরিচিত।[৫৪] দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনিয়ন ব্যাংক' আধুনিক ধারা অনুযায়ী একটা যৌথ ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাংক এবং ঋণ-প্রদানকারী কোম্পানি চালু হয়, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে। এসময়ে ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বীমার ক্ষেত্রে ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত দি হিন্দুস্থান কোম্পানি ও কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড বিশেষ গৌরবের স্থান দখল করে ছিল।

তখন স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণির সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন শাখা ও শ্রেণি থেকে আগমন করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, দক্ষ কারিগর, জমিদার এবং কৃষক। বহুসংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[৫৫] যেমন– ডাক্তার, অধ্যাপক, আইনজীবী, শিক্ষক, প্রকৌশলী, এর সাথে আরও ছিলেন করণিক, সরকারি পেনসনভোগী ও অন্যান্যরা। এরা স্বদেশী কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয় করেন। কারিগরদের গুরুত্ব হলো যে, তারা নিজেরাই উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। জমিদারগণও বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা তরণ গোবিন্দ চৌধুরী, বেতজান অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা করুণাকিশোর করগুপ্ত

৫৪. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, জুন ২০১২), পৃ. ১৮

৫৫. রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*(ঢাকা : দি স্কাই পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৬), পৃ. ৩৬

প্রমুখ। কৃষক থেকে শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন এমন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ইন্ডিয়া মেশিনারি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হাওড়ার আলামোহন দাস।

বাংলার শিল্পায়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে স্বদেশী বুর্জোয়াগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ছিল নানা ধরনের। প্রথমত, বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল এ ক্ষেত্রে প্রধান। এ ছাড়া নৌ ও তামাক শিল্পে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকলেও এ প্রতিযোগিতা সুতিপণ্য, ঔষধ, সুগন্ধি, সাবান, সিগারেট, মৃৎশিল্প, দিয়াশলাই, তালা-চাবি, লৌহজাত আলমারি, চামড়াজাত পণ্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ব্যাংক, বীমা, কাগজ, পানিরোধক পণ্য, মেশিনারি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রায় সকল স্বদেশী কোম্পানিসমূহ পুঁজির সমস্যার সম্মুখীন হয়। তৃতীয়ত, রেলপথে পণ্য পরিবহণের মাশুল এত বেশি ছিল যে, ১৯৩০-৩১ সালের ড্রগিস এনকোয়ারি কমিটির কাছে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রস্তাব করে যে, উৎপন্ন দ্রব্যাদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণের জন্য সরকারের উচিত হ্রাসকৃত একটা বিশেষ শুল্ক তালিকা প্রকাশ করা। চতুর্থত, দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব ছিল আরেকটা বৈশিষ্ট্য যা পাইওনিয়ার ওয়েভিং মিল ও অন্যান্যদের ভোগান্তিতে ফেলে। পঞ্চমত, স্বদেশী শিল্প বিকাশে সরকারের বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ বাধার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হোসিয়ারি শিল্প। কারণ ব্রিটেন থেকে সুতা আমদানির সময়ে ইতোমধ্যেই পরিশোধিত আমদানি শুল্কের পরেও এর উৎপাদিত পণ্যের উপর আবার শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। উপরন্তু মোহিনী মিলস ম্যানচেস্টার থেকে আমদানিকৃত সুতার মূল্যানুযায়ী শতকরা ৫ ভাগ কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছিল। সুতার সাথে টিউবের ওজন সংযুক্ত করায় আমদানি শুল্কের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগেরও বেশিতে দাঁড়ায়। এ সঙ্গে বন্দে মাতারম ম্যাচ ফ্যাক্টরির বিষয়টা যোগ করা যায়। এ প্রতিষ্ঠানটা সরকারের অসহযোগিতার কারণে সংরক্ষিত বন থেকে পরিমিত মূল্যে কাঠ সরবরাহ না পেয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। ষষ্ঠত, সর্বোপরি রাষ্ট্র ও বর্ণ বৈষম্যগত সাধারণ একটা মনোভাবের কারণেও স্বদেশী শিল্প উদ্যোক্তাদের সমস্যা প্রকটতর হয়। বাংলার শিল্পায়নে বৃহৎ, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শ্রেণীর বুর্জোয়াগণ ভূমিকা রাখলেও তারা একে অপরের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নমত পোষণ করতেন। এগুলো হলো–

সামাজিক উৎপত্তি : ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের উদ্ভব যেমন হয়েছে ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, দালাল, ফটকাবাজ ও জুয়াড়িদের মধ্য থেকে, তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি বুর্জোয়াগণ অধ্যাপক, চিকিৎসক, জমিদার, কারিগর ও কৃষকদের মধ্য থেকে এসেছেন।[৫৬]

প্রাথমিক সঞ্চয়ের পথ : বৃহৎ বুর্জোয়াগণ ব্যবসায়ী, জুয়াড়ি ইত্যাদি হিসেবে কাজ করে যখন লাভবান হন, তখন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণীর বুর্জোয়ারা অগ্রসর হয়েছেন অন্যভাবে। পি.সি রায় তার শিক্ষকতার পেশা থেকে কিছু সঞ্চয় করেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি বি.সি.পি.ডব্লিউ-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে দ্বারে দ্বারে গিয়েছিলেন। নীলরতন সরকার তার ন্যাশনাল ট্যানারির জন্য সম্ভবত চিকিৎসা পেশা থেকে তার পুঁজি সংগ্রহ করেন।

উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা মৌলিক গবেষণা : বৃহৎ শ্রেণির বুর্জোয়াদের সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি যে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকলেও স্বদেশী বুর্জোয়াগণ তা অর্জন করেন। পি.সি রায় বি.সি.পি.ডব্লিউ-এর গঠনমূলক পর্বে বিস্তারিত বর্ণনায় বলেন যে, তিনি সোডার চমৎকার কার্বোনেট প্রস্তুত ও শোরাস্ফটিকের ফসফেট তৈরি করার জন্য দীর্ঘ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর সাজিমাটি ও হাড়ের ছাইয়ের

---

৫৬. রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

উপর পরীক্ষা চালান। পি.এম বাগচী দেশীয় গাছ-গাছড়া ও লতাপাতার উপর গবেষণা চালান এবং সনদ প্রাপ্ত এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করেন।

ভবন পরিকল্পনা ও শিল্প স্থাপনের স্থান নির্বাচন : বৃহৎ পুঁজির উদ্যোক্তাগণ বিদেশীদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এমনকি ভবন পরিকল্পনা ও শিল্পের স্থান নির্বাচনেও তারা একইভাবে নির্ভরশীল থাকলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্পোদ্যোক্তাগণ এ ক্ষেত্রে নিজেদের উপরই নির্ভর করতেন। এম.এম চক্রবর্তী মোহিনী মিলের জন্য সমুদয় নকশাটা অঙ্কন করেন। মালিকগণ প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ভাগীরথী ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও জলপাইগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য স্থান নির্ধারণ করেন। কাঠের উৎস, কম মজুরির শ্রমিক, বিদ্যুৎ অথবা বাজারের স্থানের নিকটতম স্থানে তারা উক্ত স্থানসমূহ নির্বাচন করেন।

ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ পরিচালক নিয়োগ : বৃহৎ বুর্জোয়াগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা, বিশেষজ্ঞ ও পরিচালনা পরিষদের গঠনের জন্য বিদেশীদের উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির বুর্জোয়াগণ তাদের নিজেদের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন।

যন্ত্রপাতি ও উপকরণ : বৃহদাকারে বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানি করণের বিষয়টা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতীয় কারিগরদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে অথবা স্থানীয় প্রযুক্তির বাস্তবজ্ঞান উন্নয়নের অভাবে তা ঘটে নি। বরং ঔপনিবেশিক শাসন স্থানীয় শিল্পকে বাস্তব জ্ঞনসহ ধ্বংস করে এবং ভারতে পাশ্চাত্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করে। বৃহৎ বুর্জোয়াগণ সাধারণভাবে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি স্থাপন করে তাদের ফ্যাক্টরিতে বিদেশী প্রযুক্তির প্রবর্তন করেন এবং তারা উৎপাদনের মাধ্যমসমূহ উৎপাদনের প্রতি কোন মনযোগ দেন নি। মাঝারি শ্রেণির বুর্জোয়াদের মধ্যে আংশিকভাবে এ ধরনের নির্ভরশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন বস্ত্রশিল্প, সিগারেট, দিয়াশলাই ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি বুর্জোয়াদের অনেকেই নিজেরা তাদের ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন। স্বদেশী কোম্পানি– যেমন শ্রীনাথ মির, বি.সি.পি.ডব্লিউ ইত্যাদি তাদের যন্ত্রপাতি নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিজেরাই তাদের ওয়ার্কশপে তৈরি করেছিলেন। ভবানী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কোম্পানি, মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস, দি ইন্ডিয়া মেশিনারি কোম্পানি এবং অন্যান্য কোম্পানিগুলো বাণিজ্যিকভাবে যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিল।[৫৭] নানা ধরনের প্রযুক্তিগত নবধারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সূচিত হয় যেমন– মোমদানি, তালা, বাঁশি, তাঁত, মেশিন-ফ্যান, বিপদ সঙ্কেতদানের যন্ত্র, ক্যাশবাক্স, চুলা, লোহার বালতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, পাম্প, চিমনি, স্টোভ, প্লাস্টার অব প্যারিস, নানা প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি, হারমোনিয়াম, ওয়াচব্যান্ড, লুনি-সোলার ক্যালেন্ডার, টালি, ল্যাক্টোমিটার, আখমাড়াই কল, ট্রেন, সেফটি-লক, মাড়াইকল, লণ্ঠন, ম্যাচ-মেশিন, সিসটার্ন, ওয়ার্পিং মেশিন, ওয়াটারলিফট, টায়ার, বৈদ্যুতিক পানি-তাপক, কয়লার চুল্লি, সিমেন্ট, ঝর্ণাকলম, খাদ্য-দ্রব্য, স্থানীয় ফিল্টার ইত্যাদি। বাংলার এ সকল স্বদেশী প্রকৌশলী এবং উদ্যোক্তাগণ একটা ঐতিহ্য স্থাপন করলেও ভারতীয় বড় পুঁজির প্রতিনিধিগণ যেমন– বিড়লা, গোয়েংকা ও অন্যান্যরা সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।[৫৮]

বাজার নির্বাচন : বিদেশীদের উপর বড় বুর্জোয়াগণ এমনকি তাদের বাজারের জন্য নির্ভর করলেও ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শ্রেণির অংশবিশেষ তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রধানত দেশী বিপণির মাধ্যমে বিক্রি করতেন।এ ধরনের বিপণি সারা বাংলায় গড়ে উঠে। যেমন– কলকাতার ইন্ডিয়া স্টোরস লিমিটেড, আসামের জাদুমনি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, সিলেটের দত্ত ব্রাদার্স, বরিশালের চৌধুরী ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি ও ঢাকার ফ্যাক্টো। অনেকগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র অল্প কয়েকটার নাম উল্লেখ করা হল।

---

৫৭. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৫৮. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭৮

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি : কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বৃহৎ বুর্জোয়াগণ ব্রিটিশদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে বাঁধা থাকলেও স্বদেশী উদ্যোক্তাদের অনেকেই হয় সরাসরি ঔপনিবেশিক বিরোধী বৈপ্লবিক কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন অথবা গোপনভাবে বৈপ্লবিক আদর্শকে সহায়তা করেছেন। কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসের হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গোপন সংগঠন 'যুগান্তর'-এর সদস্য ছিলেন এবং ব্রিটিশদের দ্বারা কারারুদ্ধ হন। কলকাতার বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের সুরেন্দ্র মোহন বসুর রাজনৈতিক পটভূমি একই ধরনের ছিল। তবে কলকাতার গোপাল হোসিয়ারি সবচেয়ে প্রশংসনীয় নীতি গ্রহণ করে। অনেক স্বদেশী বুর্জোয়াদের বিপরীতে বৃহৎ বুর্জোয়াদের কথা উল্লেখ না করেই বলা যায় যে, এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি ও রাজনৈতিক কারাবরনের ঝুঁকি নিয়েও সৈন্যদের সুবিধার্থে পণ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করে।[৫৯]

গোপাল হোসিয়ারি যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল তা অবশ্য মাঝারি শ্রেণীর বুর্জোয়াদের একমাত্র উজ্জ্বলতর বৈশিষ্ট্য। এ বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে ব্রিটিশদের প্রতি সহযোগিতা প্রদানের উদাহরণও দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পি.সি রায়কে ব্রিটিশ কর্তৃক 'নাইট' উপাধি দেয়া হয় যা ছিল গোপাল হোসিয়ারির অবস্থানের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাংলার শিল্পায়নে দুটো ভিন্ন গতিধারা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। একটা ছিল ব্রিটিশ শাসনের সাথে সহযোগিতার পথ, যা বৃহৎ বুর্জোয়াগণ অনুসরণ করেছেন এবং অপরটা ছিল স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পথ, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণীর বুর্জোয়ারা অনুসরণ করেছেন।[৬০] এ দুটো বিপরীতধর্মী পথ একে অপরের সাথে সহাবস্থান করে বাংলার শিল্পায়নের গতিকে তাদের নিজস্ব উপায়ে প্রভাবিত করেছিল।

শিল্পোদ্যোগ : উৎপাদন প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপাদান। শিল্পোদ্যোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক কার্যাবলীকে নির্দেশ করে। এর কাজ হচ্ছে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি, নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন, মূলধন সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সংস্থান, নতুন উৎপাদন কৌশল এবং নতুন পণ্য উদ্ভাবন, কাঁচামালের নতুন উৎস সন্ধান এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক নির্বাচন করা। উৎপাদনের সংগঠনগত উপাদান যার আওতায় পড়ে কি উৎপাদন করতে হবে, কতখানি উৎপাদন করতে হবে, উৎপাদনে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মতৎপরতা। বস্তুত শিল্পোদ্যোগ একজন ব্যক্তির এমন কর্মদ্যোগ ও গুণাবলীকে বুঝায় যা তাকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বহন করে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছাতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি এসব কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে সে-ই শিল্পোদ্যোক্তা। শিল্পোদ্যোক্তার উদ্যোগী কর্ম প্রচেষ্টার সৃষ্ট ফল একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন এবং পণ্য অথবা সেবা। শিল্পোদ্যোক্তার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানটির আইনগত সংগঠন হতে পারে একক মালিকানা, অংশীদারি ব্যবসা এবং যৌথ মালিকানা কোম্পানি। একক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে মালিক নিজেই ঝুঁকি বহন করে এবং ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসা এবং যৌথ মালিকানা কোম্পানির ক্ষেত্রে এসব কাজ যথাক্রমে অংশীদার এবং শেয়ার মালিকের মধ্যে বণ্টিত থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে শিল্পায়নে শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

---

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩৭৮

৬০. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোক্তা বিকাশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। দূরাতীত কালেও বাংলা নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নত ছিল। বাংলার পুরনো শিল্পের মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম মসলিন, চিনি, লবণ ইত্যাদির উৎপাদন।[৬১] দূরপ্রাচ্য ও ইউরোপে এসব বহুল পরিমাণে রপ্তানি হত। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। আরব দেশসমূহ থেকে আসা অনেক ব্যবসায়ী বাংলায় বিভিন্ন ধরনের কারবার হাতে তুলে নেয় এবং পাশ্চাত্যের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করে। আবার তারা স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশেই ব্যবসায় পরিচালনার নীতি অনুসরণ করায় স্থানীয় জনগণও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে তথা শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসে।[৬২]

প্রাক-মুগল মুসলিম বাংলায়, বিশেষ করে ঢাকা ও তার সন্নিহিত কয়েকটি এলাকায় একটা শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠে। হস্তশিল্প, তাঁতের কাজ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বানানো, অলঙ্কার নির্মাণ ইত্যাদিতে তাদের নিপুণ দক্ষতা ছিল। রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করার পর এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। বাণিজ্যিকভাবে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয় এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। এ সময়ে ইউরোপীয়, বিশেষ করে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ এবং ফরাসি ব্যবসায়ীরা অধিক সংখ্যায় ঢাকা আসতে শুরু করে। দিল্লির মুগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার মসলিন শিল্প নতুন উদ্যমে বিকশিত হয়ে উঠে। মসলিন ছাড়া সোনা, রুপা বা রেশমি সুতায় বোনা জমিন ও পাড়ের সাধারণ বা ফুলেল ডিজাইনের জামদানি শাড়িও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এসব বস্ত্র হেজাজ, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও দিল্লিতে বাজার লাভ করে। এ সময়ে বিকশিত অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ছিল সোনা ও রুপার কাজ, হাড়ের চিরুনি ও বোতাম বানানো, শাঁখা ও লাক্ষাশিল্প, ট্যানারি এবং কাগজ তৈরি।

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কিছু নতুন ধারার সূচনা হয়। নিজেদের দেশে রপ্তানি করে পাঠানোর লক্ষ্যে ব্রিটিশরা ভারতে সস্তায় যা কিছু উৎপাদন করা যায় প্রয়োজনে নিপীড়নমূলক পথ ব্যবহার করে হলেও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সেসব উৎপাদনে বাধ্য করে। বাংলায় নিপীড়নের মাত্রা খুব বেশি ছিল বলে এ অঞ্চলে উদ্যোক্তা-বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আগে সমুদ্রপথে ভারত আসতে ব্রিটিশদের সময় লাগত ১০০ দিন, সুয়েজ খাল খুলে দিলে এই সময় দাঁড়ায় মাত্র ২৫ দিন। এই সুবিধা এবং ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটিশরা ভারতে তাদের বাণিজ্য নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। নতুন নীতিতে তারা ব্রিটেন থেকে নান ধরনের পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল ভারতে আমদানি শুরু করে। উদ্দেশ্য, স্থানীয় সস্তা শ্রমিক এবং উৎপাদনের অন্যান্য সকল খাতে সাশ্রয়ী ব্যয়ের সুবিধা নিয়ে এখানে তৈরি পণ্য ইংল্যাণ্ডে পুনঃরপ্তারি করা। ব্রিটিশরা সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ আর উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন করে দেশীয় বাজার থেকে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতায় হটিয়ে দেয়। এছাড়া ব্রিটিশ সরকার দেশীয় বাজারে বিদেশী পুঁজির আগমন উৎসাহিতকরণের অজুহাতে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য অধিক হারে কর আরোপ করেও তাদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার যে মানসিকতা পোষণ করত তার পরিপেক্ষিতে ব্রিটিশরাও মুসলিমদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখার কৌশল গ্রহণ

---

৬১. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৬২. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ২০১১), পৃ. ৩০

করে। এসব কারণে ব্রিটিশ আমলে বাংলায় দেশীয় উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর বিকাশ ব্যাহত হয়। এর ফলে শিল্পোদ্যোগের পরিব্যাপ্তীতে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় তা পূরণে ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে। অবশ্য এদের তৎপরতা ছিল মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক এবং এই সময়ে বাংলায় শিল্পোদ্যোগ বিকাশে যেটুকু অগ্রগতি সাধিত হয় তৎকালীন বাংলা এলাকা তার ছিটেফোঁটা মাত্র পায়।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মূলত জমি কেনাবেচা ও অবাণিজ্যিক খাতে মূলধনের ব্যবহার বেশি হয়। পরিবহণ, বিশেষ করে রেলপথ ও শিপিং লাইনের বিকাশ এবং মুদ্রা অর্থনীতির ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিতে বিনিয়োগ লাভজনক হয়ে উঠে। নানা পেশা ও চাকুরিতে নিয়োজিত বাঙালি লোকজন তাদের বেতন ও অন্যান্য আয়ের থেকে সঞ্চিত উদ্বৃত্ত ভূসম্পত্তিতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়। বিনিয়োগের এই নতুন ধারা উদ্যোক্তা বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখে। অবশ্য বাঙালিদের মূলধনও ছিল আধুনিক শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য নিতান্তই অপ্রতুল। সে সময় বেসরকারি উদ্যোগকে প্রণোদনা দেয়ার জন্য সরকারি অর্থসংস্থানের ধারণাও অচেনা ছিল। ফলে প্রাথমিক পুঁজির জন্য বাঙালি উদ্যোক্তাদের বিদ্যমান সীমিত পুঁজিবাজার থেকে অথবা চড়া সুদে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিতে হতো। মাড়ওয়ারিরাই ছিল মহাজনি ঋণের প্রধান উৎস। তবে বাঙালি উদ্যোক্তারা তাদের তেমন সহযোগিতা পেত না। বাংলার ব্যবসায়ীমহল বড় পুঁজির সঙ্কটে এবং অনেকটা সুদূরপ্রসারী দিব্যদৃষ্টির অভাবে বা সাংস্কৃতিক অজ্ঞতার কারণে শিল্প গড়ার চেয়ে ট্রেডিং তথা কেনা-বেচার ব্যবসাতেই বেশি আগ্রহী ছিল। বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নীতিনির্ধারক আমলাগোষ্ঠীও উদ্যোক্তা বিকাশের এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখেনি।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ঐতিহাসিক কারণেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল কোন অভিজ্ঞ শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি লাভ করেনি। আবার এ অঞ্চল শিল্পোদ্যোগ বিকাশ সম্পর্কিত তৎপরতা লাভেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের যথাযথ মনোযোগ ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্য ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি।[৬৩] এসব বিরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোদ্যোগ বিকাশে বেশ পিছিয়ে পড়ে, যদিও 'পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইপিআইডিসি)' দেশের কোন কোন শিল্পখাতে যেমন– পাট, চিনি, কাগজ ইত্যাদি কারখানা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এটাই বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগ বিকাশে সামান্য হলেও কিছুটা অবদান রেখেছিল।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ একটা বিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। যুদ্ধের সময় অনেক কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং সড়ক ও রেলপথ, সেতু, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, টেলিফোন সংযোগ, গ্যাস পাইপলাইনসহ অবকাঠামো বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যুদ্ধশেষে বহু কল-কারখানা ও ব্যাংক পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় এবং সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই এগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানায় চলে যায়। তবে তিন-চার বছর সময়ের মধ্যেই সরকারি নীতির পরিবর্তন ঘটে এবং শিল্পখাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিলগ্নীকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণের সুবাদে বাঙালি উদ্যোক্তারা অনেক বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অর্জন করে। তবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ধরন অপরিবর্তিতই রয়ে যায়, ব্যাপ্তীতেও থেকে যায় পূর্বের মতই বিশাল। এর ফলে বাংলাদেশে ব্যক্তি

৬৩. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

উদ্যোগের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ঘটে। সরকার অবশ্য বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতিতে এবং একইসঙ্গে মুদ্রা ও বিনিময়হার নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনে। এসব পরিবর্তনের ফলে আমদানি নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল হয়, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ মাত্রা হ্রাস পায়, সম্পদ আবণ্টনে কিছুটা দক্ষতা আসে এবং দেশীয় শিল্পসমূহের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৬৪]

বাংলাদেশে নতুন শিল্পোদ্যোগের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বড় কোম্পানি থেকে বেরিয়ে আসা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর হাতে। এ কাজে তারা নিজ নিজ পুরনো অভিজ্ঞতাকে প্রধান সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং এ কারণে এগুলোর অধিকাংশই যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। তৈরি পোশাক শিল্প, খাদ্য ও ময়দা প্রক্রিয়াজাত খাতেও এ জাতীয় নতুন শিল্পোদ্যোগের উপমা অনেক।

নতুন এক ধরনের উদ্যোক্তাও বাংলাদেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে যারা ঠিক নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলে না, প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্প-কারখানাতে কাজে নিয়োজিত থেকে নবোদ্ভাবনমূলক ধারণা দিয়ে নতুন ধরনের বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে। যেসব প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করে সেগুলোতে এর ফলে নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশনের অধীনে অনেক কোম্পানিতে ঔষধ ও বেশকিছু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে এ শ্রেণীর উদ্যোক্তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।[৬৫]

কাল অতিক্রমের সাথে সাথে ব্যবসার নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং নীতিগত সমর্থন ও উৎসাহমূলক পদক্ষেপসহ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সমাজের একটা শ্রেণী, বিশেষ করে বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ যেমন– সেনা কর্মকর্তা, সরকারি আমলা, ব্যাংকার, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক ও ঠিকাদারদের অনেকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ব্যবসায়িক সুযোগ ব্যবহার করে সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন। দেশের অনেক ব্যাংক, বীমা, বাইং হাউসও এটাই করে আসছে।

বাংলাদেশে ধোলাই খাল-এর শিল্পোদ্যোগসমূহ বিকাশের ঘটনাটা কতিপয় দেশে শিল্পবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে, যেমন– জাপান, হংকং বা তাইওয়ানে যে জাতীয় অনুকরণমুখী শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছিল অনেকটা তারই অনুরূপ। আজকের দিনে এসব উন্নত দেশে এ জাতীয় শিল্পোদ্যোগই ক্রমান্বয়ে দেশীয় প্রযুক্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটায় এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে তা থেকেই নতুন শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর সৃষ্টি করে। পুরনো ঢাকার ধোলাই খাল এলাকার হাল্কা প্রকৌশলী কর্মশালাগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করা অনেক কিছু নকল করে উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এসব শিল্পোদ্যোগের অধিকাংশই নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে উৎপাদন কাজ চালাচ্ছে। এসব কারখানার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বা যন্ত্রাদি নেই, শ্রমিক-কর্মচারীদের নেই যথাযথ কারিগরি দক্ষতা। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও তেমন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া আছে তহবিলের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব, ডিজাইন বা নমুনার দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি সমস্যা।

উন্নত বিশ্বের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশ, জাপান, ভারত, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের অনুকরণে বাংলাদেশেও শিক্ষিত যুবক ও মহিলাদের শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা ব্যবস্থার স্নাতকপূর্ব ও স্নাতকোত্তর এবং টেকনিক্যাল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রমে একটা পৃথক বিষয় হিসেবে শিল্পোদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাণিজ্যিক

---

৬৪. রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩

৬৫. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য একটা শিল্পোদ্যোক্তা বিকাশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। ইউএসএআইডি-এর সহযোগিতায় বিসিকও মহিলাদের জন্য উদ্যোক্তা বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অবশ্য প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে কতজন বাস্তবে শিল্পোদ্যোক্তা হয়েছেন তার পরিসংখ্যান জানা নেই। তবে সীমিত হলেও এসব ব্যবস্থা শিক্ষিত তরুণ সমাজকে শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে শিল্পোদ্যোগ পেশা গ্রহণে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করছে।

এসএমই শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। জনঘনত্বের দিক দিয়ে নগররাষ্ট্র হংকং ও সিংগাপুরের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। এখনও বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের চেয়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। যদিও বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদন, রেমিটেন্স খাতে আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পসহ অন্যান্য খাতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন একটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান এবং গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। নগরায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শিল্পায়নে কল-কারখানা স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর নির্মাণ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি এবং প্রতি বছর নদী ভাঙনের ফলে প্রতিনিয়ত দেশের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীনতার পর দেশে শুধুমাত্র বাড়িঘর নির্মাণ হয়েছে ৬৫ হাজার একর জমিতে। ক্রমশঃ ফসলী জমি হ্রাস পাওয়ার বিষয়টা অবশ্যই উদ্বেগজনক। তবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কৃষিখাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে আসছে। কৃষি দেশের অর্থনীতির অন্যতম খাত হলেও দেশজ উন্নয়নে তথা জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের গড়জ সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে গুরুত্বের সাথে অনুভূত হচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে এসএমই শিল্পের বিকাশ শিল্পায়নে কৌশল হিসেবেও বিবেচিত হয়ে আসছে।[৬৬]

দেশব্যাপী জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৬৬টি। উক্ত সময়ে ক্ষুদ্র ইউনিট ছিল ৯৩ হাজার ৬৬০টি, কুটির শিল্প ছিল ৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৩০৬টি। এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৩.৩৭ লক্ষ জনের। অথচ বিসিক কর্তৃক ১৯৬১ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬ হাজার ৩৩১টি ও ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৩৪টি। ১৯৯১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদ্র শিল্প ৩৮ হাজার ২৯৪টি ও কুটির শিল্প ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৪৭৬টি। উক্ত খাতে দেশজ উৎপাদনে তথা জিডিপিতে অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫.৪৫ ও ৫.২৩ শতাংশ থেকে ৬.৭৬ এবং ৫.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এসব তথ্যাবলী থেকে এটা সহজে অনুমেয় যে, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা, জিডিপিতে অবদান এবং প্রবৃদ্ধির হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে বিসিকের জরিপ অনুযায়ী ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালের পর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ হাজার ২৮৯ এবং ৮৩ হাজার ৭৭৩টি। উল্লিখিত সময়ে উক্ত খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২.৩৬ লক্ষ এবং ৪.১৪ লক্ষ জনের। এটা

৬৬. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

নিঃসন্দেহে এ খাতের অপার সম্ভাবনা এবং বিসিকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ইতিবাচক ফসল।

এসএমই শিল্প খাতের বর্তমান অবস্থা : দেশের শিল্পায়নে ক্ষুদ্র শিল্পখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এক সময়ে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আজ মাঝারি এমনকি বৃহৎ শিল্প-কারখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশীয় বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। পাশাপাশি এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানায় কম বিনিয়োগে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। সব দিক বিবেচনায় উক্ত খাত বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য একটা সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তাই এ খাতের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারি সহায়তাও ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প প্রায় সমঅর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে কারিগরদের হাতে তৈরি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে কুটির শিল্পরূপে বিবেচিত করা হয়। আজকাল আবার কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প ও হস্তশিল্প প্রভৃতি একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ কুটির শিল্পকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা হলো– 'কুটির শিল্প বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ১০ লক্ষ টাকার নীচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়'[৬৭] এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে। কুটির শিল্প সম্পর্কে এখনো এমন ধ্যান-ধারণা প্রচলিত আছে যে, কুটির শিল্প মানেই হস্তশিল্প, কারুশিল্প এবং সৌখিন শিল্পকর্ম। এ সব ধ্যান-ধারণাকে ধারণ করেও অতীত এবং বর্তমান প্রয়োজন প্রেক্ষিতে যে কোনো আয়বর্ধক পারিবারিক কর্মকাণ্ডকে কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।[৬৮]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে বিশ্ব ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের চাহিদা এবং রুচিবোধ। ফলে বিভিন্ন দেশের কারুশিল্পীদের ধ্যান-ধারণা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষেত্র বিশেষে কুটির শিল্প পণ্যের বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমান পরিবর্তিত হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাজার ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়নের ফলে পণ্যের চাহিদা দেশকে অতিক্রম করছে। সময় ও চাহিদার সাথে তাল মিলাতে না পেরে বাংলাদেশের কিছু কুটির শিল্প খাত প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, নতুন নতুন পণ্যের প্রবেশ ঘটছে। তাছাড়া বিনিয়োগ ও উৎপাদন এবং শিল্পখাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। কুটির শিল্প কারখানা বিকশিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের পর্যায়ে চলে আসছে এবং ক্ষুদ্র শিল্প পরিণত হচ্ছে মাঝারি শিল্পে। এর সবই সম্ভবপর হচ্ছে সময় ও চাহিদার প্রেক্ষিতে।

কুটির শিল্পের সংখ্যা ও কর্মসংস্থান : কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুটির শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেলেও দেশব্যাপী কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিসিক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত

---

৬৭. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬*, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৩; বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ৭ জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২

৬৮. মিজানুর রহমান আফরোজ, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

জরিপ এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ পরিসংখ্যন ব্যুরো (বিবিসি) পরিচালিত কুটির শিল্প জরিপ ২০১৭ একথাই প্রমাণ করে। বিসিক কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী ১৯৬১ সালে তাঁত শিল্প ছাড়া দেশে কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল ২.৩৫ লক্ষ। এসব শিল্পে পারিবারিক সদস্যসহ মোট নিয়োজিত জনশক্তি ছিল ৭.৭৩ লক্ষ জন। প্রতি শিল্প ইউনিটে গড়ে কর্মসংস্থান ছিল ৩.২৯ জনের। বিগত ১৯৮০ এবং ১৯৯১ সালে বিসিকের জরিপ অনুযায়ী দেশে কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩.২২ লক্ষ এবং ৪.০৫ লক্ষ। কর্মসংস্থান হয়েছিল যথাক্রমে ৯.১৭ এবং ১৩.৩১ লক্ষ লোকের। গড়ে ইউনিট প্রতি ১৯৮০ সালে ২.৮৫ জন এবং ১৯৯১ সালে ৩.২৮ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। বছরে ইউনিট সংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ছিল যথাক্রমে ১.৮৭ এবং ২.০০ শতাংশ। উল্লিখিত সময়ে স্থায়ী খাতে বিনিয়োগ এবং পণ্য উৎপাদন মূল্যসহ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিসিকের তথ্যানুযায়ী ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী কুটির শিল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫.১৫ লক্ষ। উক্ত খাতে নিয়োজিত জনশক্তি ১৬.৭৩ লক্ষ জন। বছরে গড় ইউনিট বৃদ্ধির হার ২.৪৫ শতাংশ। প্রতি শিল্প ইউনিটে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩.২৫ জনের। বিবিএস পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী ২০১৬ সালে দেশের কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল ৮.৩০ লক্ষ। এ সময়ে উক্ত খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৯.৬৩ লক্ষ জনের। ইউনিট প্রতি গড়ে কর্মসংস্থান ছিল ৩.৬৭ জনের। এসব তথ্যাবলী দেশে কুটির শিল্প খাতের ক্রমবিকাশের ধারারই বহিঃপ্রকাশ। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

কুটির শিল্পের সংখ্যা, বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান [৬৯]

বছর	কুটির শিল্প ইউনিট সংখ্যা	বিনিয়োগ এবং উৎপাদন মূল্য (কোটি টাকায়)		কর্মসংস্থান	বার্ষিক গড় বৃদ্ধি (%)	ইউনিট প্রতি কর্মসংস্থান (জনে)
		স্থায়ী খাতে বিনিয়োগ	উৎপাদিত পণ্য মূল্য			
১৯৬১	২৩৪৯৩৪	১৮.৭৯	১১২.১৫	৭৭২৯২৩	-	৩.২৯
১৯৮০	৩২১৭৪৩	৩৫৬.৬৭	৯৯৬.১৯	৯১৬৮০৬	১.৮৭	২.৮৫
১৯৯১	৪০৫৪৭৬	৫৬৯.০২	১৫৪৩.৮২	১৩৩১০৩২	২.০০	৩.২৮
২০০১	৫১৫০১৫			১৬৭৩২৫৯	২.৪৫	৩.২৫
২০১০	৮৩০৩০৬			২৯৬২৭২৫	৪.৩৫	৩.৫৭

মূলত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশলগত একটা লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটা মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন শুধুমাত্র দেশের শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে একটা দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি গঠনের মাধ্যমে সম্ভব। বর্তমান শিল্পনীতিমালায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান এবং অন্যান্য উৎসাহমূলক সাহায্য ও সহযোগিতাসহ অনুকূল পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের পর্যাপ্ততা, সস্তা শ্রম, পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি শিল্পোদ্যোগ গুণাবলীসম্পন্ন মানব সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রেক্ষিতে দেশে অপার সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোগ প্রবৃদ্ধির পথ সুগম ও প্রসারিত হয়েছে।

৬৯. কুটির শিল্প জরিপ ১৯৬২, ১৯৮০, ১৯৯১, বিসিক জরিপ এবং কুটির শিল্প জরিপ ২০১১ বিবিএস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এসএমই-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অবদান রেখে থাকে এবং এগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রগামী ভূমিকা রেখে থাকে। তাই একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এসএমই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এসএমই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যে অন্যতম হলো–

- এসএমই দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- এসএমই কে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন বলা হয়।
- এসএমই দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
- এসএমই উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখে।
- এসএমই নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে এবং আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করে।
- এসএমই নতুন পণ্য ও টেকনোলজি এর প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।
- এসএমই এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।
- এসএমই এর কল্যাণে সম্পদ ও অর্থ মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত না থেকে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহতা'আলা বলেন, 'যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে'।[৭০]

অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই-এর অবদান : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আর এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসকরণ, নারী-পুরুষের সমতা বিধান ও নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে এসএমই খাত এক অপরিসীম ভূমিকা রেখে চলেছে। এশিয়ার শিল্পোন্নত ও উদীয়মান দেশগুলো যেমনি তাদের সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ ও তার উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছাতে পারে এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে। শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত অবস্থার ভারসাম্য, উন্নয়নকে আজ বিশ্ব শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত করতে এসএমই খাতকে শক্তিশালী করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা অপরিসীম। দুর্বার পরিশ্রম আর প্রবল আত্মবিশ্বাস এ খাতকে প্রভাবিত করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে আরও গতিশীল করে তুলতে পারে। কেননা দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮০ শতাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প।

বিশ্বব্যাংকের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আর এ অসামান্য অর্জনের পিছনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অপরিসীম অবদান রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ

---

৭০. আল-কুরআন : ৫৯ : ৭

ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান দাবি করেছেন– বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে একটি সফল অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি এসএমই-কে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন– দেশের মোট জিডিপির প্রায় ৩২.৪৮ শতাংশ এসএমই খাত থেকে অর্জিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে মোট শ্রমশক্তির ৩০% মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।[৭১]

এসএমই খাতের উন্নয়নে ঋণ সুবিধা : ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ সম্ভাবনা সামনে রেখে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত রেখেছে। এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় এসএমই ঋণের নিম্নসীমা হ্রাস করে ৫০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে শিল্প কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনা এবং ইন্সুরেন্সের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই হলো উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের ঋণ ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশে একটি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান রয়েছে যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তার পরিবর্তে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করে। বিষয়টি ঢালাওভাবে কিংবা একতরফাভাবে বলা সমীচীন নয়। উদ্যোক্তা হিসেবে শিল্প কারখানা পরিচালনার জন্য যেমন নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয় তেমনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পদ্ধতিগতভাবে নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। অনেক সময় উদ্যোক্তারা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান এবং ব্যাংকের নিয়মকানুন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অহেতুক অসুবিধার সম্মুখীন হন। সম্প্রতি দেশের অনেক সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্পোদ্যোক্তা বিশেষ করে এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ ও অর্থায়নের সুবিধা প্রদানের জন্য এসএমই ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। সকল ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক সেল বা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থবাজারে এসএমই খাতে অর্থায়নে যে সমস্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসএমই ব্যাংকিং শুরু করেছে তাদের তালিকা নিম্নরূপ–

(১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (২) বেসিক ব্যাংক (৩) ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (৪) ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড (৫) প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (৬) এবি ব্যাংক (৭) মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (৮) প্রিমিয়ার ব্যাংক (৯) ব্র্যাক ব্যাংক (১০) সিটি ব্যাংক লিমিটেড (১১) মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড (১২) স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক (১৩) ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (১৪) ব্যাংক এশিয়া (১৫) ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (১৬) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড (১৭) জনতা ব্যাংক লিমিটেড (১৮) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড (১৯) পূবালী ব্যাংক লিমিটেড (২০) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রভৃতি।[৭২]

---

৭১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৭২. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

ব্যাংক হিসাব খোলা : ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য পছন্দ মতো ব্যাংক থেকে ফরম সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন ফরম জমা দিতে হবে। বিভিন্ন ব্যাংকে এ কাগজপত্রের চাহিদা ভিন্ন রকমের হয়। এছাড়া নিয়মের ক্ষেত্রেও কোন কোন বিষয়ে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাংক হিসাব খুলতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা নিম্নরূপ :[৭৩]

ক. ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমে ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদন।

খ. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

গ. ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকটি অথবা পাসপোর্টের ফটোকপি।

ঘ. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স-এর সত্যায়িত কপি।

ঙ. লিমিটেড বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর রেজুলেশন কপি অর্থাৎ ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্তসহ কারা কারা ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের নাম ও পদবি উল্লেখসহ গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি।

চ. সার্টিফাইড জয়েন্ট স্টক থেকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Incorporation)

ছ. মেম্বার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমিতি থেকে নেয়া সদস্য সার্টিফিকেট।

জ. পরিচয় প্রদান করার জন্য ঐ ব্যাংকের অন্য কোন হিসাবধারী কর্তৃক ছবি ও আবেদন পত্রে স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে; যাতে নতুন হিসাবধারীকে সনাক্ত করা যায়।

ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ :

(ক) প্রতিটি ব্যাংকের উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের ঋণ ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিল তৈরির ফরমেট রয়েছে। যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া হবে সে ব্যাংকের ফরমেট অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত পূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজ ও দলিলপত্রাদিসহ প্রকল্প ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

(খ) একটা উপযুক্ত প্রোজেক্ট প্রোফাইল প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং কনসালটেন্সি ফার্মের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে এসএমই ফাউন্ডেশনের এডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করলে বিস্তারিত তথ্য ও পরামর্শ পাওয়া যাবে।

(গ) যখন কোনো ব্যবসায়ী যৌক্তিকভাবে মনে করেন ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তার ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন তখন তিনি ব্যাংক ব্যবস্থাপকের বরাবরে প্রয়োজনীয় বিবরণ সম্বলিত আবেদন উপস্থাপন করবেন।

এতে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে–

১. ব্যাংকের নিজস্ব ফরম সংগ্রহকরণ এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করা।

২. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স-এর ফটোকপি।

৩. ব্যবসায়ের টিআইএন নম্বর।

৪. সম্পত্তির বর্তমান মূল্যের সনদপত্র (যেখানে শিল্পটি বিদ্যমান বা প্রতিষ্ঠা করা হবে)।

৫. সম্পত্তি বন্ধক নেয়া হলে তার বৈধ চুক্তিনামা (যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান বা প্রতিষ্ঠা করা হবে)।

---

৭৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬. ব্যাংকের হিসাব নম্বর এবং জামানত স্থিতি।

৭. পৌরসভার বাসিন্দা হলে কমিশনারের সনদ। স্থানীয় পর্যায়ের বাসিন্দা হলে চেয়ারম্যান অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সনদ।

৮. লিমিটেড কোম্পানি হলে মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিক্যাল অব এসোসিয়েশনের কপি। অংশীদারি প্রতিষ্ঠান হলে অংশীদারি চুক্তিপত্রের সত্যায়িত কপি।

৯. প্রতিষ্ঠান চালু থাকা অবস্থায় ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক হলে ব্যবসার ১ বছরের লাভ-ক্ষতি হিসাব বিবরণী।

১০. প্রতি ব্যাংকের ফরমে উল্লেখযোগ্য একটি দিক রয়েছে যাকে লেটার অব গ্যারান্টি বলা হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রহণকারীকে দু'জন যোগ্য গ্যারান্টারের সনদ প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

১১. প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পূর্বে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ করে থাকলে তার হিসাবের একটি হালনাগাদ ও যথাযথ বিবরণ থাকতে হবে।

১২. এসএমই খাতে কতিপয় ব্যাংক কোলেট্যারাল ফ্রি (জামানতবিহীন) ঋণ চালু করেছে। এক্ষেত্রে আগ্রহী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারি করেছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের এডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারে এ বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

১৩. কিছু কিছু ব্যাংকে উপরে বর্ণিত বিষয়াদির বহির্ভূত দলিলপত্রাদি প্রয়োজন হতে পারে।

ইক্যুইটি এন্ড এ্যান্ট্রাপ্র্যানিয়ারশিপ ফান্ড : ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে শিল্প উদ্যোক্তাদের নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় ইক্যুইটি এন্ড এ্যান্ট্রাপ্র্যানারশিপ ফান্ড (EEF) এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সম্প্রতি কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পে ইইএফ (EEF) সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সমস্ত প্রকল্পের অগ্রাধিকার খাতসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো–[৭৪]

১. **কৃষি :** (ক) হাইব্রিড বীজ উৎপাদন (ধান, ভুট্টা, সবজি ও তরমুজ), (খ) বাণিজ্যিকভাবে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন, (গ) বাণিজ্যিকভাবে ফুল, অর্কিড চাষ (রপ্তানি বাজারের জন্য), (ঘ) বাণিজ্যিকভাবে সরু/সুগন্ধি চাল (রপ্তানি বাজারের জন্য এবং প্রকৃত রপ্তানিকারক যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে), (ঙ) মাশরুম চাষ প্রকল্প।

২. **মৎস্য :** মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণভিত্তিক শিল্প : (ক) আইকিউএফ ফান্ড (Individual Quick Freezing/Fish Processing), (খ) মূল্য সংযোজিত মৎস্যজাত খাদ্য উৎপাদন (Value Added Fish Product Development and Marketing), (গ) আধুনিক পদ্ধতিতে শুটকিমাছ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারকরণ (Dehydrated Fish Plant), মৎস্য চাষ ও হ্যাচারি : (ক) বাণিজ্যিকভাবে উচ্চ ফলনশীল (high value) মাছের খামার ও হ্যাচারি স্থাপন। খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক শিল্প : মৎস্য ও পশুজাত গুণগত মানসম্পন্ন (Balance feed) খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক শিল্প।

---

৭৪. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, পৃ. ১০

৩. **পশুসম্পদ :** পশুজাত খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণভিত্তিক শিল্প স্থাপন : (ক) দুধ, ডিম প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট, (খ) গোশত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট (আধুনিক কসাইখানাসহ), (গ) স্বাস্থ্য রক্ষা ও ব্যবস্থাপনাভিত্তিক শিল্প স্থাপন– গবাদি পশু/হাঁস-মুরগির রোগ নির্ণয়/ চিকিৎসার জন্য ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল স্থাপন।

৪. **পোল্ট্রি উৎপাদনভিত্তিক শিল্প :** গ্রেট-গ্র্যান্ট প্যারেন্ট ও প্যারেন্ট স্টক খামার।

প্রকল্পের অর্জিত লাভ-লোকসান উদ্যোক্তার এবং ইইএফ এর মূলধনের আনুপাতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে।

প্রকল্প ব্যয় : মোট প্রকল্প ব্যয় সর্বনিম্ন ৫০ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা হতে পারে।

স্মল এন্টারপ্রাইজ ফান্ড : বিভিন্ন ব্যাংকে শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা থাকলেও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে বেশ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি বিশেষ ফান্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। আলোচ্য তহবিলের আওতায় ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তারা স্পল্প সুদে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ পায়। এটি এসইএফ ফান্ড নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের এসইএফ ঋণ সহায়তা প্রদান করে না। নিম্নলিখিত ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্টভাবে এ ঋণ প্রদান করা হয়–

(১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, (২) ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড (৩) ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (৪) প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (৫) ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড (৬) এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড (৭) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড (৮) মাইডাস (৯) আইডিএলসি (১০) পিপলস লিজিং (১১) ইন্টারন্যাশনাল লিজিং (১২) প্রিমিয়ার লিজিং। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা লাভের জন্য উল্লেখিত ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানিসমূহের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বীমা : একটি শিল্প কারখানায় দুই ধরনের বীমা পলিসি গ্রহণ করতে হয়। মূল কারখানা, ভবন, মেশিন, কাঁচামালের জন্য যে কোন মালিককে ফায়ার ও ফ্ল্যাড (Fire and Flood) পলিসি গ্রহণ করতে হয়। বিপদকালীন সময় এই বীমা পলিসি (Insurance Policy) একটি শিল্প কারখানাকে রক্ষা করতে পারে।[৭৫] আর কারখানা চালু হওয়ার পর কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানির জন্য মেশিন পলিসি করতে হয়। উদ্যোক্তাদের পছন্দমত যে কোন বীমা কোম্পানিকে নির্বাচন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণে, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এসএমই-এর গুরুত্ব ও প্রয়েজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষ করে নতুন পণ্য ও টেকনোলজি এর প্রধান উৎস হল এসএমই; এসএমই এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তাই এসএমই এর কল্যাণে সম্পদ ও অর্থ মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত না থেকে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে। অতএব উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসএমই-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

---

৭৫. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, পৃ. ১৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসএমই-এর অবদান

কোন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। এ খাতটি শ্রমঘন (labor intensive) এবং উৎপাদন সময়কাল (gestation period) স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDGs) বিশেষ করে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা এবং নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এশিয়ার বেশকিছু সমৃদ্ধশালী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এছাড়া আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোও এসএমই এর উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করছে। তাদের দৃষ্টিতে এসএমই হচ্ছে 'employment generating machine' এবং সে কারণেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৈষম্য হ্রাস করা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসএমই-এর অবদান

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসএমই এর ভূমিকা ও অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় দেশসমূহসহ ও অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে এসএমই খাতটি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। তারা এসএমই খাতের উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসএমইকে ইউরোপীয় অর্থনীতির ইঞ্জিন বলা হয়ে থাকে এবং এসএমই জনসাধারণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, তাইওয়ান, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে এসএমই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবদান : পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক পরাশক্তি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এর অর্থনীতিকে বড় বড় কর্পোরেশনগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। স্মল বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (এসবিএ) অনুযায়ী ২০০৬ ইং সালে ৮৫ শতাংশ কোম্পানি ছিল স্মল বিজনেস এর অন্তর্ভুক্ত (যাদের কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ৫০০ জনের কম তাদের স্মল ফার্ম বলে)। এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম শক্তির অর্ধেককে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এবং জিডিপিতে এগুলোর ভূমিকা ৫০ শতাংশের মত। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসএমই খাতে মুলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে মোট ৫৯৬৯৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৭৬]

ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনীতিতে এসএমই এর অবদান : ইউরোপের দেশগুলোতে ২০০২-২০০৮ সালের মধ্যে নতুন ১৩ শতাংশ এসএমই এর প্রসার ঘটে। যার সংখ্যা ২.৪০ মিলিয়ন এবং অন্যদিকে বড় বড় কর্পোরেশনের সংখ্যা মাত্র ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যাদের সংখ্যা ২০০ এর মধ্যে। সে সময়ে এসএমইগুলো ১৯ শতাংশ হারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল এবং কর্পোরেশনগুলো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল মাত্র ০.৮০ শতাংশ। মোট রপ্তানির ২৪ শতাংশ হয়েছিল এসএমই এর মাধ্যমে। বর্তমানে

---

৭৬. Board of editors, *Financing SMEs and Entrepreneurs 2017*(Luxembourg : The University of Manchester, 2017), p. 7

এসএমই উন্নয়নের আরও অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০ জুনে স্থিত এসএমই ও বৃহৎ এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা, কর্মসংস্থান ও মূল্য সংযোজন সারণীর মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত হল[৭৭] :

বিবরণ	মাইক্রো	ক্ষুদ্র	মাঝারি	মোট	বৃহৎ	সর্বমোট
এএসই এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা ও মোট এন্টারপ্রাইজের মধ্যে শতকরা হার						
সংখ্যা (হাজারে)	২২,২৩২	১,৩৯২	২২৫	**২৩,৮৪৯**	৪৫	২৩,৮৯৪
হার (%)	৯৩.০	৫.৮	০.৯	**৯৯.৮**	০.২	১০০.০
এসএমই কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে শতকরা হার						
সংখ্যা (হাজারে)	৪১,৬৬৯	২৭,৯৮২	২৩,৩৯৮	**৯৩,০৪৯**	৪৬,৬৬৫	১৩৯,৭১৪
হার (%)	২৯.৮	২০.০	১৬.৭	**৬৬.৬**	৩৩.৪	১০০.০
এসএমইতে মূল্য সংযোজন ও মোট মূল্য সংযোজনের মধ্যে শতকরা হার						
ট্রিলিয়ন ইউরো	১,৪৮২	১,২৬০	১,২৮৮	**৪,০৩০**	৩,০৬৫	৭,০৯৫
হার (%)	২০.৯	১৭.৮	১৮.২	**৫৬.৮**	৪৩.২	১০০.০

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অ-আর্থিক বাণিজ্য খাতে এসএমই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। বিশেষত যেসব দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হল– বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, এস্তোনিয়া, গ্রিস, ইটালি, লাতভিয়া, লিথুনিয়া, মাল্টা ও পর্তুগাল। যেখানে ২০১৬ সালে এসএমই অ-আর্থিক বাণিজ্য খাতে মোট কর্মসংস্থানের চার ভাগের তিন ভাগ অর্জিত হয়েছে।[৭৮] একই ভাবে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে লুক্সেমবার্গ, দক্ষিণাঞ্চলের সদস্য রাষ্ট্র যেমন– সাইপ্রাস, গ্রিস, মাল্টা, ইটালি ও পর্তুগাল এবং ক্ষুদ্র মধ্য ইউরোপীয়ান সদস্য রাষ্ট্র যেমন– বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুনিয়া। এ সকল রাষ্ট্রে এসএমই অ-আর্থিক বাণিজ্য খাতে মোট মূল্য সংযোজনের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৬ সালে এসএমই মোট কর্মসংস্থানের ৬৭ শতাংশ ও মোট মূল্য সংযোজনের ৫৭ শতাংশ অবদান রেখেছে।

জাপানের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবদান : জাপানে ৭০ শতাংশ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো।[৭৯] এর মধ্যে ৪৪.৫০ শতাংশ মাঝারি এন্টারপ্রাইজ ও ২৫.৩০ শতাংশ ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যদিকে কর্পোরেশনগুলো মাত্র ২৯.৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। জাপানের জিডিপির ৫৬.৮০ শতাংশ এসএমই এর মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে।[৮০] ২০১৫ সালে জাপান এসএমই খাতে মূলধন বিনিয়োগ করেছে মোট ১৮৬২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮১]

চীনের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবদান : চীনের ৬৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো। এটা যে কোন দেশের এসএমই এর চেয়ে অধিক। চীনে ৮০ মিলিয়নেরও অধিক এসএমই প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অপরদিকে ১৯ মিলিয়ন এসএমই রয়েছে ইউরোপের দেশগুলোতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৬ মিলিয়ন ছিল। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে চীনের ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংখ্যা ১৩,৩২৬ মিলিয়ন, যেখানে আর্থিক ঋণের পরিমাণ ৫৩০ বিলিয়ন ইয়েন, মাইক্রো ক্রেডিটের পরিমাণ

---

৭৭. Board of editors, *Annual Report on European SMEs in 2016-2017*(Luxembourg : The University of Manchester, 2017), p. 12

৭৮. Board of editors, *Annual Report on European SMEs in 2016-2017*, ibid, p. 12

৭৯. Small and Medium Enterprise in the Global Economy, March 2011. see. www.e-elgar.com/shop/small-and-medium-sized-enterprises-and-the-global-economy, visited on 12.12.2017

৮০. Looking at some SME Success in Developed Countries, March 2010. see. http://www.e-elgar.com/shop/small-and-medium-sized-enterprises-and-the-global-economy, visited on 12.12.2017

৮১. Board of editors, *Financing SMEs and Entrepreneurs 2017*, ibid, p. 7

৭৪০ বিলিয়ন ইয়েন ও ভেঞ্চার ক্যাপিটালের পরিমাণ ১৪৩.৫ বিলিয়ন ইয়েন। এসএমই ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৭৮.৩৪ মিলিয়ন। বর্তমানে এসএমই খাতসমূহ চীনের অর্থ বাজারের ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।[৮২]

ভারতের অর্থনীতিতে এসএমই অবদান : ভারতে এসএমই নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তার মধ্যে ৪৫ শতাংশ শিল্পায়নের উৎপাদনে, ৪০ শতাংশ রপ্তানিতে, ৪২ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। প্রতি বছর এসএমই এক মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে। এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো ৮০০০ এর অধিক মান সম্মত পণ্য-সামগ্রী তৈরি করছে। ২০১৬ সালে ভারতের নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত এসএমই'র সংখ্যা মোট প্রায় ৪২.৫০ মিলিয়ন। যা মোট শিল্প সংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ। এসএমই খাতে প্রায় ১০৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, যা মোট কর্মী সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে ৬০০০ এর অধিক পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ৬.১১ শতাংশ ও সেবা খাতে ২৪.৬৩ শতাংশ অবদান রয়েছে। মোট ইন্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ আসে এসএমই থেকে। মোট রপ্তানির ৪০ শতাংশ আসে এসএমই থেকে। ব্যাংক ঋণের ১৬ শতাংশ রয়েছে এসএমই খাতে। ভারতে এসএমই'র গড় প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগ।[৮৩] ২০১৭ সালে প্রকাশিত সর্ব ভারতীয় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ অনুযায়ী ভারতের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের তথ্যাবলি সারণীর মাধ্যমে নিচে উল্লিখিত হল[৮৪] :

বিবরণ	নিবন্ধিত খাত	অনিবন্ধিত খাত	অর্থনৈতিক শুমারি ২০০৫	মোট
এন্টাপ্রাইজের সংখ্যা (লক্ষ)	১৫.৬৪	১৯৮.৭৪	১৪৭.৩৮	৩৬১.৭৬
পল্লী এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (লক্ষ)	৭.০৭	১১৯.৬৮	৭৩.৪৩	২০০.১৮
নারী মারিকানাধীন এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (লক্ষ)	২.১৫	১৮.০৬	৬.৪০	২৬.৬১
কর্মসংস্থান (লক্ষ)	৯৩.০৯	৪০৮.৮৪	৩০৩.৩১	৮০৫.২৪
ইউনিট প্রতি গড় কর্মসংস্থান (লক্ষ)	৫.৯৫	২.০৬	২.০৬	২.২৩

মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে এসএমই অবদান : এসএমই উৎপাদনশীল খাতে ২৭.৩০ শতাংশ অবদান রাখছে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে। ৩৮.৯০ শতাংশ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো। মালয়েশিয়া আশা করছে ২০২০ সাল নাগাদ উৎপাদনের ৫০ শতাংশ এসএমই থেকে উপার্জিত হবে।[৮৫] ২০১৪ সালে মালয়েশিয়ার মোট এন্টারপ্রাইজের মধ্যে এসএমই'র অংশগ্রহণ ৯৭.৩ শতাংশ। এসএমই খাত থেকে মোট জিডিপি'র ৩৫.৭ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানের ৬৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।[৮৬]

তাইওয়ানের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবদান : ১৯৯২ সালে দেখা গেছে যে, এসএমই ৪৩ শতাংশ তাইওয়ানের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ৭০ শতাংশ রপ্তানি আয় এসএমই থেকে অর্জিত হয়। ১৯৮৯

---

৮২. Board of editors, *Financing SMEs and Entrepreneurs 2017*, ibid, p. 7

৮৩. Board of editors, China MSME Finance Report 2017(Beijing : Central University of Finance and Economics, 2017), pp. 9-13

৮৪. Board of editors, *Annual Report 2016-2017*(New Delhi : Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, 2017), p. 11

৮৫. International Review of Business Research Papers, Vol. 2, No. 1, August 2006, pp. 1-14

৮৬. Board of editors, *SMEs in Developing Asia*(Chiyoda : Asian Development Bank Institute, 2016), pp. 23-24

সালে এসএমই ৭০.৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিল।[৮৭] ২০১৬ সাল শেষে তাইওয়ানের মোট এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা ১৪৪০৯৫৮ টি এবং এসএমই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪০৮৩১৩ টি, যা মোট এন্টারপ্রাইজের তুলনায় এসএমই'র শতকরা হার ৯৭.৭৩ শতাংশ। একই সময়ে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১১২৬৭ হাজার ও এসএমই খাতে যার পরিমাণ ৮৮১০ হাজার, যা মোট কর্মসংস্থানের তুলনায় শতকরা হার ৭৮১৯ শতাংশ।[৮৮]

মূলত ব্যাপক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে জনসম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি আজ একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সরকারি, বেসরকারি, প্রযুক্তিগত, সেবাখাত, কৃষিখাতের পাশাপাশি স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। গবেষণা, প্রশিক্ষণ, তথ্য সেবা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের খাতকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তার নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত এক প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য। এ শিল্পের মধ্যে প্রধানত তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেতের শিল্প, ঝিনুক শিল্প, পাট শিল্প, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্যাদি, বস্ত্রশিল্প, সিরামিক শিল্প, রাবার শিল্প ও চামড়া শিল্প অন্যতম। অতীতে এসব শিল্পে কদর ও ঐতিহ্য ছিল অতীব প্রশংনীয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রকে আধুনিকায়ন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে আজ অবহেলিত এসব খাত। তারপরও বাংলাদেশের জিডিপিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

এশিয়া মহাদেশের বেশকিছু সমৃদ্ধশালী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সরকারও এসএমই খাতের উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দেশীয় পণ্য হচ্ছে এসএমই শিল্পের কাঁচামালের উৎস। তাই এসএমই শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। অপরপক্ষে স্বল্প পুঁজি ও দক্ষতা নিয়ে এ শিল্প গড়ে তোলা হয় বলে এ শিল্পের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন বিকশিত হয়। তবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় কাঁচামাল সংকটের আশংকা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এসএমই শিল্প স্থাপনে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ মোতাবেক মাঝারি শিল্প স্থাপনে তেমন কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তবে কিছু নিয়মনীতি পালন করতে হয়। যেমন– মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, ট্রেড লাইসেন্স, জনস্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমতি থাকা। বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত হলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে কর অবকাশ সুবিধা পেয়ে থাকে।

এসএমই শিল্প দেশের ঐতিহ্য বহন করলেও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী শিল্প আজ হুমকির মুখে এবং কিছু কিছু শিল্প ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্রযুক্তির যথাযথ উৎকর্ষের বিকল্প নেই। সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করলেও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এসএমই শিল্পের বা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। দেশের তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতিতে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং তথা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ নিউক্লিয়াস বা প্রাণকেন্দ্র

---

৮৭. SEDF Aria : Regional Experience of SMEs, Research Paper, December 2003

৮৮. Board of editors, *White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan, 2017*(Taipei : SMEs Division, Ministry of Economic Affairs,), pp. 177-180

হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাদের যথাযথ সুযোগ কিংবা সহযোগিতা না থাকার কারণে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো এ শিল্প বিকশিত হচ্ছে না। বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ৯০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানই এসএমই শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই সরকারের ইইএফ তথা ইক্যুইটি এন্টারপ্রেনারশিপ ফান্ডের নামে শুভঙ্করের ফাঁকির পরিবর্তনে সহজ-সরল ও সহনীয় বিনিয়োগ সুবিধার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। তাহলেই এদেশে গড়ে উঠবে ইনফোসিস, উইপ্রো, মাইক্রোসফট, অ্যাপল কিংবা গুগলের মতো তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান।

শিল্পনীতি ২০১৬-এ উক্ত হয়েছে, বিকেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থান ও অধিকসংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হবে এসএমই শিল্প। তাছাড়া তাতে আরো বলা হয়েছে, যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে এসএমই শিল্পের প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাছাড়া এসএমই শিল্পে উক্ত শর্তাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেবে সরকার। এ জন্য জমি, অর্থায়ন, ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে সরকার।[৮৯]

বাংলাদেশের জিডিপিতে গড়ে প্রায় ৩২ শতাংশ অবদান রাখছে এসএমই শিল্প। দেশের প্রায় এক কোটি উদ্যোক্তার মধ্যে ৮৫ শতাংশ এসএমই শিল্প খাতের। কর্মসংস্থানের সিংহভাগই হচ্ছে এ খাতে। বিভিন্ন ধরনের পণ্যের প্রসারে এ খাত অবদান রাখছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আজ সত্য যে, এ খাতের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে প্রধান বাধা হচ্ছে অর্থসংস্থান। আর অর্থ সংকটের কারণে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকার পরও সঠিক বিকাশ ঘটছে না এ খাতের। এসএমই ফাউন্ডেশনের গবেষণাসহ অন্যান্য গবেষণায় পরিদৃষ্ট হয় যে, উদ্যোক্তারা মোট ব্যবসার পুঁজির ২০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক সুদ দিয়ে অর্থসংস্থান করে থাকে। উদ্যোক্তদের কাছে প্রধান সমস্যা চড়া সুদে অর্থসংস্থান। স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছরেও এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। তার কারণ ব্যাংকের গতানুগতিক জামানতভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক ছোট এবং মাঝারি ব্যবসার শিল্পোদ্যোক্তাদের অর্থসংস্থানের বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে, তারপরও অর্থসংস্থানে ব্যাংক ঋণ তুলনামূলকভাবে সংকুচিত হচ্ছে। ছোট ব্যবসায় অর্থসংস্থানে ব্যাংকের ঋণের ভাগ কমে আসছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এনজিওগুলো চড়া সুদে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করে আর্থিক মুনাফা অর্জন করছে। এক পরিসংখ্যানে পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, পাবলিক-প্রাইভেট ব্যাংকিংয়ের ৮০ শতাংশের বেশি অর্থায়ন মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা কিংবা শিল্প খাতে যাচ্ছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসব খাতের অবদান তুলনামূলক কম। সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যয় হচ্ছে বেশি এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সহনীয় ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করাই অন্যতম প্রধান সমাধান। আর শিল্প-ঋণের অতিরিক্ত সুদের কারণে দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা। তারা বলেছেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শিল্পোদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চ হার সুদে শিল্পঋণ দিচ্ছে। ফলে অনেক এসএমই শিল্পোদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট পলিসি প্রয়োগের মাধ্যমে এসএমই শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। এ ধরনের পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এসএমই শিল্পের উপর নির্ভর করলেও এ খাতে অর্থায়ন একটা

৮৯. *জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬*, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৩

বিরাট সমস্যা। এডিবি তহবিল থেকে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ শতাংশ হার সুদে ঋণ বরাদ্দ দিলেও ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক হারে ঋণ দিচ্ছে। ফলে উদ্যোক্তারা এ অংকের সুদে ঋণপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই সরকারের উচিত পাবলিক ও প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে যত দ্রুতসম্ভব এ ব্যাপারে জবাবদিহিতার মধ্যে আনয়ন করা।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের যুগে দেশীয় শিল্প বিকাশের জন্য বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জনের বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশগুলো উদ্যোক্তাদের যে ধরনের আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে, দেশীয় উদ্যোক্তাদের একই ধরনের সহায়তা দিবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বল্পসুদে ঋণ দিলে দেশের অর্থনীতির সক্ষমতা বহুলাংশে বেড়ে যাবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এসএমই শিল্পকে সম্প্রসারিত করতে প্রয়োজন সমন্বিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, উন্নত প্রযুক্তি ও বিপণনের জন্য সরকারি সহযোগিতা। মূলত দেশের অর্থনীতির চাকাকে শক্তিশালী করতে সরকার ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠনের উদার সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী দেশগুলোর অর্থনীতিতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যথাযথ সহযোগিতা পেলে বাংলাদেশও তাদের সমকক্ষ কিংবা অতিক্রম করার সক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে একটা মানবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাই এসএমই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়তে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : এসএমই বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের নীতিমালা

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি
প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক বিশ্বে কোন ব্যাংকব্যবস্থা হতে পারে এমন ধারণা অগ্রাহ্যকারীদের সংখ্যা অতীতে নিতান্তই কম ছিল না। কালের বিবর্তনে ইসলামি ব্যাংক আজ বাস্তব ও ধ্রুব সত্য। আধুনিক ইসলামি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা অনেকটা বিলম্বে হলেও এ ব্যাংকের মৌলিক ভিত্তি ও পদ্ধতিগত বিচারে বাস্তবিক পক্ষে এর উৎপত্তি হয়েছিল প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর সময়ে। রাসুলুল্লাহ সা. নিজেই এ পদ্ধতির সফল ও কৃতি উদ্যোক্তা ছিলেন।

ইসলামি ব্যাংক হলো ইসলামি শারি'আহর নীতিমালার আলোকে পরিচালিত কল্যাণমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সমকালীন বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী একটা কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্বে আজ শুধু বাস্তবই নয়; এর সাফল্য, অগ্রগতি, নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান এবং চমৎকার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ব মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সামর্থ্য হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক যে আদর্শগত পার্থক্য তা জনসাধারণকে দৈনন্দিন ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে ইসলামি ব্যাংকে অতি মাত্রায় আকর্ষণ করছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্যান্য কল্যাণমুখীতার জন্য বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ ইসলামি ব্যাংকসমূহকে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ অবলম্বন হিসেবে মনে করতে শুরু করেছেন। ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হল–

ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা।[১]

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সচিবালয় থেকে ইসলামি ব্যাংকের একটি সাবলীল ও উত্তম সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যা নিচে প্রদত্ত হল–

> 'Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.'[২]

---

১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ২৬১

২. 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা এর মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামী শারী'আহ্র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় সং., জুলাই ২০১০), পৃ. ৮১; Definition by the General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference accepted in the Foreign Ministers Conference held in Dakar in 1978, cited in the *'Text Book on Islamic Banking'*, IERB, 2004; Dr. Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking* (Dhaka : Islamic

মালয়েশিয়ার 'ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যাক্ট ১৯৮৩' অনুসারে ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা হলো–

'ইসলামি ব্যাংক এমন এক কোম্পানি যা ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত; আর ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসা এমন ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।'[৩]

'ইসলামি ব্যাংক' এর সংজ্ঞায় 'International Association of Islamic Banks বলেছে–

> 'The Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic Principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic Society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious sprit among the people.'[৪]

অতএব উপরের সংজ্ঞাসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামি ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয়, যাতে ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এটা এমন এক ব্যাংকিং পদ্ধতি যা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ লেনদেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা।

ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্যাংকিং হলো আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সভ্যতালালিত বহুবিধ উপাদানের মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী অনুষঙ্গ। এটা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু ঘৃণিত সুদের সংমিশ্রণের ফলে গোটা ব্যংকব্যবস্থাই কলূষিত হয়েছে। মুসলিমগণ কোন অবস্থাতেই সুদভিত্তিক ব্যাংকের কাছে যেতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'আলা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।[৫] পবিত্র কুরআনে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর কোন মু'মিনের জন্য সুদের ধারে কাছে যাওয়ারও সুযোগ থাকতে পারে না।

Foundation Bangladesh, 1987), p. 188; M. Ali & A. A Sarker, *Islamic Banking, Principles and Operational Methodology, Thoughts on Economics*(Dhaka : IERB, Vol. 5, Issue 4-5, July-December 1995) pp. 20-25

৩. 'Islamic Bank' means any company which carries on Islamic Banking Business and holds a valid license; and all the offices and branches in Malaysia of such a bank should be deemed to be one bank. 'Islamic Banking Business' means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion of Islam.' লজ অব মালয়েশিয়া; ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যাক্ট, এ্যাক্ট নং ২৭৬, সেকশন-২; ১৯৮৩ সালের ৯ মার্চ রাজকীয় অনুমোদন প্রাপ্ত; ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত, পৃ. ৮; দ্র. ড. মুহাম্মাদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*(ঢাকা : শাহেরা হায়াদর, ৪র্থ সং., ২০০৮), পৃ. ৬

৪. 'ইসলামি ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা অর্থায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামি শারি'আহর বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামি ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তবজীবনে ইসলামি বিধি-বিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সেজন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৫. اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ز وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُه إِلَى اللهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫-২৭৬

অথচ ব্যাংকব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সুদনির্ভর লেনদেন নীতি মুসলিমগণের ইমান-আক্বিদার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে আসছে। সুদের কুফল বিষয়ে আরো অনেক কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেন–

> 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমরা নিজের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা কাউকে অত্যাচার করবে না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবে না।'[৬]

ইমানের তাগিদে ও তাকওয়ার দাবিতে মুসলিমগণ তাদের আর্থিক লেনদেন সুদমুক্তভাবেই সম্পন্ন করতে চান। আর্থিক লেনদেনের সবচেয়ে বড় পরিসর হলো ব্যাংক। কিন্তু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদকে কেন্দ্র করে। সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন করতে হলে দরকার ইসলামি ব্যাংকের। ইসলামি ব্যাংকিং পরিভাষাটি অতি সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের মানুষ পরিচিত ছিলেন না। তবে ইসলামি অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছিল ইসলামের আদিকাল থেকেই। পবিত্র কুরআনে সুদের নিষিদ্ধতা সম্বলিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রাসুল সা. সর্বপ্রথম সুদকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং সমগ্র আরবে সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থার প্রচলন করেন। সাহাবা কিরাম ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতেই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন।

ইসলামের প্রারম্ভিক কালে আধুনিক যুগের মত কোনো ব্যাংকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু মুসলিমগণ ইসলামি শারি'আহর পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আল্লাহর রাসুল সা. ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য 'বাইতুল মাল' প্রতিষ্ঠা করেন। বাইতুল মালের লেনদেন ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগেও বাইতুল মাল বহাল ছিল এবং ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন বাইতুল মালের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হতো। প্রাথমিক যুগের এ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইসলামি অর্থব্যবস্থা শুধুমাত্র আরব জাহানেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সমগ্র বিশ্বেই ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এমন এক যুগ ছিল যখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলিমদের হাতে; আর প্রচলিত ছিল সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সমগ্র বিশ্বে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু মুসলিম জাতি নানা কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হননি। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যের শক্তি মুসলিম বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং মুসলিম জাতি সুদভিত্তিক অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে। ফলে সুদমুক্ত ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহুদি ও সাম্রাজ্যবাদ শক্তি সুদি ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে সুদকে মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেয় এবং ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে আল্লাহর রাসুল সা. কর্তৃক প্রবর্তিত এবং খুলাফায়ে রাশিদিন কর্তৃক অনুসৃত সুদমুক্ত যে অর্থব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে প্রায় সমগ্র বিশ্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেয়। ইহুদিরাই ছিল সুদের প্রবর্তক এবং সুদি প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক।

---

৬. يٰأَيُّهَا اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِه ج وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮-২৭৯

যতদূর জানা যায় প্রাচীন গ্রিক সমাজে যখন ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে তখন ব্যাংকে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদি জাতি এ নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ব্যাংকসমূহে সুদের প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে খ্রিস্টানরাও তাদের অনুসরণ করে এবং উত্তরোত্তর মুসলিমরাও সুদি কারবার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিমদের মনমগজ ও চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, ব্যাংকিং বলতে তারা শুধু সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংকব্যবস্থাকেই বুঝে থাকে। ইসলামি ব্যাংকিং বললে তারা যেন কিছুই বুঝে না। ব্যাংকিং বলতে তারা সুদি ব্যাংকের নাম, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে থাকে।

বর্তমান যুগে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাংক ছাড়া এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব। এদিক থেকে ব্যাংক একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সুদ প্রথার কারণে সমগ্র ব্যাংকব্যবস্থাই অপবিত্র এবং মানবজাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক থেকে যদি সুদের মত এ ভয়াবহ অন্যায় ও অভিশাপকে দূর করা যায় তাহলেই ব্যাংক সত্যিকার অর্থে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম মনীষী গোড়া থেকেই গোটা ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের জন্য তথা ব্যাংক থেকে সুদ প্রথাকে অপসারণ করে এটাকে একটা প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এবং মুসলিম জাতিকে সুদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্ত করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তারা কখনো নীরব থাকেননি। মুসলিম মনীষীগণ সকল যুগেই ইসলামি নীতিমালাকে পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপারে সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন।

সুদি ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করার বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন উলামায়ে কিরাম, ইসলামি আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গবেষক এবং দার্শনিকগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি, কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন এবং লিখিতভাবেও ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করতে থাকেন। তাদের এ বক্তব্য এবং লেখনীর ভাষা কখনো বলিষ্ঠ আবার কখনো মন্থর ছিল। বিশেষ করে বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার স্বপক্ষে ব্যাপক গবেষণা, লেখালেখি এবং জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন। তাদের এ বক্তব্য ক্রমান্বয়ে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে এবং ষাটের দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক, বীমা, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৬৩ সালে মিশরের মিটগামারে। ড. আহমদ আল-নাগগার স্বউদ্যোগে মিশরীয় বদ্বীপ শহর মিটগামারে 'মিটগামার ব্যাংক' নামে একটা সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ ব্যাংক বিপুল সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে মিশরের ৯টা

প্রদেশে মোট ৯টা ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মিশরের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে উক্ত সকল ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অতঃপর মিশর সরকার জনগণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন অর্জনের জন্য 'নাসের সোস্যাল ব্যাংক' নামে অপর একটা ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে ওআইসি গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসির পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে একটা আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থ সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রথম বারের মত আলোচনা হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের অপর সম্মেলনে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)' চার্টার গৃহীত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে সাউদি আরবে আইডিবি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সে বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, পাকিস্তান, ইরান, সুইজারল্যান্ড, ওমান, জর্দান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইরান ও পাকিস্তানের সকল ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামি ব্যাংক শুধুমাত্র মুসলিম দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানির মত অমুসলিম দেশেও ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৪২টি দেশে ১৫৫ টিরও বেশি সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ইসলামি শারি'আহর নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং শারি'আহর নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় চারশত ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৭] নিচে মহাদেশভিত্তিক ও দেশের নামের আদ্যোক্ষরের ক্রমানুসারে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রদত্ত হল :

ক. এশিয়া মহাদেশ

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
আফগানিস্তান	(১) ইসলামিক ব্যাংক আফগানিস্তান।
ইরান	(২) সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দ্যা ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান (৩) ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম (৪) এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব ইরান (৫) আমিন ইনভেস্টমেন্ট হাউজ (৬) আয়েনদেহ ব্যাংক (৭) ব্যাংক ডে (৮) ব্যাংক মাসকান (৯) মিল্লাত ব্যাংক (১০) ইরান মিল্লি ব্যাংক (১১) ইন্ডাস্ট্রি এন্ড মাইন ব্যাংক (১২) পাশারজাদ ব্যাংক (১৩) সাদারাত ব্যাংক (১৪) সিপাহ ব্যাংক (১৫) ই এন ব্যাংক (১৬) এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (১৭) গ্যাভামিন ব্যাংক (১৮) ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব পার্সিয়া (১৯) ইরান জামিন ব্যাংক (২০) কারাফাইন ব্যাংক (২১) কারদান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (২২) কিশাভারজি ব্যাংক (২৩) মিল্লাত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (২৪) পার্সিয়ান ব্যাংক (২৫) পার্সিয়া ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (২৬) ইরান পোস্ট ব্যাংক (২৭) কারজোল হাসানাহ মেহের ইরান ব্যাংক (২৮) রিফাহ ব্যাংক (২৯) সামান ব্যাংক (৩০) সারমায়েহ ব্যাংক (৩১) সিনা ব্যাংক (৩২) তিজারাহ ব্যাংক।[৮]
ইন্দোনেশিয়া	(৩৩) শরিয়াহ মানদিরি ব্যাংক (৩৪) মুআমালাত ব্যাংক (৩৫) ইন্দোনেশিয়া ব্যাংক

৭. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ২০১২), পৃ. ১৬৪-১৭১

৮. M. S. Khan & A. Mirakhor, *Islamic Banking : Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan*(Washington D.C. : International Monetary Fund, 1989), JEL Classification Nos. 3116; 3120; 3124

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
	(৩৬) দুবাই ইসলামিক ব্যাংক (৩৭) পি.টি ব্যাংক ইন্দো কর্পোরেশন (৩৮) হং লিওং ইসলামিক ব্যাংক (৩৯) সি আই এম বি ব্যাংক (৪০) এইচ এস বি সি আমানাহ।
কাজাকিস্তান	(৪১) আল বারাকা কাজাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল কর্মাশিয়াল ব্যাংক (৪২) ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক (৪৩) কিববিজ তুর্কি প্রজাতন্ত্র (৪৪) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিয়া লিঃ কে.টি.আর।
কুয়েত	(৪৫) কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ (৪৬) দি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর।[৯]
জর্দান	(৪৭) জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেন্টমেন্ট (৪৮) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট হাইজ (৪৯) ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক (৫০) জর্দান ফাইন্যান্স হাউজ, আম্মান (৫১) বায়তুল মাল সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং।
থাইল্যান্ড	(৫২) এরাবিয়ান-থাই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি (৫৩) এরাবিয়ান-থাই ইনভেস্টমেন্ট কোং ব্যাংকক।
পাকিস্তান	(৫৪) এ বি এন আমরু ব্যাংক এন, ভি (৫৫) এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (৫৬) আল ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ (৫৭) এলায়েড ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ (৫৮) আলটোফিক ব্যাংক অব পাকিস্তান লিঃ (৫৯) আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ (৬০) আশকারি কমার্সিয়াল ব্যাংক লিঃ (৬১) ব্যাংক আল হাবিব লিঃ (৬২) ব্যাংক অব আমেরিকা এন টি এন্ড এস এ (৬৩) ব্যাংক অব খায়বর (৬৪) ব্যাংক অব পাঞ্জাব (৬৫) ব্যাংকার্স ইকুইটি লিঃ (৬৬) ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ (৬৭) বুলান ব্যাংক লিঃ (৬৮) সিটি ব্যাংক এন. এ. পাকিস্তান (৬৯) ফয়সাল ব্যাংক লিঃ (৭০) ফার্স্ট হাবিব মুদারাবা (৭১) ফার্স্ট ইমেন ব্যাংক লিঃ (৭২) হাবিব ব্যাংক লিঃ (৭৩) ইনদোস ব্যাংক লিঃ (৭৪) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (৭৫) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান (৭৬) মাশরিক ব্যাংক (৭৭) মেহরান ব্যাংক লিঃ (৭৮) মেট্রোপলিটান ব্যাংক লিঃ (৭৯) মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক (৮০) ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (৮১) ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (৮২) ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কর্পোরেশন (৮৩) ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট লিঃ (৮৪) পাক কুয়েত ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ (৮৫) পাক লিবিয়া হোল্ডিং কোং (প্রাঃ) লিঃ (৮৬) প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ (৮৭) পাঞ্জাব প্রুভেন্সিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক (৮৮) রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন (৮৯) স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (৯০) ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ (৯১) ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ (৯২) ইয়থ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সোসাইটি।[১০]
ফিলিপাইন	(৯৩) ফিলিপাইনস আমানাহ ব্যাংক (৯৪) আমানাহ ব্যাংক, লামবোঙ্গা।
ফিলিস্তিন	(৯৫) প্যালেস্টাইনি ইসলামি ব্যাংক।
বাহরাইন	(৯৬) বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক বি. এস. (৯৭) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন (৯৮) বাহরাইন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং (৯৯) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি অব দি গালফ (১০০) আরব ব্যাংকিং কর্পোরেশন (১০১) গালফ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক (১০২) ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক অব বাহরাইন

৯. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 49

১০. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*(Dhaka : IERB, November, 2008), pp. 51-52

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
	(১০৩) আল তাওফিক কোং ফর ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস (১০৪) আল বারাকা ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (১০৫) আরব ইসলামিক ব্যাংক (১০৬) তাকাফুল ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানি (১০৭) ইসলামিক ইন্সুরেন্স এন্ড রি-ইন্সুরেন্স কোং (১০৮) মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামিক।
বাংলাদেশ	(১০৯) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ (১১০) আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ (১১১) আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ (১১২) সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (১১৩) শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (১১৪) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ (১১৫) এক্সিম ব্যাংক লিঃ (১১৬) ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ।
ভারত	(১১৭) আল আমীন ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং (১১৮) আমানাহ ব্যাংক, বাঙ্গালোর (১১৯) ইত্তেফাক ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, বোম্বে (১২০) ফালাহ ইনভেস্টমেন্ট লিঃ।
মালয়েশিয়া	(১২১) ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বারহেড (১২২) তাবুং ব্যাংক (১২৩) শিরকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া (১২৪) আল বারাকা ব্যাংক মালয়েশিয়া (১২৫) দাল্লা আল-বারাকা মালয়েশিয়া (১২৬) পিলগ্রিমস ফান্ড বোর্ড।[১১]
সৌদি আরব	(১২৭) ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (১২৮) আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোঃ (১২৯) আল রাজি ব্যাংকিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (১৩০) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং গালফ (১৩১) সামবা (১৩২) রিয়াদ ক্যাপিটাল (১৩৩) এন সি বি ক্যাপিটাল (১৩৪) জি আই বি ক্যাপিটাল (১৩৫) সৌদি-ফরাসি ব্যাংক (১৩৬) আলিনমা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (১৩৭) আল বিলাদ ইসলামিক ব্যাংক (১৩৮) সৌদি হল্যান্ড ক্যাপিটাল (১৩৯) আল জাযিরা ব্যাংক (১৪০) ইসলামিক কর্পোরেশন ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক লি (প্রাঃ)।[১২]
আরব আমিরাত	(১৪১) দুবাই ইসলামিক ব্যাংক (১৪২) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং অব দি গালফ (সারজাহ) (২২১) ইসলামিক আরব ইন্সুরেন্স কোম্পানি।

খ. আফ্রিকা মহাদেশ

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
আলজেরিয়া	(১) ব্যাংক আল বারাকা ডি আলজেরিয়া।
গিনি	(২) মাসরাফ ফয়সাল আল-ইসলামি (৩) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (৪) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অভ গিনি।
জিবুতি	(৫) ব্যাংক আল বারাকা।
তিউনিশিয়া	(৬) আল সৌদি আল তিউনিসি ফাইন্যান্সিং হাউজ (৭) বাইত ইত্তোমুইন সৌদি তিউনিশ।
দক্ষিণ আফ্রিকা	(৮) ফার্স্ট মুসলিম ইন্টারেস্ট-ফ্রি বিজনেস ইন্সটিটিউশন (৯) ইসলামিক ব্যাংক, ডারবান।
নাইজার	(১০) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব নাইজার (১১) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (১২) মাশরিক ফয়সাল ইসলামিক।
নাইজেরিয়া	(১৩) জায়েজ ব্যাংক পিএলসি।

১১. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 48

১২. Ibid, p. 48

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
মরক্কো	(১৪) ব্যাংক আল আজিদাহ।
মিশর	(১৫) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট (১৬) ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (১৭) নাসের সোস্যাল ব্যাংক, মিশর (১৮) ইজিপ্সিয়ান সৌদি ফাইন্যান্স ব্যাংক (১৯) ব্যাংক মিশর-ইসলামিক ব্রাঞ্চেস (২০) আরব ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, কায়রো (২১) জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট কোং, কায়রো (২২) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোং, কায়রো।
মৌরিতানিয়া	(২৩) আল বারাকা ইসলামিক ব্যাংক।
সেনেগাল	(২৪) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক (২৫) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (২৬) মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামি।
সুদান	(২৭) এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব সুদান (২৮) আল সাফা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ক্রেডিট ব্যাংক (২৯) আল বারাকা ব্যাংক (৩০) আল শামিল ইসলামিক ব্যাংক (৩১) ব্রুনাইল ব্যাংক লিঃ (৩২) সিটি ব্যাংক এন.এ (৩৩) কো-অপারেটিভ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (৩৪) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান (৩৫) ফার্মস ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট (৩৬) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোং (৩৭) ন্যাশনাল ব্যাংক অব সুদান (৩৮) ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (৩৯) সৌদি সুদানিজ ব্যাংক (৪০) সুদান কমার্শিয়াল ব্যাংক (৪১) সুদানিজ ফ্রান্স ব্যাংক (৪২) তাদামুন ইসলামিক ব্যাংক (৪৩) ওয়ার্কাস ন্যাশনাল (৪৪) ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্টার্ন সুদান (৪৫) ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ (৪৬) তাদামুন ইসলামিক কোম্পানি ফর ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট (৪৭) ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (৪৮) তাদামুন ইসলামিক কোম্পানি ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট লিঃ।[১৩]

গ. আমেরিকা মহাদেশ

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
আর্জেন্টিনা	(১) ইসলামিক প্যান-আমেরিকান ব্যাংক।
বাহামাস	(২) দার আল-মাল আল-ইসলামি ট্রাস্ট (৩) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ (৪) আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামিক ব্যাংক (৫) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহামাস লিঃ (৬) মাসরাফ ফয়সাল আল ইসলামি (ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট) বাহামাস লিঃ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	(৭) ডিএমআই ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস (৮) আর বারাকা ব্যাংকরপ, টেক্সাস (৯) আর বারাকা ব্যাংকরপ, ক্যালিফোর্নিয়া (১০) মুসলিম সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট (এমএসআই)।[১৪]

ঘ. ইউরোপ মহাদেশ

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
জার্মানি	(১) আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, ফ্রাঙ্কফুর্ট।
ডেনমার্ক	(২) ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল (৩) ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক।
তুরস্ক	(৪) আল বারাকা তার্কিস ফাইন্যান্স হাউজ (৫) ফয়সাল ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন (৬) কুয়েত তার্কিস আওকাফ ফাইন্যান্স হাউজ (৭) ফয়সাল ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেটিং

১৩. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 49

১৪. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, pp. 47-53

দেশের নাম	ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
	কোং (৮) ফয়সাল রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন এন্ড ট্রেডিং কোং।
যুক্তরাজ্য	(৯) আল রাজি কোম্পানি ফর ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট (১০) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি অব ইউ কে (১১) ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ পি এল সি (ইংল্যান্ড) (১২) আল বারাকা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ (১৩) ফার্স্ট ইন্টারেস্ট ফ্রি ফাইন্যান্স কনসোর্টিয়াম (১৪) মাসরাফ ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক (১৫) আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (১৬) উম্মাহ ফাইন্যান্স হাউজ (১৭) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ইউনিট (১৮) ইউনাইটেড ব্যাংক অব কুয়েত পিএলসি, লন্ডন (১৯) দাল্লাহ আল-বারাকা (ইউকে) লিঃ।
লিচেন্সটাইন	(২০) আরিনকো আরব ইনভেস্টমেন্ট কোং (২১) আইবিএস ফাইন্যান্স এসএ।
লুক্সেমবার্গ	(২২) ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং (২৩) ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানি (২৪) ফয়সাল হোল্ডিং এস এ (২৫) ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ ইউনিভার্সাল হোল্ডিং।[১৫]
সাইপ্রাস	(২৬) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সাইপ্রাস (২৭) কিবরিজ ইসলামিক ব্যাংক, কিফকোসা, নিকোশিয়া, তুর্কি সাইপ্রাস (২৮) ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিজ লিঃ তুর্কী, সাইপ্রাস।
সুইজারল্যান্ড	(২৯) দার আল-মার আল-ইসলামি (ডিএমআই) (৩০) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ (৩১) শরিয়া ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এসএ (৩২) ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট পুল (ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড) (৩৩) তাকওয়া ব্যাংক (৩৪) সারজাহ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস এসএ (৩৫) খিরো ক্রেডিট ব্যাংক সুইজারল্যান্ড লিঃ।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক : বাংলাদেশের মানুষ বরাবরই ধর্মপ্রাণ। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক সভ্যতার অংশ। আলিম সমাজের বহুমুখী প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের সভা-সেমিনার থেকে এ দেশের মানুষেরা সুদের ক্ষতি ও গুনাহ সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। সুতরাং এ দেশের মানুষেরা সুদ বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক ধারণা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ক্ষোভের রূপ নেয় এবং ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার জন্য সুপ্ত আকাঙ্খা তাদের মধ্যে ক্রমেই জাগ্রত হতে থাকে। মসজিদের ইমামগণের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। তারা দারস ও খুৎবায় সুদের ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছেন। ফলে সুদকে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে ঘৃণা করতে শিখেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই উপনিবেশ শাসনমুক্ত মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি ও স্বার্থ সংরক্ষণ বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন সাউদি বাদশাহ ফয়সল ইব্ন আব্দুল আযীযসহ মুসলিম বিশ্বের কল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'ওআইসি'। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল 'Organization of Islamic Conference বা ইসলামি সম্মেলন সংস্থা', পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে পরিবর্তিত হয়ে 'Organization of Islamic Countries' এবং সর্বশেষ ২০১১ সালের ২৮ জুন তারিখে নাম পরিবর্তন করে 'Organization of Islamic Cooperation' বা ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা রাখা হয়। চার্টারের এ সংশোধন এটাকে অর্থবহ

১৫. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, Ibid, p. 49

বিশ্বসংস্থার পর্যায়ে উন্নীত করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মুসলিম বিশ্বের সুদৃঢ় ঐক্যের পাশাপাশি অর্থনীতিসহ কীভাবে সার্বিক কল্যাণ সাধন করা যায় তা নিয়ে নবগঠিত সংস্থা বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর জিদ্দায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank-IDB)। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও জনগণ উপলব্ধি করেন যে, সুদের আগ্রাসন থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ সময় সাউদি আরব, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও তুরস্কসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে।[১৬]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবে এ সংবাদে দেশের ধর্মপ্রাণ সহজ-সরল জনগণের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সুদের চাপে দিশেহারা মানুষ সুপথ পাওয়ার আশাবাদী প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। প্রস্তুত হয় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ প্রেক্ষাপট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার প্রধান এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৮ সালের ২৪-২৮ এপ্রিলে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত নবম ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকব্যবস্থাকে সুদের কবল থেকে রক্ষা করতে পর্যায়ক্রমে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা দেশে ফিরেন।[১৭]

বাংলাদেশের মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার যে সুফল ভোগ করছে তার মূল কৃতিত্বের দাবীদার এই গবেষণা সংস্থাটি। এ জন্য 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো' কে ইসলামি ব্যাংকিং আন্দোলনের 'মাদার অরগানাইজেশন' (Mother Organization) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালের ৩-৫ জুলাই আইইআরবি'র উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (TSC) তে এবং বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি সেন্টার অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতির উপরে তিনদিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উপর পরবর্তী বছর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সেনেগালের রাজধানী ডাকার সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপক সাড়া জেগে উঠে। ওআইসি এবং তৎপরবর্তী আইডিবি প্রতিষ্ঠার আলোকময় প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাওয়ার আশাবাদে উদ্দিপ্ত হয়ে উঠে। বাংলাদেশ সরকার ডাকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা শুরু করে।[১৮] এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন সুযোগ্য রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মহসিন ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে পররাষ্ট্র সচিবের কাছে একটি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের সাথে দুবাই ইসলামি ব্যাংকের একটি সেমিনারের প্রতিবেদনও তিনি সংযুক্ত করে পাঠান, যাতে ইসলামি ব্যাংকের একটি কার্যকরী মডেল ছিল। মোহাম্মদ মহসিন-এর উক্ত অনুরোধের পিছনে আইডিবি, আন্তর্জাতিক কয়েকটি

---

১৬. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং ঃ কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

১৭. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : প্রকাশিকা, হেলেনা পারভীন, জানুয়ারি ২০০৪), পৃ. ৫৫-৫৬

১৮. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮), ১৬০

ইসলামি ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির প্রচেষ্টাও জড়িত ছিল। এর পরপরই ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং উইং বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে চায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। প্রমাণ পাওয়া যায়, বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাবটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নেয় এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সদিচ্ছার পরিচয় দেয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গবেষণা পরিচালক জনাব এ এস এম ফখরুল আহসানকে বিভিন্ন দেশের ইসলামি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকের বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।[১৯] জনাব ফখরুল আহসান এতদুদ্দেশ্যে মিশর, দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি মিশরে ড. আহমাদ আল-নাজ্জার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সেভিংস ব্যাংক' বা 'মিটগামার ব্যাংক' পরিদর্শন করেন। এ ব্যাংক আধুনিক বিশ্বের ইসলামি শারি'আহভিত্তিক সর্বপ্রথম ইসলামি ব্যাংক হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। জনাব ফখরুল আহসান এ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার নেপথ্য শক্তি, কৌশল ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ক দিক-নির্দেশনাসমূহ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্ববাসীর অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং সাধারণ মানুষ একে একটি আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করছে। তিনি তার ভ্রমণে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা কৌশল, সমস্যাসমূহ, বিনিয়োগ নীতিমালা, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকের ভূমিকাসহ বহুবিধ বিষয়ে সরেজমিন ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ পরবর্তীতে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জনাব ফখরুল আহসান মিশরের নাসের সোস্যাল ব্যাংক, ফয়সল ইসলামি ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামি ব্যাংকস্-এর কায়রো কার্যালয়, দুবাই ইসলামি ব্যাংক, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, আল-রাজি ব্যাংকিং কর্পোরেশনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ শেষে দেশে ফিরেই ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার সম্ভাব্যতার উপর লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে তাঁর ভ্রমণকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের পরিবেশ, প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাথমিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিরাজিত পরিবেশ ও জনগণের আশা-আকঙ্খার একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।[২০] এর পরপরই ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন পিজি হাসপাতাল) মিলনায়তনে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সউদি আরবের মক্কা মুকাররমা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ইসলামি ব্যাংকিং-এর মত একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সে ব্যাংক যাতে সুষ্ঠুভাবে

---

১৯. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই ১৯৮৯), ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৬৪

২০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় সং., জুলাই ২০১০), পৃ. ৭৬

স্বতন্ত্র মর্যাদায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে সে জন্য আলাদা আইন তৈরি করতে মুসলিম দেশসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি সুপারিশ করেন, তার ভাষায়, 'The Islamic Countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce.'[২১]

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত ওআইসি দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ঐ বছর এপ্রিল মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এ পত্রে পাকিস্তানের মত বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সকল শাখায় পরীক্ষমূলকভাবে পৃথক ইসলামি ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করে পৃথক লেজার সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়া হয় এবং এর অব্যবহিত পরেই ব্যাপক ও কার্যকর প্রস্তুতি শুরু হয়। উদ্যোক্তাগণ ইসলামি ব্যাংকিং পরচিালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির ব্যাপারে মনোযোগ দেন। কারণ, আদর্শভিত্তিক ব্যাংকের জন্য আদর্শ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, নীতির প্রশ্নে অটল এবং ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ এ দু'টি গুণের সমন্বয় থাকা জনশক্তি দিয়েই ইসলামি ব্যাংককে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।[২২]

১৯৮১ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্য ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোট ৫টি বড় ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। প্রচলিত সুদি ব্যাংকের ভিড়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের একটি ব্যাংক কীভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে, কিভাবে অন্যের চেয়ে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে, কীভাবে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সুফল গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিবে– এ সব বিষয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া হয়। একই সাথে ইসলামি ব্যাংকের চলার পথের সম্ভাব্য সমস্যা এবং তা প্রতিরোধে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়। চিন্তাবিদগণ এ ক্ষেত্রে ইমাম গাযালির দর্শন অনুসরণ করেন। ইমাম গাযালি মহানবী সা.-এর অতি পরিচিত হাদিস 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক' উল্লেখ করে এ বাধ্যতামূলক জ্ঞানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ের জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি ইবাদাতমূলক মর্যাদা আছে বিধায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এত উৎসাহ দেয়া হয়। অতএব উহা অর্জনও অত্যাবশ্যকীয়। 'জেনে রেখো, এ ঘরের (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের) জ্ঞান অর্জন প্রতিটি উপার্জনশীল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।[২৩]

১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের

---

২১. মুসলিম দেশসমূহের উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যাণ-ধারণার আলোকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যাবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ*, পৃ. ২৫; মোঃ মোখলেছুর রহমান, *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড ২০০৫ স্মরণিকা, ২১ জানুয়ারি ২০০৮), পৃ. ১৯

২২. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৩. ড. আবুল হাসান এম সাদেক, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা : ইমাম গাযালীর বিশ্লেষণ' *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আইবিবিএল, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০৪), পৃ. ৪৩

তৎকালীন অধ্যক্ষ এম আযীযুল হক এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া ১৯৮১ সালের ১৮-১৯ মার্চ বিআইবিএম-এর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর দু'দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিপুল সংখ্যক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার এতে অংশ নেন। আবার একই সালের এপ্রিল মাসে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা ট্রাস্টের উদ্যোগে চট্টগ্রামে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর আরেকটি সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজক ছিলেন বায়তুশ শরফ-এর পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার রহ.।[২৪] ১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে বিআইবিএম-এর উদ্যোগে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।[২৫]

১৯৮১ হতে ১৯৮২ সালের মধ্যে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে মোট ৩১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দেশের খ্যাতিমান ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, উলামায়ে কিরামগণ ও ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন উক্ত কোর্সসমূহের প্রশিক্ষক। সর্বশেষ কোর্সটি পরিচালিত হয় ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। দীর্ঘ ১০ মাস ব্যাপী এই কোর্সে মোট ২১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো', 'ইসলামী ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন', বি.আই.বি.এম এবং 'ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামি ব্যাংকিং' প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

১৯৮২ সালে আইডিবি'র উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌথ উদ্যোগের সম্ভাব্যতা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ঢাকা সফর করেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকে আইডিবির উদ্যোক্তা হিসেবে মূলধন বিনিয়োগের অনুকূল সুপারিশ করা। প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে এ কথা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, 'ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো (IERB)' এবং 'বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (BIBA) বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম করছে। তারা বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ ও ব্যাপক জনমত তৈরি করছে। প্রতিনিধি দল সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণ করে এবং তা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন তথা সাফল্যের সাথে তাদের মিশন শেষ করে জিদ্দায় ফিরে যায়। এরই সাথে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মরহুম আলহাজ্জ আব্দুর রাজ্জাক লস্করকে[২৬] চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন সউদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতিব (মরহুম), ইবন সিনার ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক আবু নাছের মোঃ আব্দুজ্জাহের, রাবেতার পরিচালক মীর কাশেম আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মফিজুর রহমান, যশোরের বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ মোহাম্মদ হোসাইন, সিপিআই জনাব মুহাম্মদ ইউনুস (মরহুম), প্রখ্যাত সউদি শিল্পপতি শেখ আহমদ সালেহ যামযুম, বায়তুশ শরফের পীর শাইখ আব্দুল জব্বার (মরহুম), ইঞ্জিনিয়ার মুস্তফা আনোয়ার, বিশিষ্ট শিল্পপতি এম.এ. রশীদ চৌধুরী, এ.কে. ফজলুল হক, মুহাম্মদ মালেক মিনার, ব্যারিস্টার তমিজুল হক, আলহাজ্জ মুহাম্মদ বশীর উদ্দীন,

---

২৪. এম কামালউদ্দীন চৌধুরী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে ২৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*(ঢাকা : সেমিনার পেপার, ২২ অক্টোবর ২০১১), পৃ. ৮-৯

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৬. ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

মরহুম মোহাম্মদ সফিউদ্দীন দেওয়ান, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোহাম্মাদ নূরুজ্জামান, আলহাজ্জ আবুল কাশেম, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউদ খান, শাহ্ আব্দুল হান্নান, মরহুম নাসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন[২৭] নিয়ে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৮]

এ ছাড়াও দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে আরো ছিলেন, মুহাম্মদ হোসেন, এম আযীযুল হক, জনাব সিরাজ-উদ্-দৌলাহ, জাকিউদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো, জর্দান ইসলামি ব্যাংক, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), আল রাজি কোম্পানি, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ (কেএসসি), মিনিস্ট্রি অব আওক্বাফ ইসলামিক এফেয়ার্স কুয়েত (বর্তমানে এর নাম কুয়েত আওক্বাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন), দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন কাতার, ইবনে সিনা ট্রাস্ট, দি পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি কুয়েত এবং মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস কুয়েত (বর্তমানে এর নাম দি পাবলিক অথরিটি ফর মাইনরস এফেয়ার্স, কুয়েত)।[২৯]

অতঃপর দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে প্রতিকূল পরিবেশ, বিরূপ প্রশাসনিক ও বৈরি আইন কাঠামোর মধ্যে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক বাস্তবে রূপ লাভ করে। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের পথ পাড়ি দিয়ে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ কোম্পানি আইনের আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড', দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক।[৩০] বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইসলামি শারি'আহভিত্তিক এ ব্যাংকটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯ জন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা এবং সউদি আরবের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম শরি'আহ্ভিত্তিক সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন (বর্তমানে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন) অনুযায়ী একটি সীমিত দায়ের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিরূপে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধিত হয়। ব্যাংকটি একই বছরের ৩০ মার্চ প্রথম শাখা হিসেবে ঢাকার ৭৫, মতিঝিলস্থ লোকাল অফিস উদ্বোধনের মাধ্যমে যুগপৎ যাত্রা শুরু করে।[৩১] ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। তত্ত্বগত ধারণার পরিধি পেরিয়ে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

---

২৭. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যাত্রা শুরুর প্রাথমিক অনুমোদিত মূলধন ছিল ৫০ কোটি, তার মধ্যে পরিশোধিত মূলধন ছিল ৮ কোটি টাকা। দ্র. *বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৫*, আইবিবিএল, পৃ. ১৩

২৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০*, আইবিবিএল, পৃ. ২২

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩০. ১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা' নামে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ হয় এবং এই নামেই তখন পর্যন্ত ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও প্রচার পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়। আলহাজ্জ মফিজুর রহমান ২৯ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের একটি চমৎকার মনোগ্রাম তৈরি করে দেন দেশের খ্যাতিমান শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার জনাব সবিহউল আলম। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৩১. ব্যাংকের প্রথম শাখা ৩০ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে খোলা হলেও একই বছরের ১২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এস.এম. শফিউল আজম। ৩০ মার্চ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী দিনে ৪৮টি হিসাব খোলা হয় এবং তাতে জমার পরিমাণ ছিল ৩৫ লাখ টাকা। ব্যাংকের প্রথম হিসাবটি খোলা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নামে। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এএফএম ইয়াহিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে ২৫ লাখ টাকা জমা দিয়ে

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক-এর বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি পরিপূর্ণ ইসলামি ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিচে ব্যাংকগুলোর নাম প্রতিষ্ঠার সালসহ উল্লেখ করা হলো–

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরের সাল
১.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩০ মার্চ ১৯৮৩
২.	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০০৮ (২০ মে ১৯৮৭ সালে আল-বারাকা ব্যাংক নামে এবং ২০০২ সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক নামে নিবন্ধিত)
৩.	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
৪.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২ নভেম্বর ১৯৯৫ (পূর্ব নাম সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড)
৫.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০ মে ২০০১
৬.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৯ আগস্ট ১৯৯৯ (ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর ২০০৯ সালে)
৭.	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর জুলাই ২০০৪ সালে
৮.	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩

প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডো

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	ইসলামি ব্যাংকিং-এ রূপান্তরের সাল	ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/ উইন্ডোর সংখ্যা
১.	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	৫
২.	সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	৫
৩.	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	২
৪.	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	১
৫.	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	২
৬.	এবি ব্যাংক লিমিটেড	২০০৪	১
৭.	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২০০৪	২
৮.	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২০০৮	৪
৯.	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৮	৫
১০.	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	২০০৯	১
১১.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০	৫
১২.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০	৫
১৩.	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০	১
১৪.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	২০১০	৬

বাংলাদেশে ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবিক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে প্রথম হিসাবটি খোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

বৈদেশিক ব্যাংকগুলোতে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডো

ক্রম.	ব্যাংকের নাম	ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরের সাল	ইসলামি ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা
১.	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	১৯৯৭ (প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন, পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করা হয় শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন করে এবং বর্তমান নাম ব্যাংক আল-ফালাহ)	২
২.	স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক	২০০৪ (সাদিক)	১
৩.	এইচএসবিসি ব্যাংক লিমিটেড	২০০৪ (আমানাহ) বর্তমানে বন্ধ	১
৪.	ব্যাংক আল-আরাফাহ	২০০৫	১

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামি শারি'আহ ভিত্তিক ব্যাংক। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ কোম্পানি আইনের আওতায় ব্যাংকটি নিবন্ধিত হয় এবং ৩০ মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং একই বছরের ১২ আগস্ট প্রধান শাখা ৭৫, মতিঝিলস্থ লোকাল অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এরই সাথে ৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের এই বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর ব্যাংকটি অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংক, যার বর্তমান ৪৬.৭২ শতাংশ অংশিদারিত্ব বিদেশি এবং ৫৩.২৮ শতাংশ অংশিদারিত্ব দেশি। বর্তমানে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০৯৯.৯১ মিলিয়ন টাকা।[৩২]

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবসা প্রসারে শাখা সম্প্রসারণ ব্যাংকের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ সারা দেশে ব্যাংকটির মোট শাখা ৩৩২টি, যার মধ্যে ৩০টি এসএমই/কৃষি শাখা এবং ৫৮টি এডি শাখা রয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় এবং দেশের কৃষিখাতকে আরো উৎপাদনমুখী করতে এ ব্যাংক এসএমই/কৃষি সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে। একটি পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ করে। নির্বাহী কমিটির (Executive Committee-EC) মাধ্যমে এ দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটি (Management Committee-MANCOM) ব্যাংকের কাজকর্ম দেখাশুনা করে। বর্তমানে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ১৩,৬৫৮ জন।[৩৩]

ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ডে ইসলামি শারি'আহ্ বাস্তবায়নের বিষয়টি তদারকির জন্য দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম, স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ আইনবিদ ও ব্যাংকারগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ শারি'আহ্ সুপারভাইজারি কমিটি (Shari'ah Supervisory Committee) ছাড়াও নিয়োগকৃত অভিজ্ঞ মুরাকিবগণ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ইসলামি শারি'আহ পরিপালনের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক পরামর্শ

৩২. কর্পোরেট ইনফরমেশন, ডায়েরী ২০১৮, আইবিবিএল, পৃ. ৫

৩৩. প্রাগুক্ত।

প্রদান, পর্যবেক্ষণ ও শাখাসমূহ পরিদর্শন করে থাকেন যা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অবস্থান আরো সুদৃঢ় করেছে। শারি'আহ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী (Islami Bank Training and Research Academy-IBTRA) নামে ব্যাংকের একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি রয়েছে। এ একাডেমি প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অব্যাহত তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানি লিমিটেডের তালিকাভূক্ত। ব্যাংকটিকে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর পথিকৃত হিসেবে সর্বমহলে গণ্য করা হয়।[৩৪]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় এ দেশের ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। ব্যাংকিং মাধ্যমে আসা বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক রেমিট্যান্সের ২৬ শতাংশ আসে এককভাবে এ ব্যাংকের মাধ্যমে।[৩৫] উল্লেখ্য যে, প্রবাসী গ্রাহকগণকে উৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ১৬ জন প্রতিনিধি ৫টি দেশে কাজ করছেন। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি যুগান্তকারী রেমিট্যান্স কার্ড চালু করেছে যা প্রবাসী গ্রাহকগণের উৎকৃষ্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।[৩৬]

ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে AA+ (উচ্চ নিরাপত্তা) এবং স্বল্প মেয়াদে ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালের জন্য ST-1 (সর্বোচ্চ গ্রেড) প্রদান করে।[৩৭]

এছাড়া ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি যেসব পুরস্কার ও অবস্থান লাভ করেছে তাহলো :

(১) দি ব্যাংকার এ্যাওয়ার্ড ২০১৬, (২) রেমিটেন্স গোল্ড এ্যাওয়ার্ড ২০১৬, (৩) সরদার প্যাটেল এ্যাওয়ার্ড ২০১৬, (৪) বাংলাদেশ উইমেন পুলিশ এ্যাওয়ার্ড ২০১৬, (৫) এনট্রেপ্রেনিয়র এ্যাওয়ার্ড ২০১৫, (৬) সাফা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৫, (৭) বিসিআই রানার-আপ এ্যাওয়ার্ড ২০১৫, (৮) আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট এ্যাওয়ার্ড ২০১৫, (৯) ইসলামিক রিটেল ব্যাংকিং এ্যাওয়ার্ড ২০১৫, (১০) এনআরবি রিকগনাইশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৫, (১১) বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ এ্যাওয়ার্ড ২০১৪-২০১৫ ও (১২) স্মল এনট্রেপ্রেনিয়র এ্যাওয়ার্ড ২০১৪।[৩৮]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সরাসরি মূল ধারায় বা এর সহযোগী সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। দাতব্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, হাসপাতাল ও কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল কলেজ নার্সিং ইনস্টিটিউট,

---

৩৪. কর্পোরেট ইনফরমেশন, ডায়েরী ২০১৮, প্রাগুক্ত।
৩৫. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, আইবিবিএল, পৃ. ১৬৭
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৩৭. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১
৩৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্কুল এন্ড কলেজ, মহিলা মাদরাসা, দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বৃত্তি কার্যক্রম, কম খরচে চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি বহুজাতিক ব্যাংক। ইসলামি শারি'আহ্ মুতাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এদেশের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কতিপয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশে সউদি আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ওআইসির সাবেক সহকারী মহাসচিব মরহুম শেখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতিব। সউদি আরবের প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ যামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের চেয়ারম্যান শেখ আহমদ রাজি আল ইয়াসিন, রিয়াদের আলরাজি কোম্পানীর শেখ সোলাইমান আল-রাজির মত আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন মুসলিম মণীষীবৃন্দ। এছাড়া মুসলিম দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান আইডিবি, দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের পাবলিক ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল সিকিউরিটি, কাতারের ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল লুক্সেমবার্গ, জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, কুয়েতের ডিপার্টমেন্ট অব মাইনরস অ্যাফেয়ারস, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ এন্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ারস, বাংলাদেশের ইসলামি অর্থনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইকোনমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো প্রভৃতি ইসলামি ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদার হয়। আইবিবিএল প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এদেশের মানুষের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ও আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হয়েছে।

এক নজরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

(৩১ অক্টোবর, ২০১৭ অনুযায়ী)[৩৯]

প্রতিষ্ঠাকাল	:	১৩ মার্চ, ১৯৮৩
বিজনেস কমেন্সমেন্ট সার্টিফিকেট অর্জন	:	২৭ মার্চ, ১৯৮৩
প্রথম শাখা উদ্বোধন (লোকাল অফিস, ঢাকা, তৎকালীন প্রধান শাখা, ঢাকা)	:	৩০ মার্চ, ১৯৮৩
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	:	১২ আগস্ট, ১৯৮৩
শারী'আহ্ সুপারভাইজারি কমিটি গঠন	:	০১ মে ১৯৮৩
সিএসআর/প্রাথমিক কার্যাবলি শুরু	:	১৯৮৩
আইপিও	:	১৯৮৫
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-এর সদস্য লাভ[৪০]	:	২ জুলাই, ১৯৮৫
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-এর সদস্য লাভ	:	৭ মার্চ, ১৯৯৬
আইবিবিএল নিজস্ব প্রধান কার্যালয়ে	:	১০ মার্চ, ২০০০
প্রথম রাইট শেয়ার ইস্যু	:	১৯৮৯
দ্বিতীয় রাইট শেয়ার ইস্যু	:	১৯৯৬

৩৯. কর্পোরেট ইনফরমেশন, ডায়েরী ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৯

৪০. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

তৃতীয় রাইট শেয়ার ইস্যু	:	২০০০
চতুর্থ রাইট শেয়ার ইস্যু	:	২০০৩
জোন সংখ্যা	:	১৮
শাখা সংখ্যা	:	৩৩২
কর্পোরেট শাখা সংখ্যা	:	৮
বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা সংখ্যা	:	৫৮
অফসর ব্যাংকিং ইউনিট	:	৩
এসএমই/কৃষি শাখা সংখ্যা	:	৩০
১০০তম শাখা উদ্বোধন	:	১২ জুন, ১৯৯৭
২০০তম শাখা উদ্বোধন	:	২১ জুন, ২০০৯
২৫০তম শাখা উদ্বোধন	:	১৫ ডিসেম্বর, ২০১০
৩০০তম শাখা উদ্বোধন	:	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫
৩৩২তম শাখা উদ্বোধন	:	২০১৭
নিজস্ব এটিএম বুথ	:	৫৪৯
শেয়ার এটিএম বুথ	:	৭,০০০
সার্ভিস সেন্টার (সেবাঘর)	:	৪৬
আইডিএম	:	১২২
অনুমোদিত মূলধন	:	২০,০০০ মিলিয়ন টাকা
পরিশোধিত মূলধন	:	১৬,০৯৯.৯১ মিলিয়ন টাকা
মূলধনে অংশিদারিত্ব	:	(ক) বাংলাদেশি : ৫৩.২৮ শতাংশ (খ) বিদেশি : ৪৬.৭২ শতাংশ
ইক্যুইটি	:	৫০১১০ মিলিয়ন টাকা (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)
শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা	:	৪৩,৮৭২
জনশক্তির সংখ্যা	:	১৩,৬৫৮
মোট গ্রাহক সংখ্যা	:	১০ মিলিয়নের উর্ধ্বে
মোট সঞ্চয়	:	৭২০,০৬১.০০ মিলিয়ন টাকা
মোট বিনিয়োগ (শেয়ারে বিনিয়োগসহ)	:	৬৮৭,৩৫২.০০ মিলিয়ন টাকা
বৈদেশিক বাণিজ্য[৪১]	:	৮৬৩,৫৮১.০০ মিলিয়ন টাকা
আমদানি[৪২]	:	৩৩৯,৯৫৪ মিলিয়ন টাকা
রপ্তানি	:	২৪৩,৬৪৭ মিলিয়ন টাকা
রেমিট্যান্স	:	২৭৯,৯৮০.০০ মিলিয়ন টাকা
সর্বশেষ বছরের পরিচালন মুনাফা	:	১৪,৫২৫ মিলিয়ন টাকা (৩১ ডিসেম্বর ২০১৬)

৪১. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

সিডিবিএল-এর সাথে চুক্তি	:	২৯ ডিসেম্বর, ২০০৪
নিজস্ব পরিমণ্ডলে কোর ব্যাংকিং সফটওয়ার	:	২০০৫
আইবিবিএল এমপিবি ইস্যু	:	২৫ নভেম্বর, ২০০৭
ব্রোকার হাউজ উদ্বোধন	:	১ জানুয়ারি, ২০০৮
ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ	:	২২ মার্চ, ২০১০
ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	:	১ এপ্রিল, ২০১০
রেমিটেন্সে প্রথম স্থান অর্জন[৪৩]	:	২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩
১০০% অনলাইন ব্যাংকিং চালু	:	৭ জানুয়ারি, ২০১১
আই-ব্যাংকিং উদ্বোধন	:	১৬ ডিসেম্বর, ২০১১
আইবিবিএল এম-ক্যাশ সার্ভিস চালু	:	২৭ ডিসেম্বর, ২০১২
অভ্যন্তরীণ কোর ব্যাংকিং সফটওয়ার তৈরি	:	০২ এপ্রিল ২০০৫
শরীয়াহ ভিত্তিক ক্রেডিট কার্ড– ইসলামী ব্যাংক খিদমাহ কার্ড প্রবর্তন	:	২৭ মে ২০১৪
বিশ্বব্যাপী ৪,০০০ ভিসা লোগো এটিএম কার্ড	:	৩০ জুন ২০১৪
আইবিবিএল ট্রাভেল কার্ড প্রবর্তন	:	১৬ অক্টোবর ২০১৪
কল সেন্টার চালু	:	২৭ ডিসেম্বর, ২০১২
ওয়েবসাইট	:	www.islamibankbd.com
বিশ্বের শীর্ষ ১০০০ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত	:	৩১ ডিসেম্বর ২০১২

মূলত প্রচলিত ব্যাংকিং ধারায় ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনা করা একটা দূরহ বিষয়। আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন কেন্দ্রীয় ইসলামি ব্যাংকগুলোকে তত্ত্বাবধানের জন্য কোন প্রমিত মান ঠিক করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এখনো ইসলামি ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকের মত একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা অত্যন্ত জটিল বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

৪৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুসলিমগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে যা তাদের অন্যতম ইমানি অধিকার। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার কল্যাণের অঙ্গীকার বহনকারী ইসলামি ব্যাংক সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যা থেকে বিচ্যুত হওয়া এর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ হলো[৪৪] :

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ইসলামি শারি'আহর নীতিমালা মুতাবিক এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে সুদ বর্জন করা।
৩. ব্যাংকিং কার্যক্রম জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা।
৪. বিনিয়োগ কার্যক্রম সমাজের সাধারণ চাহিদার ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।
৫. বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামি নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা।
৬. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
৭. স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৯. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
১০. ইসলামি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
১১. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে অংশিদারিত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা।

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা : সমাজ ও অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে ঘৃণিত ও ক্ষতিকর উপাদান হলো সুদ। সুদ বহুমুখী সামাজিক ক্ষতির জন্য দায়ি এবং মানবতার অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধ্বংসী নিন্দনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিশ্বব্যাপী সুদের আগ্রাসী ভূমিকা মুসলিমগণের কেবল অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা নয়; তাদের ইমান ও তাকওয়ার জন্যও এটা মারাত্মক হুমকি। সুদের ব্যাপারে হাদিসে বলা হয়েছে–

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, সুদের মধ্যে সত্তর প্রকার পাপ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন পাপ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।'[৪৫]

সুদের বিষয়ে হাদিসে আরো বর্ণনা এসেছে–

> 'হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলূল্লাহ সা. সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদি লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, পাপের দিক থেকে তারা সকলেই সমান অপরাধী।'[৪৬]

---

৪৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় সং., জুলাই ২০১০), পৃ. ৮৩

৪৫. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا أدناها كالذي يقع على أمه. দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ, *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, খ. ৭, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ২২৬৫

এতদ্‌প্রেক্ষিতে ইসলামি ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যই হলো সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে সুদকে বর্জন করার মাধ্যমে ইসলামি শারি'আহ অনুমোদিত ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলা ইসলামি ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা : এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো হুকুম চলতে পারে না। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

> 'তিনি (ইয়াকুব) বললেন, হে আমার বৎসগণ! তোমরা সকলে একই প্রবেশদ্বার দিয়ে গমন কর না; পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্‌র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।'[৪৭]

আল-কুরআনে এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে–

> 'আপনি বলে দিন, আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবি করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।'[৪৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

'অতঃপর সকলকে সত্যিকার প্রভূ আল্লাহর কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।'[৪৯]

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন–

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সে আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমুন্নত হন, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, এমনভাবে যে রাত্রি ও দিবস একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বড়িত গতিতে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সবই তাঁর হুকুমের অনুগত, জেনে রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ হলেন বরকতময়।'[৫০]

বস্তুত আল্লাহতা'আলা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও একচ্ছত্র অধিকর্তা। জীবনের সকল ক্ষেত্রের সার্বিক রীতিনীতি তিনি মানুষকে জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কীভাবে মানুষ চলবে, কোন সমস্যা উপস্থিত হলে কীভাবে তার সমাধান করবে এ সবের বিস্তারিত নিয়মকানুন আল্লাহতা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সংকট, ভারসাম্যহীনতা এগুলোর জন্য মূলত আল্লাহ্‌র

---

৪৬. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. দ্র. আবু দাউদ, *সুনানু আবু দাউদ*, খ. ৩, পৃ. ২৪৪, হাদীস নং ৩৩৩৩; আবু ঈসা মুহাম্মাদ, *জামে আত-তিরমিযী*, খ. ৩, পৃ. ৫১২, হাদীস নং ১২০৬; মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াজিদ, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, খ. ২, পৃ. ৭৬৪, হাদীস নং ২২৭৭; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ লি মুসলিম*(দিল্লী, মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৫৭ হি./১৯৩৮ খ্রি.) খ. ২, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযার'আত, বাবুর রিবা, পৃ. ২৭

৪৭. وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۭ وَمَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ১২ : ৬৭

৪৮. قُلْ إِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ۭ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ۭ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ۭ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ৬ : ৫৭

৪৯. ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ ۭ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ৬ : ৬২

৫০. إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۣ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهٖ ۭ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۭ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. দ্র. আল-কুরআন, ৭ : ৫৪

বিধানের অনুপস্থিতিই দায়ি। ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহতা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠা করা।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারা প্রবর্তন করা : ব্যাংকব্যবস্থা যেন মানুষের কল্যাণের পক্ষে সহায়ক হয় ইসলামি ব্যাংক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। অর্থনৈতিক অবস্থার ঘুরপাকে মানুষকে যেন অসহায়ভাবে ঘুরতে না হয় তেমন এক স্বচ্ছনীতির প্রয়োজনীয়তা ইসলামি ব্যাংক সব সময় অনুভব করে। আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম করা ব্যাংকিং-এর জন্য নীতিগতভাবে জরুরি। মানুষ যেন ইসলামি ব্যাংককে তাদের আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পায় ইসলামি ব্যাংক সে লক্ষ্যে কাজ করে। মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করেই এ ব্যাংক তার সমুদয় কার্যক্রম প্রস্তুত করে।[৫১]

আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা : আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন মানুষের সংকটকে আরো ঘনীভূত করে। আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এবং মানুষ নিজের জন্য কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে– 'যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্টিবলয়ে।'[৫২]

বস্তুত মানুষ কেবল আল্লাহ্প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করে। কিন্তু মানুষের চেষ্টা ও প্রয়াস, তার মেধা ও শক্তির সীমাবদ্ধতার গন্ডিতে বাধা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষের আকাঙ্খা বা লোভ তার চেষ্টার চেয়ে বেশি। ঠিক এখান থেকেই অপ্রাচুর্য ও হতাশা সমস্যার উদ্ভব। এরপর মানুষের চেষ্টার ফলে অর্জিত আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যাপারে যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে সেটি আরো বেশি উৎকণ্ঠা ও অতৃপ্তির জন্ম দেয়। সে কারণে ইসলামি ব্যাংক আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে গুরুত্বের সাথে কাজ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা : আল্লাহতা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন।[৫৩] ইসলাম সুদভিত্তিক কারবার বর্জন করে মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা করার কথা বলে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের অভাব উদ্বেগজনকভাবে বিরাজ করছে। নীতির অভাবে ব্যবসা হচ্ছে কলূষিত, মানুষ হচ্ছে প্রতারিত। দুনিয়াতে মানুষ একটু সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে চায়। তারা আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার ও উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতি তথা ব্যাংকব্যবস্থায় সেটা উপেক্ষিত, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই এদের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে ইনসাফের সংকটে মানুষ হচ্ছে নির্যাতিত। যে কোন উপায় অবলম্বন করে মানুষ সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে বলে অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তারা ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র অর্জনকেই প্রাধান্য দেয়। এটা ইসলামের রীতি হতে পারে না।[৫৪]

ইসলামি ব্যাংক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক ন্যায়বিচার উপহার দেয়। ইসলাম এর অনুসারীদের ভোগের প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক বাড়াবাড়ি পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম ভোগ অভ্যাসে সহজ-সরল ধারা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়ভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম এর অনুসারীদের

---

৫১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৫২. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الأَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا. দ্র. আল-কুরআন, ৪ : ১২৬

৫৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৫৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

স্ব-স্ব শ্রম ও মেধার মাধ্যমে ন্যায়-নীতি ও সততার সাথে আয়-উপার্জন করতে বলেছে। ইসলামি ব্যাংক ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের একটা। এ উদ্দেশ্য ইসলামের নৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৫৫]

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা : জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া আবশ্যক। দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে না পারলে জনসংখ্যার প্রাচুর্যতা জাতি ও বিশ্বের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কর্মসংস্থানেরও সংকট দেখা দেয়। ইসলাম অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবনদর্শন। আল্লাহতা'আলা এ পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের বসবাসের জন্য বিশেষ উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম মানুষকে আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা অর্জনের আহ্বান জানায়। ইসলামি ব্যাংক এ ক্ষেত্রে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে মানবসম্পদের উন্নয়নের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা : ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম হলো স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো। সাধারণত দেখা যায় যে, সমাজের স্বল্প আয়ের লোকেরা জীবনযাপনের মানের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। বাজারের পণ্যমূল্যের সাথে তাদের আয়ের পরিমাণ সামঞ্জস্যশীল না হওয়ায় জীবনযাত্রার মানের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ইসলামি ব্যাংক সমাজের পিছিয়ে পড়া ঐ সব লোকদের জন্য জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ এর উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম মনে করে।[৫৬]

আন্তরিকতার সাথে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা : ইসলামি ব্যাংকসমূহ গ্রাহক সেবার মানের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক ও দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলামি ব্যাংক মনে করে, একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণই হলো তাদের প্রাণ। যাদের অল্প অল্প সঞ্চয়ে একটা ব্যাংক বড় অংকের পুঁজি গঠন করে তারা ব্যাংকের কাছে অতি সম্মানিত। প্রচলিত ব্যাংকের দৃষ্টিতে যাই হোক ইসলামি ব্যাংকের কাছে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দু'য়ের মাঝে বিভেদ কিংবা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক ইসলামি ব্যাংকের নীতি পরিপন্থী। গ্রাহকগণের সেবা দানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও উন্নয়ন বজায় রাখা ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগীদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা : ইসলামি শারি'আহ্ মুতাবিক পরিচালিত ব্যাংকসমূহ উন্নয়ন চায়, উন্নয়নের জাগরণ দেখতে চায়, অলস পড়ে থাকা সম্পদের যথাযথ বিনিয়োগ চায়। এ ব্যাংক সমাজের বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মাঝে বিদ্যমান সম্পদের ব্যবধান হ্রাস করে আনতে চায়। ইসলামি ব্যাংকসমূহ নীতিগতভাবে মনে করে, যে কোন ধরনের শিল্প স্থাপন কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের নিশ্চিত সুযোগ করে দিবে এবং জাতীয় অর্থনীতি তাতে উপকৃত হবে। এ কারণে এ ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ কার্যক্রম কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যারাই উদ্যোগী হবে তাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।

দুঃস্থ ও অসহায়দের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা : ইসলামি ব্যাংক সমাজের অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের কথা চিন্তা করে। দুঃস্থ মানবতার সেবা করা ইসলামি ব্যাংক একটি দায়িত্ব মনে করে।[৫৭] বিভিন্ন দুর্যোগে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা চরম আর্থিক অনটনে ক্লিষ্ট দিন অতিবাহিত করে তাদের জন্য

---

৫৫. এম. উমর চাপরা, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ ও এম, জহুরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ১ম প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ২৪

৫৬. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৫৭. এম, উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

কল্যাণমূলক কিছু করার নৈতিক দায় অনুভব করে ইসলামি ব্যাংক। অসহায় প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো ইসলামের এ মহান শিক্ষা কাজে লাগাতে ইসলামি ব্যাংকের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো দুঃস্থ ও অসহায়দের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত ও মহিমান্বিত। শিক্ষা জাতিকে সমৃদ্ধি ও মর্যাদা এনে দেয়। শিক্ষা মানবজীবনের জন্য আলোক স্বরূপ। জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সকলকে সুশিক্ষার আলো গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার অভাব অর্থই হল অন্ধকারে জাতির নিমজ্জিত থাকা। আল-কুরআনের প্রথম বাণীই ছিল 'পড়'। মহান আল্লাহ বলেন, "পড়! তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৫৮] ইসলাম জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামি ব্যাংক ইসলামের এ মৌলিক নির্দেশনা অনুসরণ করে।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা করা : ইসলামে কৃষিকাজ অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ।[৫৯] আল্লাহতা'আলা বলেন,

> 'হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'[৬০]

রাসুলুল্লাহ সা. সাহাবিগণকে কৃষি কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। এ সম্পর্কে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে,

> 'হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখনই কোন মুসলিম একটি গাছ অথবা শস্য রোপণ করে এবং এ থেকে মানুষ, পশু-পাখি আহার্য গ্রহণ করে তখন ইহা রোপণকারীর পক্ষে একটি সদকাহ হিসেবে পরিগণিত হয়।'[৬১]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, যে জমি পূর্বে কেউ আবাদ করেনি, তা যে আবাদ করবে, তাতে তারই অধিকার বর্তাবে।'[৬২]

ইসলামি ব্যাংক ইসলামি শারি'আহর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কৃষিকাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। ইসলামি ব্যাংক কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষি খাতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এ কারণে ইসলামি ব্যাংকের কৃষি সহযোগিতামূলক বিশেষ প্রকল্প রয়েছে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা : ইসলামি অর্থনীতি বিশ্ববাসীর জন্য একটি আশীর্বাদ। বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন অশান্ত ও ব্যর্থতার পদধ্বনি শোনা যায়, তখন ইসলামি অর্থনীতি নতুন

---

৫৮. اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. দ্র. আল-কুরআন, ৯৬ : ১

৫৯. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৬০. يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭

৬১. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. দ্র. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস সহীহ লি মুসলিম*, খ. ৮, পৃ. ১৮০, হাদীস নং ২৯০৪

৬২. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. দ্র. জামিউল উসূল ফী আহাদিসির রসূল, খ. ১, পৃ. ১৩০

করে আশার আলো দেখায়। ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট। ইসলামি ব্যাংক বিশ্ব অর্থনীতির বিরাজিত প্রেক্ষাপটে উন্নততর ও কল্যাণমূলক ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

মানবরচিত মতবাদসমূহের অন্ধকার অচলায়তন ভেদ করে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা সনাতনী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিমূলে পরিবর্তন এনে এক বৈপ্লবিক চিন্তা এবং অত্যাধুনিক ব্যবস্থপনা উপস্থাপন করেছে। এ ধারণা আধুনিক বিশ্বের মানসজগতে আলোড়ন ও যুগপৎ বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা তাঁরই নিকট থেকে উৎসারিত। সে কারণে এ ব্যবস্থা মানবীয় চিন্তার অসম্পূর্ণতা মুক্ত। ইসলামি ব্যাংক এর লক্ষ্য অর্জনে স্বতন্ত্র নীতি ও কর্মধারা অনুসরণ করে। প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকের মধ্যে বেশ কিছু নীতিগত তারতম্য বিদ্যমান। সে কারণে ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো :[৬৩]

১. ইসলামি শারি'আহর নীতিমালার অনুসরণ;
২. সুদের বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তন;
৩. মুশারাকা বা অংশিদারীত্বমূলক বিনিয়োগ;
৪. টাকার কারবার নয়; পণ্যের ব্যবসা;
৫. বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় সর্বাত্মক অংশগ্রহণ;
৬. সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সমন্বয়;
৭. মূল্যস্ফীতির কারণ দূর করা;
৮. শক্তিশালী শারি'আহ সুপারভাইসরি কমিটি গঠন;
৯. অর্থনীতিতে সাম্য, ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা;
১০. অর্থনীতিতে নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ;
    ক. সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ্। মানুষ ট্রাস্টি হিসেবে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হয়ে সে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করবে।
    খ. মানুষ সম্পদ ব্যবহার করবে ইহকালীন ও পরকালীন হাসানাহ বা সুন্দর এবং ফালাহ্ বা কল্যাণ আহরণ করার জন্য।
    গ. আদল বা ন্যায়বিচার এবং ইহসান বা দয়া প্রতিষ্ঠা ইসলামের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যম।
    ঘ. তারা মারূফ বা কল্যাণমূলক ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠা করবে এবং নিজেদের জীবন মুনকার বা সকল বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে। মানুষের জীবন ভারমুক্ত ও সহজ করে তোলা ইসলামি ব্যবস্থার লক্ষ্য।
১১. কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যাংক নয়; সার্বজনীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা;

---

৬৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আইবিবিএল, ১ম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১১), পৃ. ৪২

১২. ব্যক্তি স্বার্থ উদ্দেশ্য নয়; সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা উদ্দেশ্য;

১৩. কল্যাণ তহবিল;

১৪. বেকারত্ব দূরীকরণ; ও

১৫. অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা; যেখানে নেই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামি ব্যাংক শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত কল্যাণমুখী একটা ব্যাংকব্যবস্থা। লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে এ ব্যাংক সুদ পরিহার করে চলতে বদ্ধপরিকর। সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শারি'আহর নীতিমালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নে ব্যাপক অবদান রাখছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত। এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সৃজনশীল উদ্যোগের অভাব। এসএমই খাতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ বেকার জনসম্পদ রয়েছে। এ ছাড়া প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেক যুবক চাকুরি বাজারের এই বিদ্যমান বেকারদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। দেশের আয়বর্ধক খাত সৃষ্টি করা না হলে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটবেনা এবং বিদ্যমান শিক্ষিত বেকার যুবকগণ কোন কাজে আসবেন না। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ দেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসএমই খাতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ এখন এর মোট বিনিয়োগের শতকরা ৩৬.২৫ ভাগ।[৬৪]

ইসলামী ব্যাংক এ পর্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক গ্রাহককে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) বিনিয়োগ প্রদান করেছে। বিভিন্ন ধরনের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশে শিল্পের ব্যাপক ভিত্তি গড়ে তোলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ খাত বহুমুখিকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। দেশের প্রচলিত শিল্পনীতিকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের শিল্পায়নে অগ্রগতি ও উন্নতির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছে। এখানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিনিয়োগ নীতি, পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

বিনিয়োগ নীতি

ইসলামী ব্যাংক ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম বিধায় ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে এর বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যেমন,

১. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামি শারি'আহর দৃষ্টিতে হালাল হতে হবে। সে সাথে বিনিয়োগের খাতও হালাল হতে হবে।[৬৫]

২. ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের দিকেও দৃষ্টি রাখবে।

৩. বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্ধারিত হতে হবে যাতে সমাজের মৌলিক চাহিদাগুলো ইসলামি নীতির ক্রম-অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ হতে পারে।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পদ বণ্টনের গুরুত্বও তারচেয়ে কম নয়। সম্পদ বণ্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।

---

৬৪. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৬৫. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

বিনিয়োগনীতির বৈশিষ্ট্য : ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো[৬৬] হলো–

১. মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা।[৬৭]

২. বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এজন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো। বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৩. পুঁজির মালিক যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা রেখে হালাল মুনাফা পেতে পারেন তার বাস্তব ব্যবস্থা করা। উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করে সমাজকে কর্মচঞ্চল করে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা।

৪. পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ করা।

৫. সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত না করে তা সমাজের সিংহভাগ মানুষের কাজে লাগানোর ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

৬. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদক ও উৎপাদনমুখী শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের ভিত মজবুত করা।

৭. বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো গঠনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ।

৮. গ্রাহককে সরাসরি টাকা না দিয়ে বায়‘ মুরাবাহা, বায়‘ মুয়াজ্জাল প্রভৃতি বেচাকেনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা। এ পদ্ধতির বিনিয়োগ প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে ও এগিয়ে নেয়।

৯. লাভ-লোকসানে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা।

১০. ব্যাংকের সব ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামি শারি‘আহ অনুযায়ী পরিচালনা করা। শারি‘আহর দৃষ্টিতে অবৈধ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক খাতে প্রচুর মুনাফা থাকলেও সে খাতে বিনিয়োগ করা হয় না।

১১. সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে মুনাফা কম হলেও সেসব খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামি শারি‘আহ মুতাবিক পরিচালিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক তাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগের ধরন অনুযায়ী শারি‘আতের সীমার মধ্যে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইসলামী ব্যাংক শারি‘আহ অনুমোদিত যেসব পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করে সেগুলোকে প্রধান তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. অংশীদারি পদ্ধতি :

(ক) মুদারাবা[৬৮] (যৌথ উদ্যোগী কারবার) ও

(খ) মুশারাকা[৬৯] (যৌথ কারবার)

---

৬৬. *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই, ২০০১), পৃ. ২৭

৬৭. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৬৮. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী‘আহ্‌র নীতিমালা*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ১২৬

২. মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান পদ্ধতি :

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM)

৩. বায়' বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি :

(ক) বায়' মুরাবাহা (মুনাফায় বিক্রয়)

(খ) বায়' মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়)

(গ) বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়)

(ঘ) বায়' ইসতিসনা (আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়)

অংশীদারি পদ্ধতি : মুদারাবা (যৌথ উদ্যোগী কারবার) : 'মুদারাবা' (مضاربة) পরিভাষাটি আরবি দারব (ضرب) শব্দমূল হতে উদ্ভুত باب مفاعلة এর মাসদার। আরবি ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা, সফর করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'মুদারাবা' বলতে বুঝায় ব্যবসার জন্য বা আল্লাহর রহমতের তালাশে সফর করা। আল কুরআনুল কারীমে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করে।'[৭০]

ইসলামি শারি'আহর পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের অংশিদারি কারবার যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপরপক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়। মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল (صاحب الْمال) আর ব্যবসায় পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)।[৭১]

ব্যবসায়ে লাভ হলে চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাত অনুসারে উভয় পক্ষ লাভের ভাগিদার হয়। লোকসান হলে আর্থিক ক্ষতি তহবিল সরবরাহকারী অর্থাৎ 'সাহিবুল মাল' বহন করে আর মুদারিব লোকসানী কারবারে দেয়া সময়, শ্রম ও দক্ষতার বিনিময় বা ফায়দা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে বিশ্বাসভঙ্গ, দুর্নীতি, অবহেলা বা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে মুদারিব সে আর্থিক লোকসানের জন্যও দায়ী হয়।

'মুদারাবা' চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্যাংক মূলধন যোগায়। অন্যপক্ষ স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শ্রম নিয়োজিত করে। ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসেবে মূলধন যোগায়। মুদারিব সে পুঁজি ব্যবসায় খাটায়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে মুনাফা ভাগ হয়। ব্যবসায়ে অনিচ্ছাকৃত লোকসান হলে আর্থিক লোকসান 'সাহিবুল মাল' হিসেবে ব্যাংক বহন করে।

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুদারাবার সংজ্ঞায় বলেছে,

> 'Mudaraba is a form of partnership where one party (Sahib al Mal/ Rabbul Mal) provides the fund while the other provides the expertise and management. The latter is reffered to as the Mudarib (Manager). Any profit accrued is shared

---

৬৯. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত।

৭০. আল কুরআন, ৭৩ : ২০

৭১. মুদারাবা পরিভাষাটি হানাফি ও হাম্বলি উভয় মাযহাবের অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাফি'ই ও মালিকি মাযহাবের অনুসারীগণ মুদারাবার স্থলে ক্বিরাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্র. *আততামওয়ীল বিল মুদারাবা*, মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী আততাবি' লিলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৭

between the two parties on pre-agreed basis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital (Sahib-al-Mal).'[৭২]

AAOIFI-[৭৩] এর মতে,

'মুদারাবা হল মুনাফার অংশিদারিত্ব, যেখানে একপক্ষ (সাহিবুল মাল/ রাববুল মাল) মূলধন যোগায় এবং অপর পক্ষ (মুদারিব) পরিশ্রম করে।'[৭৪]

অতএব যে কারবারে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় অথবা দ্বিতীয় পক্ষের অবহেলাজনিত কারণ ছাড়া সমুদয় আর্থিক ক্ষতি মূলধন যোগানদাতা বহন করে, তাকে মুদারাবা বলে।[৭৫]

মুশারাকা (যৌথ কারবার) : 'মুশারাকা' (مشاركة) পরিভাষাটি আরবি শির্‌ক (شرك) হতে উদ্ভূত باب مفاعلة এর মাসদার। আরবিতে শিরক বা শিরকাত বলতে অংশীদারিত্ব বুঝায়।

ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষায় 'মুশারাকা' এক বিশেষ অংশীদারি কারবার। 'মুশারাকা' হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্বের চুক্তি। এতে সকল অংশিদার মূলধন গঠনে অংশ নেন। সকল অংশীদার বা তাদের কেউ কেউ ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন হয়। লোকসান হলে অংশীদারগণ মূলধন বা ইক্যুইটির অনুপাতে তা বহন করেন।[৭৬]

'মুশারাকা' চুক্তির অধীনে ব্যাংক মূলধনের একটি অংশ যোগান দেয়। বাকি অংশ যোগান দেন গ্রাহক। ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। মুশারাকা কারবারে লোকসান হলে ব্যাংক ও গ্রাহক মূলধনের আনুপাতিক হারে তা বহন করে।

AAOIFI মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে,

'মুশারাকা হলো ইসলামি ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোন নতুন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফায় প্রাপ্য অংশ পায়।'[৭৭]

---

৭২. 'মুদারাবা এক ধরনের অংশিদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (সাহিবুল মাল/ রাববুল মাল) তহবিল সরবরাহ করেন এবং অন্যপক্ষ তার দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত করেন। তাকে বলা হয় মুদারিব (ব্যবস্থাপক)। ব্যবসায়ের লাভ দু'পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়। পুঁজির লোকসান হলে তা মূলধন সরবরাহকারী (সাহিবুল মাল/ রাববুল মাল) বহন করেন।' দ্র. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৭৩. AAOIFI-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শারী'আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজেরিয়ায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহ্‌রাইনে অবস্থিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গ্রহণযোগ্য শার'ঈ মান নির্ধারণ করা এর মূল কাজ।

৭৪. 'Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital (rab al mal) and the other party provides labour (Mudarib).' দ্র. AAOIFI, শারী'আহ্ স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩ (৩/২/১০), মে ২০০২, পৃ. ২৩৮

৭৫. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৭৬. Manual for Investment under Musharaka Mode, IBBL, p. 1

৭৭. 'A form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

> مشاركة 'মুশারাকা' (Musharaka) এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহার অধীনে কোন কারবারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধনের এক অংশ ব্যাংক কোম্পানি এবং অপর অংশ গ্রাহক যোগান দিবে। উক্ত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হইবে।[৭৮]

মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান পদ্ধতি : ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষ সমন্বিত বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে ইজারা বিল বায়' তাহ্তা শিরকাতুল মিল্ক। এটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি শারি'আহসম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটা হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (Hire Purchase Under Shirkatul Meelk-HPSM) নামে পরিচিত। লিজিং-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পদ্ধতিটি অনুশীলন করে থাকে। অবশ্য বিশ্বের কোন কোন ইসলামি ব্যাংক ইজারা বিল বায়' তাহতা শিরকাতুল মিলক (الإجارة بالبيع تحت شركة الْملك) - এর পরিবর্তে ইজারা মুনতাহিয়া বিত্তামলীক (الإجارة الْمنتهية بالتمليك) পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM) : ইজারা বিল বায়' তাহতা শিরকাতুল মিলক বিনিয়োগ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। পদ্ধতিগুলো হলো–

ক. ইজারা (الإجارة) তথা ভাড়া;

খ. বায়' (البيع) তথা ক্রয়-বিক্রয়; ও

গ. শিরকাতুল মিলক (شركة الْملك) তথা মালিকানায় অংশীদারিত্ব।

এখানে ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতিটি মূখ্য। বাকি দু'টি হচ্ছে আনুষঙ্গিক। ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া। ইজারা বিল বায়' তাহতা শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে বলে কেউ কেউ একে হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতি বলেও অভিহিত করেছেন।

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর বাকি অংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। শারি'আহর দৃষ্টিতে ভাড়াটিয়ার কাছে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রি করায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বিক্রি এককালীন বা কিস্তিতে হলেও কোন অসুবিধা নেই।[৭৯]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শারি'আহ কাউন্সিলের মতে, 'মালিকানার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ, হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্ বা ইজারা বিল বায়' তাহতা শিরকাতুল মিলক্ শারি'আহসম্মত একটা বিনিয়োগ পদ্ধতি। এর প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ–

---

declining basis and shall have his due share of profits.' দ্র. The Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, 2004-2005, Musharaka Financing, Appendix E : definitions, p. 187

৭৮. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৭৯. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

ক. মূলধন অনুপাতে অংশীদারগণের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া যাতে পরবর্তীতে তাদের বা তাদের উত্তরাধিকারীগণের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

খ. ক্রেতাকে তার পরিশোধিত মূল্যের আনুপাতিক মালিকানা ব্যাংক কর্তৃক হস্তান্তর করা।

ইজারা (الإجارة) : আরবি 'আজর' এবং 'উজরাত' শব্দ হতে 'ইজারা' পরিভাষাটি উদ্ভুত। 'আজর' অর্থ প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা ভাড়া। ইজারা হলো কোন সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা সেবার ভাড়া। ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াদাতার সম্পদের ব্যবহার বা সুবিধা গ্রহণ করেন। বিনিময়ে ভাড়াদাতাকে নির্দিষ্ট অর্থ দেন।

বায়' (البيع) : 'বিক্রয়' হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রেতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সম্পদ নির্ধারিত মূল্য নগদ বা আগাম বা ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে ক্রেতার মালিকানায় ন্যস্ত হয়।

শিরকাতুল মিলক (شركة الْملك) : 'শিরকাত' অর্থ অংশীদারি। 'শিরকাতুল মিলক্' মানে মালিকানায় অংশীদার। এ ধরনের অংশিদারি কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের মূলধন দিয়ে কোন সম্পদ ক্রয় করেন এবং যৌথভাবে তার উপর মালিকানা লাভ করেন। ব্যবসায়ের লাভ সকল পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেন। আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করেন। এ ধরনের চুক্তিকে শিরকাতুল মিলক্ বলা হয়।[৮০]

তিন চুক্তির সমাহার : 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্' পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষ–

প্রথমতঃ সম বা অসম পুঁজি বিনিয়োগ করে কোন সম্পদ (ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি) কিনে যৌথভাবে সে সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করেন। তারা উক্ত সম্পদের আয় পূর্বনির্ধারিত হারে ভাগ করে নেন। আর্থিক ক্ষতি হলে উভয় পক্ষ পুঁজির অনুপাতে তা বহন করেন।

দ্বিতীয়তঃ এরূপ সম্পদে ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দেয়।

তৃতীয়তঃ ব্যাংক তার অংশ কিস্তিতে বা এককালীন নির্ধারিত মূল্যে ভাড়াকালীন সময়ব্যাপি বা ভাড়া চুক্তির শেষে গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তর করে।[৮১]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানুয়েলে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল' সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করে এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করে। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানাতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।'[৮২]

---

৮০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৮২. Manual for Investment under HPSM Mode, IBBL, p. 1

বায়‘ বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি : আল্লাহ্ তা‘আলা বায়‘ বা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।[৮৩] বায়‘ হলো ক্রয়-বিক্রয় (Sale and Purchase)। বায়‘ (بيع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। একই শব্দের দু’টি বিপরীতমুখী অর্থ বলে মনে হয়। আসলে ক্রয়-বিক্রয় একটি কাজ- একজনের যা বিক্রয়, আরেক জনের তা-ই ক্রয়। ক্রয় ছাড়া বিক্রয় হয় না, আর বিক্রয় ছাড়া ক্রয় হয় না। এছাড়া প্রত্যেক ক্রেতাই একজন বিক্রেতা, আর প্রত্যেক বিক্রেতাও একজন ক্রেতা। যিনি আমের বিক্রেতা, তিনি টাকার ক্রেতা, আর যিনি আমের ক্রেতা তিনি টাকার বিক্রেতা। ক্রয়-বিক্রয় দু’টি শব্দ হলেও কাজ একটাই। তাই বায়‘-এর এক অর্থ ব্যবসাও বলা হয়ে থাকে।

আল কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, ‘আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু’মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।’[৮৪] এ থেকে বুঝা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয় আসলে দু’টি পণ্যের বিনিময়কে বুঝায়, যেখানে একটি পণ্য নিয়ে আরেকটি পণ্য প্রদান করা হয়। ফকীহগণ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা বায়‘-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এর বিস্তারিত শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন। এখানে বায়‘-এর কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো–

ক. বায়‘ শব্দটি আরবি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা।

খ. বায়‘ হচ্ছে এক জিনিসের সাথে অন্য জিনিসের বিনিময়। দাম বা মূল্যের সাথে কোন পণ্য বিনিময় করাকেই বায়‘ বলা হয়। এক্ষেত্রে একদিকে পণ্য অপরদিকে থাকে তার দাম/মূল্য হিসেবে অর্থ।

গ. কোন কোন ফকিহ বলেছেন, কোনো জিনিস বা দামের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করাই হচ্ছে বায়‘-এর অর্থ।

ঘ. বিকল্প গ্রহণের বিনিময়ে কোনো পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা হচ্ছে বায়‘।

ঙ. ক্ষতিপূরণ প্রদান করে কোনো জিনিসের মালিকানা অর্জন করা অথবা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্যের মালিকানা গ্রহণ করা হচ্ছে বায়‘।

চ. বায়‘ দ্বারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিসের বিনিময়কে বুঝায় অথবা সমমূল্যের বিনিময়ে কোনো জিনিসের মালিকানা হস্তান্তর বুঝায়।

উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বায়‘ হচ্ছে দু’টি জিনিসের মালিকানা বিনিময়। বলা যায়, বায়‘ হচ্ছে সমমূল্যের বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ করে জিনিস নেয়া। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, ‘Exchange of counter value’ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দু’টি সমমূল্যের অর্থ এমনভাবে বিনিময় হয় যে, এর ফলে উভয়ের ক্ষতিপূরণ হয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা কারো অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। ক্রয়-বিক্রয়ের আগে তাদের অবস্থান যা ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের পরেও তা-ই থাকে।

বায়‘ মুরাবাহা (মুনাফায় বিক্রয়) : আরবি ‘বাই’ (بيع) অর্থ কেনা-বেচা ও ‘রিবহুন’ (ربح) লাভ, মুনাফা। মুরাবাহা (مرابحة) পরিভাষাটি আরবি ‘রিবহুন’ (ربح) শব্দমূল হতে উদ্ভুত باب مفاعلة-এর মাসদার। সহজ কথায় ‘বায়‘ মুরাবাহা’ (بيع الْمرابحة) হচ্ছে লাভে বা মুনাফায় বিক্রয় (Sale on Profit)।

---

৮৩. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

৮৪. إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. দ্র. আল কুরআন, ৯ : ১১১

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'মুরাবাহা' এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি, যার অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মাল কিনে ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করে মাল নিতে বাধ্য থাকে।[৮৫]

ব্যবহারিক অর্থে বায়' মুরাবাহা হলো– 'প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।'[৮৬]

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) 'বায়' মুরাবাহা'র সংজ্ঞায় বলেছে,

> 'Murabaha is a contract between a buyer and a seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing technique, it involves the purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and their re-sale to the buyer on cost-plus basis. Both the profit (mark-up) and the time of repayment (usually in installments) are specified in the initial contract.'[৮৭]

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI বায়' মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে,

> 'ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রয় করাকে বায়' মুরাবাহা বলা হয়। এ লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা 'থোক'-ও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এ লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে 'সাধারণ মুরাবাহা' (المرابحة العادية) বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' (المرابحة المصرفية) বলা হয়।'[৮৮]

অতএব, নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মুল্যের সাথে নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে

---

৮৫. 'Bai-Murabaha may be defined as a contract between a Buyer and a Seller under which the Seller sells certain specific goods permissible under Islamic Shariah and the Law of the land to the Buyer at a cost plus agreed profit payable in cash or on any fixed future date in lump sum or by instalments. The profit marked-up may be fixed in lump sum or in percentage of the cost price of the goods.' দ্র. Manual for Investment under Bai Murabaha Mode, IBBL, p. 1

৮৬. نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. দ্র. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবি বকর আল ফারগানী আল-মুরগীনানী, আল-হিদায়া, শেষ খণ্ড, পৃ. ৫৪; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শাসসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১২

৮৭. 'বাই-মুরাবাহা হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থায়ন কৌশল হিসেবে ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে এবং 'মুনাফা সংযোজন' করে প্রকৃত ক্রয় মূল্যের চেয়ে উচ্চতর মূল্যে তা ক্রেতার কাছে বিক্রয় করে। চুক্তিতে লাভ (মার্ক-আপ) এবং মূল্য পরিশোধের সময় (সাধারণত কিস্তিতে) নির্ধারিত থাকে।' দ্র. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৩

৮৮. 'Murabaha is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a percentage of the selling price or a lump sum. This transaction may be concluded either without a prior promise to buy, in which case it is called an 'ordinary Murabaha', or with a prior promise to buy submitted by a person interested in acquiring goods through the institution, in which case it is called a 'banking Murabaha' i.e. Murabaha to the purchase orderer. This transaction is one of the trust-based contracts that depends on transparency as to the actual purchasing price or cost price in addition to common expenses.' দ্র. AAOIFI, শারী'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্টার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩২

নির্দিষ্ট পরিমাণ শারি'আহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকেই বায়' মুরাবাহা বলে।[৮৯] ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে কোন পণ্য বিক্রি করাই বায়' মুরাবাহা (بيع المرابحة)। 'ক্রয়মূল্য ও তার উপর নির্ধারিত লাভ'-এ বিষয় দু'টিই বায়' মুরাবাহার মূল কথা। অর্থাৎ, কোন পণ্য যে দামে ক্রয় করা হয়েছে, সে পণ্যটি কারো কাছে বিক্রয়কালে যদি উক্ত ক্রয়মূল্যের সাথে নির্ধারিত লাভ যোগ করা হয়, তবে তাকে বায়' মুরাবাহা বলা হয়।

বাই' মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়) : আরবি বায়' (بيع) অর্থ কেনা-বেচা ও আজল (أجل) অর্থ বিলম্ব, বাকি, নির্ধারিত সময়। মুয়াজ্জাল (مؤجل) শব্দটি আরবি আজল (أجل) শব্দমূল হতে উদ্ভুত ইসমে মাফউলের (اسم مفعول) এর শব্দরূপ। অতএব, বায়' মুয়াজ্জাল (البيع المؤجل) অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি অথবা নগদের বিপরীতে ক্রয়-বিক্রয়। ইসলামি শারি'আতের ব্যবহারিক অর্থে– 'বায়' মুয়াজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকীতে পরিশোধ করা হয়।'[৯০]

> 'বাই' মুয়াজ্জাল' বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে মাল বেচাকে বুঝায়। ব্যাংক পণ্য কিনে তার উপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সে পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।[৯১]

সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত '(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'বায়' মুয়াজ্জালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

> **البيع الْمؤجل** 'বায়' মুয়াজ্জাল' (Bai-Muajjal) বলিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত এমন এক বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন পণ্য উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হইবে। এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে।[৯২]

অতএব ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারি'আহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বাকিতে বিক্রয় করাকে বায়' মুয়াজ্জাল বলে।[৯৩]

বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়) : আরবি বায়' (بيع) অর্থ কেনা-বেচা। সালাম (سلم) অর্থ আগাম, সমর্পণ করা, ধার নেয়া। বায়' সালাম (بيع السلم) হলো 'আগাম কেনা-বেচা'। আরবি অভিধানে বায়' সালাম (بيع

---

৮৯. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৯০. البيع الْمؤجل هو الذي فيه يكون الْمبيع معجلا والثمن مؤجلا. দ্র. আলী হায়দার আমীন আফিন্দি, *দুরারুল হুক্কাম ফি ইলমিল আহকাম (درر الحكام في علم الأحكام)*(বৈরুত : ১ম মুদ্রণ, ১৯৬৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শাসসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৬২

৯১. Bai-Muajjal may be defined as a contract between a Buyer and a Seller under which the Seller sells certain specific goods (permissible under Shariah and Law of the Country), to the Buyer at an agreed fixed price payable at a certain fixed future date in lump sum or within a fixed period by fixed instalments. The seller may also sell the goods purchased by him as per order and specification of the Buyer. দ্র. Manual for Investment under Bai Muajjal Mode, IBBL, p. 1

৯২. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৫

৯৩. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

(السلم-এর অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। বায়‘ সালামের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে বায়‘ সালাফ(بيع السلف)। বায়‘ সালাম (بيع السلم) হচ্ছে হিজাযে প্রচলিত পরিভাষা। অর্থাৎ ইরাকিরা যাকে বলে বায়‘ সালাফ (بيع السلف, হিজাযিরা তাকেই বায়‘ সালাম (بيع السلم) বলে।[৯৪]

অভিধানে সালাম (سلم) অর্থ সমর্পণ করা, ধার করা, আগাম নেয়া এবং সালাফ (سلف) অর্থ পেশ করা, অগ্রিম প্রদান করা। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বায়‘ সালাম (بيع السلم) বলা হয়। অনুরূপভাবে পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বায়‘ সালাফ (بيع السلف) বলা হয়।

ইসলামি শারি‘আতের ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থে বায়‘ সালাম হলো– ‘অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বায়‘ সালাম বলে।’[৯৫]

বায়‘ সালামের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য হিসেবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় সালামের মূলধন رأس مال السلم (রা’সু মালিস সালাম)। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে বলা হয় আল মুসলামু ফিহি (الْمسلم فيه)। ক্রেতাকে বলা হয় মুসলিম (الْمسلِم) এবং বিক্রেতাকে বলা হয় (الْمسلَم إليه) (আল মুসলামু ইলাইহি)।[৯৬]

ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিভাষায়, ‘বায়‘ সালাম এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় আগাম কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের দাম আগাম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে কাছে বিক্রয় করতে পারে।’[৯৭]

সেন্ট্রাল শারী‘আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত ‘(প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন’-এ ‘বায়‘-সালামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

> **البيع السلم** ‘বায়‘ সালাম’ (Bai-Salam) বলিতে এমন এক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য/মালামাল সরবরাহ করিবার শর্তে ব্যাংক গ্রাহকের সহিত তাহার সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য আগাম পরিশোধ করিবে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ধরন, সরবরাহের স্থান ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে।[৯৮]

---

৯৪. আসসাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*(বৈরুত : ৩য় খণ্ড, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৭১), পৃ. ১২২; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; AAOIFI, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

৯৫. البيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل দ্র. AAOIFI, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৯৬. বায়‘ সালাম (بيع السلم), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী আততাবি’ লিলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী‘আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৯৭. Manual for Investment under Bai al-Salam Mode, IBBL, p. 1

৯৮. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৭-১৪৮

অতএব ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারি'আহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী অগ্রিম ক্রয় করাকে বায়' সালাম বলে।[৯৯]

ইসতিসনা' বা আদেশের ভিত্তিতে ক্রয় : ইসতিসনা' (استصناع) শব্দটি আরবি সানউন (صنع) শব্দমূল হতে উদ্ভুত বাবে ইসতিফ'আল (استفعال) এর মাসদার। ইসতিসনা' শব্দের অর্থ কোন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করে বিক্রি করা।[১০০]

ইসতিসনা' হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোন বস্তু তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার করে।[১০১]

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI 'ইসতিসনা'র সংজ্ঞায় বলেছে :

> 'Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion.'[১০২]

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার চাহিদামতো কোন দ্রব্য নির্ধারিত দামের বিনিময়ে তৈরি করে দিতে কোন কারিগর বা কারখানা-মালিকের নিকট প্রস্তাব করলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাবে রাজি হলে 'ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদেশদাতাকে বলা হয় 'মুসতাসনি'। আদেশগ্রহীতা হলে 'সানি'। আদেশের মাধ্যমে তৈরি পণ্যকে 'মাসনু' বলা হয়।

অর্ডারের বিপরীতে নির্মাণ বা তৈরি করা হয় এমন জিনিস নির্মাণ বা তৈরি করে দিতে আদেষ্টা আদেশ দিলে এবং আদিষ্ট তাতে সম্মত হলে তা 'ইসতিসনা' চুক্তি হবে। আজল বা মেয়াদ নির্ধারণ করা 'ইসতিসনা' চুক্তিতে জরুরি নয়। তবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধ এড়াতে মেয়াদ নির্ধারণ করা উত্তম।

অতএব, অগ্রিম অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ শারী'আহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রয় করাকে অথবা মূল্য পরিশোধের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী কোনো উৎপাদনকারী/বিক্রেতার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করাকে ইসতিসনা' বলে।[১০৩]

বস্তুত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত বিধায় এর বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতিসমূহও পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আবর্তিত ও পরিচালিত। কল্যাণমুখী বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রভুত অবদান রেখে চলেছে।

---

৯৯. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১০১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৮

১০২. 'ইসতিসনা' হলো কোনো নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে বিক্রয়ের চুক্তি, যাতে উৎপাদনকারী বা নির্মাতা (কন্ট্রাকটর) কর্তৃক উক্ত পণ্য তৈরি করে বা নির্মাণের পর গ্রাহককে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা থাকে।' দ্র. AAOIFI, শারী'আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্টার্ড নং-১১, ২০০৪-২০০৫, পৃ. ১৯৫

১০৩. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি* (ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ৬২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
এসএমই বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের নীতিমালা

এসএমই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা ইতোমধ্যেই সামান্য অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দক্ষতার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। দৃঢ়ভাবে মনে করা হয় যে, সঠিক নীতিমালা ও কাঠামোর সাথে নতুন প্রযুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে এসএমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)-এর ভূমিকা একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য অপরিহার্য। যেহেতু এসএমই খাত সংক্ষিপ্ত মেয়াদ কালের মধ্যে শ্রম নিবিড় এবং এটা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাথে সাথে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে, মিলেনিয়াম উন্নয়ন (এমডিজি) লক্ষ্য অর্জনে, বিশেষ করে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধামন্দার বিলুপ্তি সাধন, লিঙ্গ সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন করতে সক্ষম। এশিয়ার কিছু সমৃদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোও এসএমই-এর উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করছে। এসএমইকে 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির মেশিন' উল্লেখ করে তারা উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এবং আয় বৈষম্য ও দারিদ্র্য বিমোচনের ফাঁক সঙ্কুচিত করতে এসএমইর উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করছে। উপরন্তু, এসএমই শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে তাদের নিকট বিবেচিত।[১০৪]

এসএমই আজ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের কাছে একটা সাধারণ শ্লোগান হিসেবে পরিণত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে বাণিজ্য এবং বাণিজ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালাতে আলোচনার শীর্ষে রয়েছে এসএমই। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বেসরকারি ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এসএমইতে বিনিয়োগ সুবিধা ও উন্নয়নমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এসএমই-এর প্রতি তাদের সমর্থন প্রদান করছে।

বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতা ও মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান যুগে এসএমই-এর সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করছে তাদের ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার উন্নয়ন করা, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করণ, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি তাদের পণ্য আরো প্রতিযোগিতামূলক করে উৎপাদন করা বা না করার উপর। এখানে এসএমই খাতের উপযুক্ত উপখাতে অর্থায়নের গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা আসে যা কাঙ্খিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে এসএমই দ্রুত উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে।

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা সত্ত্বেও গত দুই দশক ধরে অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে এসএমই-এর উন্নয়নে বর্তমান দিনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে পণ্য বিপণনের সমস্যা, গুণসম্মত মান এবং তথ্য-প্রযুক্তিতে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রবেশাধিকারের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

---

১০৪. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL 2011*(Dhaka : IBBL, HO, 2011), p. 5

বাংলাদেশের এসএমই খাতের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। বাজার সম্ভাবনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই-এর অবদান বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংক এ খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে এসএমই-এর এই গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক আইবিবিএল বাংলাদেশের এসএমই-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়নের জন্য জরুরিভিত্তিতে একটা স্বতন্ত্র্য এসএমই বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এসএমই বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের নীতিমালা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

এসএমই বিনিয়োগে ইসলামি ব্যাংকের নীতিমালা

এসএমই নীতিমালার ভিত্তি : নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে নীতিমালা গৃহীত হয়েছে–

১. কম্প্রিহেনসিভ স্মল এন্টারপ্রাইজ এন্ড কনজ্যুমার ইনভেস্টমেন্ট পলিসি ২০০৪;

২. স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ক্রেডিট পলিসি এন্ড প্রোগ্রামস ২০১০; এবং

৩. ইসলামী ব্যাংকের চলমান পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকের বর্তমান অনুশীলন ও কর্মরীতি।[১০৫]

এসএমই নীতিমালার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য : এসএমই নীতিমালার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. এসএমই খাতের বিনিয়োগের প্রবাহকে উন্নত করতে যাতে ৫ বছর ধরে পরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫ বছরের মধ্যে এই খাতে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করা যায়;

২. এসএমই খাতের বিনিয়োগের পর্যাপ্ততা এবং সময়মত বিনিয়োগ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে উদার নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;

৩. সহজ শর্তে এসএমই খাতে বিনিয়োগের জন্য শাখাগুলোকে নির্দেশনা প্রদান;

৪. এসএমই বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে আরও মনোমুগ্ধকরভাবে পরিচালনা করার জন্য সর্বস্তরের গ্রহণযোগ্য একটা সাংগঠনিক কাঠামো নিরূপণ করা;

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত নীতি প্যাকেজের শর্তাবলী বাস্তবায়ন করা।

এসএমই-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নত বিশ্বের সর্বত্রক্ষুদ্র ব্যবসার পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যায়। বিভক্ত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের মত দেশ এসএমইতে উচ্চ দক্ষতা অর্জন করেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্পর্কে প্রথম লিখিত বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে। এই লেখাটা ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের শর্তাবলী সংক্রান্ত। তখন থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ভোক্তাদের নিকট পণ্য ও সেবা প্রদানের জন্য বেশিরভাগ অর্থনীতির মূল কেন্দ্র ছিল।

প্রায় সব প্রাচীন সংস্কৃতিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উন্নয়ন লক্ষ্যণীয়। মিশরীয়, আরব, ব্যবিলন, ইহুদি, গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন। তাদের পণ্য ও পরিষেবাগুলো যদিও নিকৃষ্ট গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ছিল। তখন ভোক্তাদের সাথে প্রতারণা ও অপব্যবহার করা হতো। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসা অবমাননার বৈশিষ্ট্যে অবতারিত হয়। উক্ত পরিস্থিতিতে এই ধরনের অসৎ ব্যবসায়ীদের কবল থেকে গ্রাহকদের রক্ষা করার জন্য ব্যবিলনের সম্রাট হাম্বুরাবি প্রথম ব্যবসায়িক আইন চালু করেন। সম্রাট হাম্বুরাবি ছিলেন একজন আইন সংহিতা। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবিলনীয় সম্রাট হাম্বুরাবি (২১২৩-২০৮১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) শুধু একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতিই ছিলেন না; তিনি একটি বিখ্যাত আইন সংহিতা প্রণয়ন

১০৫. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL 2011*, ibid, p. 5

করে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। প্রাচীন ব্যবিলনে কোন প্রকার মুদ্রাঙ্কন বা মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা ছিল না। এ জন্য তখন এক জিনিসের সাথে আরেক জিনিসের বিনিময় বা দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা চালু ছিল। এছাড়া বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ওজনের মাধ্যমে বিনিময় করা হতো। ট্যালান্টসিল ওজন ও ম্যুবার প্রাচীন মাপ এবং তা আবার ৬০টি মিনায় ভাগ করা হতো। প্রতিটি মিনার ওজন ছিল প্রায় ১ পাউন্ড ববং তা ৬০ শেকলে গঠিত হতো। ব্যবিলনীয়রা দশমিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানলেও অংক পাতনের ক্ষেত্রে ষষ্ঠিক (sexagesimal) ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হতো। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও পুরোহিতরা ব্যাংকার হিসেবে ভূমিকা পালন করত এবং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করত। সাধারণত সুদের হার ছিল মাসিক ২৫ শতাংশ। অন্যান্য দেশ বিশেষ করে সিরিয়ার সাথে ব্যাপক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যৌথ বা অংশীদারি ভিত্তিতে ব্যবসায়িক তৎপরতা চালানো হতো।[১০৬] ব্যবিলনের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব ভাল ছিল। তারা ব্যবসা, ব্যাংকিং ও শিল্প অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান দখল করে। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবিলনীয়রা যথেষ্ট উন্নত ছিল। হাম্বুরাবির আইনের নির্দেশ অনুযায়ী অবগত হওয়া যায় যে, অসাধু ও অতিরিক্ত মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। নির্দিষ্ট ওজন ও পরিমাপ প্রণালী ব্যবিলনে প্রচলিত ছিল। হিসাব রক্ষার এক নির্ভুল পদ্ধতিও তারা আবিষ্কার করে। ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যাংক শিল্প সরকারের নিয়ন্ত্রাণাধীন ছিল। তারা উদ্বৃত্ত শস্য, তেল, খেজুর, মৃন্ময় পাত্র, কাঁচ, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি করত এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা ইত্যাদি আমদানি করত। ভারতীয় উপমহাদেশের হরপ্পা ও মহেনজোদারো এবং মিশরের সাথে ব্যবিলনীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল।[১০৭]

ব্যবিলনীয়দের শিল্প কর্মের মধ্যে ইট তৈরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে পাথর পাওয়া যেত না। এ কারণেই নির্মাণ কাজের জন্য ইট ছিল প্রয়োজনীয় প্রধান উপাদান। ইট কেটে রোদে শুকানো হতো। তাছাড়াও কারিগরদের তৈরি বিভিন্ন সরঞ্জাম শহরের দোকানে দেখা যেত। তাদের তৈরি দ্রব্যাদির মধ্যে মাটির দ্রব্য, ঝুড়ি এবং ধাতব দ্রব্য অন্যতম। তারা মুদ্রার ব্যবহার জানত না, তাই তারা ওজন ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধাতু ব্যবহার করত। এছাড়া ব্যবিলনের স্থাপত্য শিল্প খুবই উল্লেখযোগ্য না হলেও কিউনিফর্ম-এর লেখা থেকে তাদের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে অনেক ধারণা পাওয়া যায়। স্থাপত্য কীর্তি হিসেবে ধর্মমন্দির জিগুরাতের কথা উল্লেখ করা যায়। জিগুরাত ছিল পিরামিডের মত মন্দির। সাতটি ধাপে এই মন্দির তৈরি করা হয়। প্রধান কক্ষটি ছিল দেবতার অভ্যর্থনা কক্ষ। এছাড়াও জিগুরাতের আরও অন্যান্য কক্ষ ছিল। যেমন– জন্মকক্ষ, সমাধি কক্ষ, দেবতার পারিবারিক কক্ষ, বিচারিক কক্ষ ইত্যাদি। অমসৃণ ইটের দেয়াল, রঙিন টালি, মোজাইক প্রভৃতি জিগুরাতকে অলংকৃত করেছিল। ব্যবিলনের অন্যান্য সৌধ, রাজ প্রাসাদ প্রভৃতি একই শিল্প রীতিতে নির্মিত ছিল।[১০৮]

অনেক সাফল্য সত্ত্বেও গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকরা নীতিগতভাবে তৎকালীন ক্ষুদ্র ব্যবসার ভূমিকা উপেক্ষা করেন এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলেন। তবুও এটা মূলত ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যবসা করার দ্বারা আইন, ধর্ম, দর্শন ও মৌলিক বিজ্ঞান প্রচার করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্ষুদ্র ব্যবসা অনুসৃত হয়েছে; ধর্ম পালিত হয়েছে নিম্নস্তরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে। যদিও এখন আগের তুলনায় উচ্চ স্তরের আত্মমর্যাদা সম্পন্নদের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়।

---

১০৬. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*(ঢাকা : কবির পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০০৫), পৃ. ১০২

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন– ঔষধ ও আইন ব্যবসার পেশা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। যখন তিনি একটি অর্থনীতি বর্ণনা করেছিলেন যেখানে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসা নীতিগতভাবে একমাত্র অর্থনৈতিক সংস্থা ছিল।

অবিভক্ত উপমহাদেশে যদি আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জ্ঞাত ইতিহাসের সূচনা পর্বের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে কুটির শিল্পগুলো সমৃদ্ধি অর্জন করেছে সেই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে যখন সমাজের স্বতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিটগুলো কম বেশি সংগঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে উপমহাদেশে শিল্প, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়কালে ক্ষুদ্র ও কুটিরসহ ভারতীয় শিল্প কোন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। তবে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শিল্পোন্নয়নের জন্য ইতিবাচক নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমাদের অঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্পের সেরা মডেল হিসেবে ভারতকে মনে করা হয়। এই মডেলটি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এসএমই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছে। ১৯৩৮ সালে ভারতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (এনপিসি) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মহাসচিব কে.টি. শাহা কুটির, পল্লী ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞা প্রদান করেন। তারপর থেকে শ্রমশক্তি, মূলধন, সম্পদ মূল্য অনুযায়ী বিভিন্ন সংজ্ঞা বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যহৃত হয়ে আসছে।

এসএমই সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ধারণা : সাধারভাবে বিভিন্ন দেশ তাদের এসএমই খাতের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তার জন্য এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী চিহ্নিত করার চেষ্টা করে থাকে। তবুও এসএমই-এর সংজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কোনো একটি দেশে একটি শিল্প এসএমই হিসেবে বিবেচিত হলেও অন্য কোনো দেশের বৃহৎ শিল্পের চেয়ে তা আরও বড় হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসএমই খাত আবার আরও দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে।[১০৯]

এসএমই-এর শ্রেণীবিন্যাসের কোনও জাতিগত সংজ্ঞা প্রদান করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, যাতে কোন দেশের কোন সংজ্ঞা তা নির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করা যায়। বিভিন্ন দেশে এসএমই-এর বিস্তারিত সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন– যেখানে ভারতে এসএমই-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের মানদণ্ড বিনিয়োগের উপর ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে, অথচ সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসএমই-এর সংজ্ঞা নির্ভর করে কর্মচারীদের সংখ্যা ও ব্যবসায়ের টার্নওভারের উপর ভিত্তি করে। তবুও এক্ষেত্রে তিনটি মানদণ্ড সাধারণত গ্রহণ করা হয়েছে, হয় তা এককভাবে, সম্মিলিতভাবে। অধিকাংশ দেশেই এসএমই-এর সংজ্ঞা নিম্নলিখিত মানদণ্ড অনুযায়ী গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন–

১. নিয়োজিত কর্মী সংখ্যার উপর ভিত্তি করে; যা সর্বাধিক ব্যবহৃত মানদণ্ড;
২. মূলধন বিনিয়োগ বা সম্পদের স্তরের উপর ভিত্তি করে; এবং
৩. উৎপাদনের পরিমাণ বা ব্যবসায়িক টার্নওভারের উপর ভিত্তি করে।

অনেক দেশে মাঝারি শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করা হয় না এবং সেসব দেশে মাঝারি শিল্পকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মাঝে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশে এসএমই সম্পর্কে ধারণা এবং এসএমই উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর ৩য় অধ্যায়ে এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে–[১১০]

---

১০৯. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL 2011*, ibid, p. 7
১১০. *জাতীয় শিল্পনীতি*-২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

'সরকার ঘোষিত ২০২১ সালে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিতিদান এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারে কমপক্ষে একজনের জন্য হলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের বিকল্প নেই। বিষয়টিকে সমধিক প্রাধান্য দিয়ে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্য উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করতঃ এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করেছে।'

সরকার শিল্পনীতি-২০১৬ অনুযায়ী একটা পৃথক এসএমই নীতি প্রবর্তন করেছে। শিল্পনীতি-২০১৬ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এসএমইকে নিম্নলিখিতভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে–[১১১]

'সরকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে এসএমইকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব নীতি সংশ্লিষ্ট বাধা দূর করা ও বাজার ব্যর্থতা প্রশমনে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করা এবং বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা, যা নিম্নরূপ–

(ক) পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ দ্বারা সরকার এই কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও অব্যাহত রাখবে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পূণঃঅর্থায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত তিনটি তহবিলের মাধ্যমে এসএমই খাতকে পূণঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া অব্যাহত থাকবে।

(গ) এসএমই খাতে ঋণ প্রদানে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ খাতে মোট বরাদ্দের হার হবে ১০ শতাংশ।

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা হবে।'

পরিশেষে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৭.০১.২০১৬ ইস্যুকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং ১ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এর যে সংজ্ঞা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে তা হলো নিম্নরূপ–

এসএমই এর সংজ্ঞা :

বিভাগ	বিভাগগুলোর অধীনে খাতসমূহ	মোট সম্পদ (ব্যয়)	কর্মচারীদের মোট সংখ্যা
ক্ষুদ্র শিল্প	সেবা খাত	৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	১০-৪৯ জন
	ব্যবসা খাত	৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	৬-১০ জন
	ম্যানুফ্যাকচারিং খাত	৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	২৫-৯৯ জন

১১১. *জাতীয় শিল্পনীতি*-২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

বিভাগ	বিভাগগুলোর অধীনে খাতসমূহ	মোট সম্পদ (ব্যয়)	কর্মচারীদের মোট সংখ্যা
মাঝারি শিল্প	সেবা খাত	১ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকা (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	৫০-১০০ জন
	ব্যবসা খাত	১ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকা (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	১১-৫০ জন
	ম্যানুফ্যাকচারিং খাত	১০ কোটি থেকে ৩০ কোটি টাকা (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	১০০-২৫০ জন

কোনো একটা মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটা কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটা বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটা বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া কোন একটা মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটা কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটা মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটা মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং, সেবা অথবা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে মাঝারি শিল্পের সীমা শেষ, এরপর থেকে বৃহৎ শিল্পের নিম্ন সীমা শুরু হবে। এছাড়াও ম্যানুফ্যাকচারিং, সেবা অথবা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষুদ্র শিল্পের সীমা শেষ, এরপর থেকে মাঝারি শিল্পের নিম্ন সীমা শুরু হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিনিয়োগের নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় সার্কুলার ইস্যুর পর থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ন্যায় মাইক্রো ও কুটির শিল্পও এসএমই-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের আওতায় মাইক্রো ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণিত হলো–[১১২]

বিভাগ	বিভাগগুলোর অধীনে খাতসমূহ	মোট সম্পদ (ব্যয়)	কর্মচারীদের মোট সংখ্যা
মাইক্রো শিল্প	সেবা খাত	৫ লক্ষ টাকার কম (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	১০ জনের কম
	ব্যবসা খাত	৫ লক্ষ টাকার কম (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	৫ জনের কম
	ম্যানুফ্যাকচারিং খাত	৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	১০-২৪ জন বা কম
কুটির শিল্প		৫ লক্ষ টাকার কম (জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ)	১০ জনের কম (পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে)

১১২. *জাতীয় শিল্পনীতি*-২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

যদি কোন একটা মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটা কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটা ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটা ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং, সেবা অথবা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরিকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে মাইক্রো শিল্পের সীমা শেষ, এরপর থেকে ক্ষুদ্র শিল্পের নিম্ন সীমা শুরু হবে।

এছাড়াও কোন একটা মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটা কর্মকাণ্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটা মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটা মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ : বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোর বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইডিএ ও এডিবি তহবিল থেকে সুলভে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, সহজ শর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএমই খাতের জন্য ব্যাংকগুলোতে 'dedicated desk' চালু, এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলা, নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ সুবিধা প্রবর্তনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবতা হচ্ছে এ খাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি।[১১৩]

বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় দেশের জনগোষ্ঠীর সব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি (inclusiveness) বিস্তৃত করার প্রয়োজনে এ যাবত বাজার ব্যবস্থার অপ্রতুল নজর পাওয়া খাতগুলো, বিশেষ করে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে অধিক ঋণ সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সঙ্গতকারণে এসএমই খাতের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে এসএমই খাতের উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ, মনিটরিং ও তহবিল সরবরাহ করবে এবং উদ্যোক্তা গঠন ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্যে গৃহীত/গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ–

- এসএমই সেক্টরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণের নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত এ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্ষুদ্র, মাঝারি ও নারী উদ্যোক্তাভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে তাদের নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রাকে শাখা, জেলা এবং খাতভিত্তিক বিভাজনপূর্বক তা পৃথক পৃথকভাবে অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ খাতে অর্থায়নে আলাদা ব্যবসায়িক কৌশল গ্রহণসহ ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণার্থে দলিলাদি সম্পাদনে যথাসম্ভব স্বল্প আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করবে।

---

১১৩. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL 2011*, ibid, p. 10

- মাঝারি এন্টারপ্রাইজের চেয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্যে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণের সীমা ৳ ৫০,০০০/- হতে ৳ ৫০,০০,০০০/- নির্ধারিত থাকবে।
- দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের সকল ধরনের ঋণ আবেদনপত্রসমূহ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করবে এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নিষ্পত্তি করতে হবে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur's dedicated desk' স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করে তাদেরকে এসএমই খাতে অর্থায়নে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত 'dedicated desk' এর প্রধান হিসেবে সম্ভব হলে 'নারী কর্মকর্তা' নিয়োগ করবে। এই কর্মসূচি জারির দুই মাসের মধ্যে শাখাওয়ারি 'Women Entrepreneur's dedicated desk' এর তালিকা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানাত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানাত ব্যতিরেকে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপ **জামানাত** বা **সামাজিক জামানাত** গ্রহণের বিষয়টি ব্যাংক বিবেচনা করবে।
- এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। উল্লেখ্য, এসএমই ও কৃষির ন্যায় অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতের অর্থায়নে ব্যাংকগুলোকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে 'এসএমই সার্ভিস সেন্টার' এর পরিবর্তে'এসএমই/কৃষি শাখা' নামে ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছে।
- এসএমই ঋণের উপর ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করবে। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রযোজ্য এসএমই ঋণের উপ-খাতওয়ারি সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। ব্যাংক রেটে গৃহীত পুনঃঅর্থায়নকৃত তহবিল গ্রাহক পর্যায়ে (নারী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে) ব্যাংক রেট + ৫% সুদ হারে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- এসএমই শিল্পের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক-নির্দেশনা ও প্রবিধান অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক এর স্বকীয়তা বজায় রেখে এসএমই বিনিয়োগে নীতিমালা ঘোষণা করেছে; যার অধিকাংশ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত নীতিমালার আলোকে ইসলামী ব্যাংক তাদের এসএমই বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে এসএমই

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই-এর ভূমিকা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে এসএমই

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের পরিচিতি

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাধার বঙ্গোপসাগর। যৌক্তিক কারণেই চট্টগ্রামে ও মংলায় দু'টি সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নৌপথে পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যা বাংলাদেশের এসএমই উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এসএমই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের একটি যোগসূত্র রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পরিচিতির বর্ণনা উপস্থাপিত হল :

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

প্রাচীন বাংলার সঠিক সীমা নির্ধারণ করা মোটেই সহজ নয়। আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর পূর্বে অতি প্রাচীন কালে হযরত নুহ আ. এর সময়ের মহাপ্লাবনের পর বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে সর্বপ্রথম বঙ্গ জনপদ সৃষ্টি হয়।[১] হযরত নুহ আ.-এর এক প্রপৌত্রের নাম ছিল বং। এ বং ও তার সন্তানেরা এতদঞ্চলে বসতি ও উপনিবেশ স্থাপন করায় এ জনপদ 'বঙ্গ' নামে পরিচতি।[২] পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে আরও জনপদের অভ্যুদয় হয়। যেমন– উত্তরাংশে পুণ্ড্র-বরেন্দ্র, দক্ষিণ-পূর্বাংশে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি। প্রাচীন বাংলার সীমারেখা নির্ণয় করা যায় এভাবে যে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের কুচবিহার ও গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম পর্বতমালা, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান শৈলরাজি, পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[৩] বাংলাদেশ ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশে[৪] এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমায়[৫] অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আবাস।[৬] বাংলাদেশের প্রমাণ সময় (জিএমটি) +৬ ঘন্টা।[৭] ভারতের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কি.মি.। মিয়ানমারের সাথে মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৮৩ কি.মি.। সমুদ্র উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১১ কি.মি.। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা যার অপর নাম কর্কটক্রান্তি বা ট্রপিক অব ক্যান্সার। বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*(ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩), খ.১, পৃ. ১০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪. 'বিষুবরেখা হতে যে কোন দূরত্বে যে কোন কোণ অঙ্কন করা যায়। এরূপে কোন স্থান বিষুবরেখার সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, *ইসলামী ভূগোল*(ঢাকা : মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৯), পৃ. ৪২

৫. 'লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচের উপর দিয়ে সুমেরু হতে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত একটি কাল্পনিক অর্ধবৃত্ত রয়েছে। এটাকে প্রধান দ্রাঘিমা রেখা বলা হয়। প্রধান দ্রাঘিমা রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমাংশ বলে।' দ্র. খান মুহাম্মদ সালেক, প্রাগুক্ত, *ইসলামী ভূগোল*, পৃ. ৪৪-৪৫

৬. *Bangladesh Economic Review 2016*, Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh(Dhaka : Bangladesh Government Press, January 2017), p. xxxi

৭. *Bangladesh Economic Review 2016*, ibid, p. xxxi

রয়েছে ভারত ও মিয়ানমারের। বাংলাদেশ থেকে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব ১৬.৫ কি.মি. বা ১১ মাইল। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ৩৬৭ কি.মি. বা ২০০ নটিক্যাল মাইল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। ফ্রান্স ভিত্তিক Bureau international des poids et mesures প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত হিসেব অনুযায়ী ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২০০ কি.মি. বা ১.১৫০৭৮ মাইল। বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে ৫টি রাজ্যের। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে ৩টি জেলার। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার-এর। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সীমানা রয়েছে রাঙামাটি জেলার। ভারতের সাথে সীমান্ত নেই বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান বা দ্বীপ হলো ছেঁড়া দ্বীপ, সর্ব পূর্বের স্থান আখাইনঠং, সর্ব পশ্চিমের স্থান মনাকশা, সর্ব উত্তরের উপজেলার নাম তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, সর্ব দক্ষিণের উপজেলার নাম টেকনাফ, কক্সবাজার। সর্ব দক্ষিণের জেলা হল কক্সবাজার ও সর্ব উত্তরের জেলা হল পঞ্চগড়। আয়তনে বড় বিভাগ হল চট্টগ্রাম ও ছোট বিভাগ সিলেট। আয়তনে বড় জেলা রাঙামাটি ও ছোট জেলা নারায়ণগঞ্জ (যা পূর্বে ছিল মেহেরপুর)। জনসংখ্যায় বড় বিভাগ ঢাকা ও ছোট বিভাগ বরিশাল। জনসংখ্যায় বড় জেলা ঢাকা ও ছোট জেলা বান্দরবান। আয়তনে বৃহত্তম উপজেলা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা) ও ক্ষুদ্রতম উপজেলা বন্দর (নারায়ণগঞ্জ জেলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম উপজেলা গাজীপুর সদর (গাজীপুর জেলা) ও ক্ষুদ্রতম উপজেলা থানচি (বান্দরবান জেলা)। আয়তনে বৃহত্তম থানা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা জেলা) ও ক্ষুদ্রতম থানা হল ওয়ারি (ঢাকা জেলা)। আয়তনে বৃহত্তম পৌরসভা হল বগুড়া পৌরসভা ও ক্ষুদ্রতম পৌরসভা ভেদরগঞ্জ (শরিয়তপুর জেলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম পৌরসভা বগুড়া সদর। আয়তনে বৃহত্তম ইউনিয়ন সাজেক (রাঙামাটি জেলা) ও ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (ভোলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম ইউনিয়ন থামসানী (সাভার উপজেলা) ও ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (ভোলা)।

বাংলাদেশের আয়তন : আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯০তম।[৮] বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা প্রায় ২২ কি.মি. (১২ নটিক্যাল মাইল) এবং দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল সমুদ্রের সীমারেখা হতে গভীর সমুদ্রের প্রায় ৩৭০.৪০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। সন্নিহিত এলাকা ১৮ নটিক্যাল মাইল।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা : জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ২০১৫ সালের পঞ্চম আদমশুমারি (সাময়িক প্রাক্কলন) অনুযায়ী প্রায় ১৫৮.৯ মিলিয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%।[৯]

বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা : বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলিম। মুসলিম ৯০.৩৯, হিন্দু ৮.৫৪, বৌদ্ধ ০.৬২, খ্রিস্টান ০.৩১ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ০.১৪ শতাংশ।[১০]

ভাষা : বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। পূর্বে এদেশে অফিস আদালতে ইংরেজি ভাষা চালু ছিল। বর্তমানে সরকার দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করেছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার অবস্থা : বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ।

---

৮. ছোটদের বিশ্বকোষ, ৯১তম প্রকাশ, খ.১, পৃ. ৫৯৯

৯. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭(ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, জুন ২০১৭), পৃ. xvii

১০. ২০১১ সালের পঞ্চম আদমশুমারি অনুযায়ী ৮৬.৬% মুসলিম, ১২.১% হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ, ০.৪% খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ০.৩%। see. Discover Bangladesh (in Bengali) National web portal of Bangladesh

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য নিম্নে বাংলাদেশের মানচিত্র উপস্থাপিত হলো–

বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ২টি। ১. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, ২. মংলা সমুদ্রবন্দর।

১. **চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর :** বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এটা ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৮৮ সালে। বন্দরটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। এটা বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২% পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বার্ষিক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি গড়ে ১২ থেকে ১৪% চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সুবাদে অর্জিত হচ্ছে। গত দুইটি অর্থ বছর ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ যথাক্রমে ২১৩৬ ও ২২৯৪ টি জাহাজ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে প্রবেশ করেছে। নিচের সারণিতে ২০০৫-

২০০৬ থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলো।[১১]

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৫-০৬	৭৪১.১৩	৩৭৬.১১	৩৬৫.০২
২০০৬-০৭	৮৩০.০২	৪৫১.২৬	৩৭৮.৭৬
২০০৭-০৮	১০৫৭.০৪	৪৪৭.১৬	৬০৯.৮৮
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪২৩.১৩	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২০.১১	১০৬৫.৭১	৯৫৪.৪০
২০১৬-১৭	১৫৭৮.৮১	৮০১.৬১	৭৭৭.২০

২. **মংলা সমুদ্রবন্দর :** এ বন্দরটি ১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর বর্তমান বাগেরহাট জেলায় পশুর নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।[১২] এ বন্দরে ৩৫,৭৫২ বর্গমিটার এলাকায় বিস্তৃত ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ডে এক উচ্চতায় ২,১৮০ টি ইউজ কন্টেইনার সংরক্ষণ এবং ৪টি ট্রানজিট শেড ও ২টি ওয়ারহাউজে ৩৩,২৫৮ মেট্রিক টন কার্গো গুদামজাত করণের সুবিধা রয়েছে। বিদ্যমান সুবিধায় মংলা বন্দর দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং নেপাল ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ বন্দর দিয়ে মোট ৪৫.০ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য, ৪২,১৩৭ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে এবং ১৭০.৭০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। নিচের সারণিতে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলো।[১৩]

---

১১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭(ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, জুন ২০১৭), পৃ. ১৫২

১২. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৫-০৬	৪৭.২৫	৫৬.৬৪	(-) ৯.৪০
২০০৬-০৭	৪৯.৩৪	৫৫.৫৩	(-) ৬.১৯
২০০৭-০৮	৪৭.৭০	৪৭.৬৫	০.৪৫
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪৩	২.৯৭
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২-১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩-১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭	১৪৭.০০	১০৩.০০	৪৪.০০

বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহ :

১. বেনাপোল : শার্শা, যশোর। এটা বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর।
২. হিলি : দিনাজপুর। এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর।
৩. বাংলাবান্ধা : এটা তেতুলিয়ায় অবস্থিত।
৪. হাতিবান্ধা : এটা লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত।
৫. বিরল : এটা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।
৬. সোনা মসজিদ : এটা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
৭. তামাবিল : এটা সিলেট জেলায় অবস্থিত।
৮. কসবা : এটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত।
৯. হালুয়াঘাট : এটা ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত।
১০. বিবিরবাজার : এটা কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।
১১. দর্শনা : এটা চুয়াডাঙ্গা জেলায় অবস্থিত।
১২. ভোমরা : এটা সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত।
১৩. বিলোনিয়া : এটা ফেনী জেলায় অবস্থিত।
১৪. টেকনাফ : এটা কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত এবং মিয়ানমারের সাথে একমাত্র স্থলবন্দর।

বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহ :

১. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
২. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

৩. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৪. যশোর বিমানবন্দর।
৫. বরিশাল বিমানবন্দর।
৬. কক্সবাজার বিমানবন্দর।
৭. ঈশ্বরদি বিমানবন্দর।

মূলত চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানে অবস্থিত বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজে উৎপাদিত পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে পরিবহণের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে দীর্ঘ রেলপথ, নদীপথ ও সড়কপথ। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্পোদ্যোগের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এর ভৌগোলিক অবস্থান ও বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের প্রচুর সম্ভাবনা ও অবারিত সুযোগ রয়েছে। এজন্য বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ উদ্যোক্তার প্রয়োজন রয়েছে। তবেই সম্ভাবনাময় এদেশটা একদিন শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই-এর ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে শিল্পায়ন এখনো আশানুরূপ মাত্রায় হয়নি। এখনো কৃষির উপর নির্ভর করে এ দেশের অর্থনীতি আবর্তিত হয়। তাছাড়া গ্রাম ও শহরভেদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও এক রকম নয়। শহর কেন্দ্রিক ও পল্লী কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এমতাবস্থায়, সারা দেশে যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে দেশের সার্বিক অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই বাংলাদেশের মত দেশে এসএমই-এর মাধ্যমেই সারা দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্পায়ন ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। ফলে তাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আর সে জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ এসএমই-এর উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় একটি খাত। এ খাত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটা সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়ন চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল' এবং ইসলামি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে।[১৪] ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।[১৫]

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধরিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক বছরওয়ারি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটা নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৬ সালে ৬৩৮৫৭৪ টা এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে

---

১৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*(ঢাকা : শাইলি প্রিন্টার্স, ২০১৭), পৃ. ১২-১৩

১৫. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

১,৪১,৯৩৫.৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,১৩,৫০৩.৪৩ কোটি টাকার তুলনায় ২৫.০৫ শতাংশ বেশি। একই সময়কালে (২০১৬ সালে) ৪১৬৭৫ টা এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিতরণকৃত ঋণ ৫,৩৪৫.৬৬ কোটি টাকা, নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিতরণকৃত ঋণের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৬.৪৬ শতাংশ বেশি।[১৬] নিচে ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের পরিসংখ্যান প্রদত্ত হল–[১৭]

(কোটি টাকায়)

বছর	লক্ষ্যমাত্রা	উপখাতসমূহ			মোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন (%)
		ব্যবসা	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫

২০১৬ সালে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১৩,৫০৩.৪৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যবসা খাতে ৯০,৫৪৭.৫৭, শিল্প খাতে ৩৫,১৬৮.৬৩ ও সেবা খাতে ১৬,২১৯.১৯ এবং নারী উদ্যোক্তা খাতে ৫,৩৪৫.৬৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যাতে দেখা যায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উক্ত সালে ১২৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।[১৮]

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত অনুযায়ী)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য তহবিল	৩০৭.০৯	১৫৬.৩০	৫৩৫.৯০	৯৯৯.২৯	২৪৪৯	-	-	২৪৪৯
২	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২৭১৭
৩	বিবি নারী উদ্যোক্তা তহবিল	৩০৫.৭৪	৯১০.৯০	৩৬৪.২৯	১৫৮০.৯৩	৪৯০২	৮৩৯৩	২২১৩	১৫৫০৮
৪	বিবি এক্সটেনশন-নারী উদ্যোক্তা	৪৫.৩৪	৮৯.৭৫	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
৫	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০
৬	এডিবি-১ তহবিল	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪
৭	এডিবি-২ তহবিল	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩৭৬৫	৭৪৩৫	২৪৪৫	১৩৬৪৫
৮	জাইকা এফএসপিডিএসএমই	৩৫.৭০	৯৯.৪০	৩৭০.৬৩	৫০৫.৭৩	৪৮৬	১১	১৬৬	৬৬৩
৯	নতুন উদ্যোক্তা তহবিল	০.৩০	১২.২৭	১.৫৮	১৪.১৫	১৩৫	-	১৪১	২৭৬
১০	ইসলামি শারি'আহ তহবিল	২০৯.০০	১৯.৪২	৫৩.৫৮	২৮২.০০	৭১	৪১৩	১২	৪৯৬
মোট		**১৫১৩.১০**	**২৭১৯.৪১**	**১৯৫০.৪২**	**৬১৮২.৯৩**	**১৯৩৬০**	**২৬৫২৩**	**৭৭০২**	**৫৩৫৮৫**

প্রোক্ত ১০ টা খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিবরণ নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল :

১৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

১৭. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

১৮. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত অনুযায়ী)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল (সাধারণ)									
১	ব্যাংক (২০)	৩৪৮.৬১	২৯১.৪৪	৭০.৪৮	৭১০.৫৩	৩১১২	৩৯৫৬	৮১৮	৭৮৮৬
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৩)	৩৬.৫০	৩০৬.৮০	১৭২.৪৭	৫১৫.৭৭	১৯১২	১৯৭০	৯৪৯	৪৮৩১
	উপ-মোট	৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২৭১৭
খ. বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল (নারী উদ্যোক্তা)									
১	ব্যাংক (৩৩)	২৬১.০৯	৪২০.৮৯	১৯৬.৩৪	৮৭৮.৩২	৩০৪৭	৫৯৪২	১৫৩৬	১০৫২৫
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১)	৪৪.৬৫	৪০৯.০১	১৬৭.৯৫	৭০২.৬১	১৮৫৫	২৪৫১	৬৭৭	৪৯৮৩
	উপ-মোট	৩০৫.৭৪	৯১০.৯০	৩৬৪.২৯	১৫৮০.৯৩	৪৯০২	৮৩৯৩	২২১৩	১৫৫০৮
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সটেনশন (নারী উদ্যোক্তা)									
১	ব্যাংক (২৪)	৪০.৬৯	২৮.৩৯	১৮.৯৭	৮৮.০৪	১৭৪	৬০২	৫১	৮২৭
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৫)	৪.৬৫	৬১.৩৭	২৫.৯৭	৯১.৯৯	১৮৬	৩৪১	৫৩	৫৮০
	উপ-মোট	৪৫.৩৪	৮৯.৭৫	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
	সর্বমোট	**৭৩৬.১৯**	**১৫৯৮.৯০**	**৬৫২.১৮**	**২৯৮৭.২৬**	**১০২৮৬**	**১৫২৬২**	**৪০৮৪**	**২৯৬৩২**

আইডিএ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত অনুযায়ী)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (১৭)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২২১৯
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৫)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
	মোট	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০

এডিবি তহবিল-১ থেকে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত অনুযায়ী)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৯)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১৮৯৩	১৫৫	২৭০৫
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৭)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
	মোট	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪

এডিবি তহবিল-২ থেকে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত অনুযায়ী)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (১৯)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭০	২২৪৬	৫৩১৯	১২৩০	৮৭৯৫
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৫	১৫১৯	২১১৬	১২১৫	৪৮৫০
	মোট	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩৭৬৫	৭৪৩৫	২৪৪৫	১৩৬৪৫

জাইকা তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত অনুযায়ী)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (২৫) ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১)	৩৫.৭০	৯৯.৪০	৩৭০.৬৩	৫০৫.৭৩	৪৮৬	১১	১৬৬	৬৬৩

কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় পল্লীভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত অনুযায়ী)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (২৯) + আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২০)	৩০৭.০৯	১৫৬.৩০	৫৩৫.৯০	৯৯৯.২৯	২৪৪৯	-	-	২৪৪৯

২০১৬ সাল পর্যন্ত এসএমই খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ১০ টা তহবিল থেকে মোট ৬১৮২.৯৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৪৪৯ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য তহবিল থেকে ৯৯৯.২৯ কোটি টাকা, ১২৭১৭ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল থেকে ১,২২৬.৩০ কোটি টাকা, ৩১৬০ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য আইডিএ তহবিল থেকে ৩১২.৬১ কোটি টাকা, ৩২৬৪ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য এডিবি-১ তহবিল থেকে ৩৩৪.৯৪ কোটি টাকা, ১৩৬৪৫ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য এডিবি-২ তহবিল থেকে ৭৪৬.৯৫ কোটি টাকা, ৬৬৩ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য জাইকা এফএসপিডিএসএমই তহবিল থেকে ৫০৫.৭৩ কোটি টাকা, ২৭৬ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন উদ্যোক্তা তহবিল থেকে ১৪.১৫ কোটি টাকা এবং ৪৯৬ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ইসলামি শারি'আহ তহবিল থেকে ২৮২.০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। উক্ত ১০ টা তহবিলের মোট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৩,৫৮৫ টি। এর মধ্যে শিল্প ১৯৩৬০, বাণিজ্য ২৬৫২৩ এবং সেবা খাতে ৭৭০২ টা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য পুঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যে নারী উদ্যোক্তা ১৬,৯১৫ জন এবং পুনঃঅর্থায়নের অংক মোট ১৭৬০.৯৬ কোটি টাকা। জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত ১০ টা তহবিল থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৬,১৮২.৯৩ কোটি টাকা। উক্ত তহবিলসমূহ থেকে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে চলতি মূলধন, মধ্যমেয়াদি ঋণ এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১৫১৩.১০, ২৭১৯.৪১ এবং ১৯৫০.৪২ কোটি টাকা।[১৯]

কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল : বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিংবা স্বপ্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০ কোটি টাকার একটা তহবিল গঠন করা হয়েছে।[২০] এ তহবিল থেকে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন কিংবা মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ২৭৬ জন উদ্যোক্তাকে ১৪.১৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।[২১]

---

১৯. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
২০. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

ইসলামি শারি'আহ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল : অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।[২২] ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ৫০১ জন উদ্যোক্তাকে ২৮২.৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।[২৩]

বাংলাদেশে এসএমই ও কর্মসংস্থান : বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দেশে মোট ২৯০৬ টা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং ৬৪৪২ টা কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১,১৮১.৯৯ কোটি টাকা। নিম্নে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিসিক শিল্প নগরীসমূহের বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের তথ্য উপস্থাপিত হল :

অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
২০০৯-২০১০	১৪,১৯৯	২৭,৩৬১	৩.৯৩
২০১০-২০১১	১৪,৭৯০	২৯,০২৮	৪.৪৫
২০১১-২০১২	১৫,৭৭১	৩২,২০৩	৪.৫৬
২০১২-২০১৩	১৭,৪১১	৩৬,০৯৭	৫.০৪
২০১৩-২০১৪	১৮,৮৯৭	৪২,৫০৯	৫.২৬
২০১৪-২০১৫	১৯,৩৮০	৪৩,৮৫৮	৫.৫০
২০১৫-২০১৬	২০,১৭৮	৪৫,৮৭৯	৫.৬৩

উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক ১৯৩.২৫, বিসিক ৪৮৪.৮১ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫০৩.৯৩ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৫০৬০৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।[২৪]

এসএমই খাতে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক অর্থায়ন : এসএমই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে এসএমই'র বিকাশের পথ ধরে এ দেশের জনগোষ্ঠী সম্ভাবনাময় বিপুল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়ে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উদ্যোক্তাবান্ধব করতে এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসএমই খাতের অধিকতর বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত করার লক্ষ্যে ৩০

২২. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট' নামে একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতে অর্থায়নকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১০ সালে প্রথমবারের মত একটা বিস্তৃত এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্বের তুলনায় বেশি হারে এসএমই ঋণ দিতে অগ্রগামী হয়েছে। ২০১০ সালেই প্রথমবারের মত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এবং সে অনুসারে ঋণ বিতরণ করে। নিচে সারণীর মাধ্যমে ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এসএমই খাতে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক অর্থায়ন তুলে ধরা হল[২৫] :

বছর	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	ঋণ বিতরণ		লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বিতরণের হার (%)
		উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকা)	
২০১০	৩৮,৮৫৮	৩০৮,৯৫০	৫৩,৫৪৪	১৩৮
২০১১	৫৬,৯৪০	৩১৯,৩৪০	৫৩,৭১৯	৯৪
২০১২	৫৯,০১৩	৪৬২,৫১৩	৬৯,৭৫৩	১১৮
২০১৩	৭৪,১৮৭	৭৪৪,২২৮	৮৫,৩২৩	১১৫
২০১৪	৮৮,৭৫৩	৫৪১,৬৫৬	১০০,৯১০	১১৩
২০১৫	১০৪,৫৮৬	৭২৪,৯০৩	১১৫,৮৭০	১১১

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০-২০১৫ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ২০১১ সালে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এছাড়া অন্য বছরগুলোতে লক্ষ্যমাত্রার অধিক অর্জিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসীম সম্ভাবনাময় একটা উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের উন্নয়নের একটা বিশাল অংশ জুড়ে এসএমই-এর অবদান রয়েছে। উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে, শিল্প উন্নয়নে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

২৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস*(ঢাকা : ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিসেম্বর ২০১৭), পৃ. ৩১৫-৩১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোর বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইডিএ ও এডিবি তহবিল থেকে সুলভে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, সহজ শর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএমই খাতের জন্য ব্যাংকগুলোতে 'dedicated desk' চালু, এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলা, নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ সুবিধা প্রবর্তনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবতা হচ্ছে এ খাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় দেশের জনগোষ্ঠীর সব শ্রেণীর অন্তর্ভক্তি (inclusiveness) বিস্তৃত করার প্রয়োজনে এ যাবত বাজার ব্যবস্থার অপ্রতুল নজর পাওয়া খাতগুলো, বিশেষ করে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে অধিক ঋণ সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সঙ্গতকারণে এসএমই খাতের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে এসএমই খাতের উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ, মনিটরিং ও তহবিল সরবরাহ করবে এবং উদ্যোক্তা গঠন ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্যে গৃহীত/গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ–

এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ

- এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণের নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা (indicative target) নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত এ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা উদ্যোক্তাভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ করতে হবে।[২৬]
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে তাদের নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রাকে শাখাওয়ারি, জেলাওয়ারি এবং খাতওয়ারি বিভাজনপূর্বক তা পৃথক পৃথকভাবে অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ খাতে অর্থায়নে আলাদা ব্যবসায়িক কৌশল (business strategy) নেয়াসহ ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণার্থে দলিলাদি সম্পাদনে যথাসম্ভব স্বল্প আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করবে।
- মাঝারি এন্টারপ্রাইজের চেয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্যে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণের সীমা ৳ ৫০,০০০/- হতে ৳ ৫০,০০,০০০/- নির্ধারিত থাকবে।

২৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

- দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[২৭]
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের সকল ধরনের ঋণ আবেদনপত্রসমূহ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করবে এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নিষ্পত্তি করতে হবে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur's dedicated desk' স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করে তাদেরকে এসএমই খাতে অর্থায়নে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত 'dedicated desk' এর প্রধান হিসেবে সম্ভব হলে 'নারী কর্মকর্তা' নিয়োগ করবে। এই কর্মসূচি জারির দুই মাসের মধ্যে শাখাওয়ারি 'Women Entrepreneur's dedicated desk' এর তালিকা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।[২৮]
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানাত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানাত ব্যতিরেকে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপ জামানাত বা সামাজিক জামানাত গ্রহণের বিষয়টি ব্যাংক বিবেচনা করবে।
- এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। উল্লেখ্য, এসএমই ও কৃষির ন্যায় অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতের অর্থায়নে ব্যাংকগুলোকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে 'এসএমই সার্ভিস সেন্টার' এর পরিবর্তে'এসএমই/কৃষি শাখা' নামে ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স ইস্যু করেছে।
- এসএমই ঋণের উপর ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করবে। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রযোজ্য এসএমই ঋণের উপ-খাতওয়ারি সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। ব্যাংক রেটে গৃহীত পুনঃঅর্থায়নকৃত তহবিল গ্রাহক পর্যায়ে (নারী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে) ব্যাংক রেট + ৫% সুদ হারে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- এসএমই শিল্পের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এসএমই ঋণ : বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬ তে বর্ণিত কিংবা ভবিষ্যতে সংশোধিত/ পরিমার্জিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/উদ্যোগে প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক/ ব্যবসায়িক যেকোন ধরনের ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।[২৯]

---

২৭. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬
২৮. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
২৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এসএমই অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট সাধারণ নির্দেশনাবলি : সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতে অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকার হচ্ছে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, নারী উদ্যোগ, গ্রামীন উদ্যোগ, ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোগ, কৃষিভিত্তিক ও কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, শ্রমঘন ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন, রপ্তানিমুখী উদ্যোগ, উদ্ভাবনী নতুন উদ্যোগ ও আইটি এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগে অর্থায়ন বৃদ্ধি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বাধার কারণে যেসব প্রান্তিক উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের অপর একটি অগ্রাধিকার এলাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের এসএমই ব্যাংকিং কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত অগ্রাধিকারসমূহ যথাযথ বিবেচনায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বছরের শুরুতেই তাদের মোট বিতরণযোগ্য ঋণের মধ্যে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক নিম্নে বর্ণিত ছক সংযোজনী-১ মুতাবিক বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।[৩০]

সংযোজনী-১

Yearly CMSME Loan Disbursement Target

Name of the Bank/NBFI:

Target Year:

(Amount in Crore BDT)

Division	Area	Cluster Financing Target	Sector and Gender-wise Disbursement Target								
			Cottage Enterprise		Micro Enterprise		Small Enterprise		Medium Enterprise		Total
			Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	
Dhaka	Urban										
	Rural										
Chittagong	Urban										
	Rural										
Rajshahi	Urban										
	Rural										
Khulna	Urban										
	Rural										
Barishal	Urban										
	Rural										
Sylhet	Urban										
	Rural										
Rangpur	Urban										
	Rural										
Total											

৩০. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

ব্যাংকের সামগ্রিক ঋণ পোর্টফোলিওতে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ স্থিতির শতকরা কাঙ্খিত হার হচ্ছে অন্যূন ২০%। আগামী ৫ বছরের মধ্যে এ হার অন্যূন ৩০% এ উন্নীত করার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণে মাঝারি খাতের চেয়ে ক্ষুদ্র খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসএমই ঋণ পোর্টফোলিওর খাতভিত্তিক কাঙ্খিত গঠন হবে ম্যানুফ্যাকচারিং অন্যূন ৩০%, সেবা অন্যূন ১৫% এবং ব্যবসা সর্বোচ্চ ৫৫%। মোট এসএমই ঋণের মধ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তা ঋণের কাঙ্খিত হার হবে ন্যূনতম ১০%। আগামী ৫ বছরে ১৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত গঠন এসএমই পারফরমেন্স মূল্যায়নে নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে শাখাওয়ারি, জেলাওয়ারি এবং বিবিধ খাতওয়ারি বিভাজনপূর্বক তা পৃথক পৃথকভাবে অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা, গ্রামাঞ্চল, পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক এলাকাগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ খাতে অর্থায়নে আলাদা ব্যবসায়িক কৌশল (Business Strategy) প্রণয়নসহ ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণার্থে দলিলাদি সম্পাদনে যথাসম্ভব স্বল্প আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করবে। পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের নীতি গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হলো, তবে Environmental Risk Management (ERM) Guidelines অনুযায়ী Environmental Due-Diligence Checklist প্রযোজ্য হলে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে এই সময়সীমা শিথিলযোগ্য।

কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণের সর্বনিম্ন সীমা যথাক্রমে ১০,০০০/-, ২০,০০০/- ও ৫০,০০০/- টাকা হবে এবং সর্বোচ্চ সীমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্ব স্ব ব্যবসায়িক কৌশলের আলোকে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের গ্রাহকদের চাহিদা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ/সঞ্চয় পণ্য (Product) উন্নয়ন ও বিপণনে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন্স অনুসরণ করতে হবে। এখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক চলতি হিসাব ও সঞ্চয়ী হিসাবসমূহকে অত্র সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী চিহ্নিত করতে হবে এবং ত্রৈমাসিক এসএমই প্রতিবেদনের সাথে এ তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নে বর্ণিত ছক সংযোজনী-৪ মুতাবিক প্রদান করতে হবে।[৩১]

---

৩১. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

সংযোজনী-৪

Quarterly Statement of CMSME Deposit Mobilization.

Name of the Bank:

Name of the quarter:

Enterprise Category	No. of A/Cs								Amount of Deposits (BDT in Lakh)							
	Current		Savings		Fixed Deposit		Total		Current		Savings		Fixed Deposit		Total	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Cottage																
Micro																
Small																
Medium																
Total																

* Deposit means deposit in the name of enterprise (as per definition of cottage, micro, small and medium enterprises) and not in owner's personal name.

এসএমই গ্রাহকদের বিশেষ করে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র গ্রাহকদের হিসাব খোলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। হিসাব খোলা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রযোজ্য নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক পণ্য বা সেবা কেন্দ্র করে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়নে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ্রাহকদের চাহিদা ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তার আলোকে ব্যাংকার-গ্রাহক আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সময়ের জন্য গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করতে হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সে এসএমই ঋণ আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

এসএমই খাতে ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণ এবং আমানতের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংকে বা অনুর্ধ্ব ৫% এ সীমিত রাখতে হবে।[৩২]

প্রতিটি এসএমই ঋণ অনুমোদন পত্রে নামিক হারের পাশাপাশি ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার চার্জ, ফি ও অগ্রিম কিস্তিসহ ঋণের কার্যকর সুদ হার (Effective Interest Rate) এবং সুদ হার নির্ধারণ পদ্ধতি (e.g., Declining balance method) উল্লেখ করতে হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের সকল শাখায় কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও অগ্রাধিকার গ্রাহকদের সেবার জন্য এসএমই হেল্প ডেস্ক (SME Help Desk) কার্যকর করার মাধ্যমে ব্যাংকিং ও ব্যবসায় পরামর্শ সহায়তা সেবা ব্যবস্থা (Banking and Business Advisory Services System) চালু করতে হবে।

যথাযথভাবে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখার সমন্বয়ে তিনস্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করবে।

৩২. বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১৪/২০১৫

বাংলাদেশ ব্যাংককে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এসএমই সংক্রান্ত যে তথ্য পূর্বে দেয়া হতো তা এখন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত নিম্নের ছক সংযোজনী-২ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে ত্রৈমাস শেষের পরবর্তী ১৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।[৩৩]

সংযোজনী-২

Quarterly CMSME Loan Disbursement Statement

Name of the Bank/ NBFI:
Name of the Quarter:

(Figs. in Crore BDT)

Segment	Sub-Sector	Nature of Enterprise	Disbursement (Current Quarter)		Outstanding as on end of the Quarter (As per CL)		Disbursement to New Enterprise (Current Quarter)		Outstanding for New Enterprise	Disbursement without Collateral (Current Quarter)		Outstanding for Without Collateral Disbursement	Disbursement under Refinance (Current Quarter)		Outstanding for Disbursement under refinance	Amount as on end of the Quarter			Rural Disbursement (Current Quarter)	
			Number	Amount	Total Loans	CMSME Loans	Number	Amount		Number	Amount		Number	Amount		Recoverable	Recovery	Classified	number	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cottage	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Cottage																				
Micro	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Micro																				
Small	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Small																				
Medium	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Medium																				
Total		Male																		
		Female																		
Grand Total																				

কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে ঋণ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তদারকি ব্যয় (Supervision Cost) হ্রাস করার লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ বিতরণ ও আদায়ে এনজিও কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালার আওতায় এজেন্ট ব্যাংকিং কাজের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত এজেন্টদের সহায়তা গ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসূহ এসএমই ব্যাংকিং বিষয়ে উদ্ভাবনী পণ্য উন্নয়ন, বিপণন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঋণ আদায় কৌশল অবলম্বন করবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এসএমই খাতের একটি সম্ভাবনাময় দিক হল আইটি খাত। আইটি খাতে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড উন্নয়নে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আইটি খাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ এ খাতে অর্থায়ন করে যত দ্রুত সম্ভব এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এমতাবস্থায়, কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আইটি উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৩৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

এসএমই ব্যাংকিং ও এসএমই অর্থায়ন একটি নতুন ধারণা যা ব্যাংকার ও উদ্যোক্তাদের নিকট সুপরিচিত নয়। প্রত্যেক ব্যাংককে তাদের স্ব স্ব কর্মীদের এসএমই ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তার এসএমই গ্রাহকদের ব্যবসায়িক ও ব্যাংকিং বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এসএমই গ্রাহকদের প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক হিসাব খোলার এবং ঋণ গ্রহণের আবেদন পত্র অন্যান্য গ্রাহকের আবেদন পত্র থেকে ভিন্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ আবেদন পত্র ভিন্ন রংয়ের কিংবা আবেদনপত্রের উপরে এসএমই লেখা মুদ্রিত থাকতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক হিসাব খোলার আবেদনপত্র এসএমই হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আবেদনপত্র বাংলাকরণ বিষয়ক নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এসএমই গ্রাহকদের ডাটাবেজ গড়ে তুলবে। ডাটাবেজ গ্রাহক প্রতিষ্ঠান/মালিকের ব্যক্তিগত/ব্যবসায়িক তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ক তথ্য এবং ব্যবসায়িক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এ ডাটাবেজ ব্যাংকের নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের সাথে সমন্বিত থাকতে হবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার টুলস হিসেবে এসএমই রেটিং এর ব্যবহার একটি সম্ভাব্য বিকল্প/সহযোগী পন্থা বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ব্যাংকিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার এ টুলস এর ব্যবহার উৎসাহিত করছে। এ ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ ০১ জানুয়ারি, ২০১৪ অনুসরণীয় হবে।[৩৪]

এ সার্কুলারে উল্লিখিত পরিবর্তনসমূহ ব্যতিরেকে বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রযোজ্য সাধারণ প্রুডেনশিয়াল বিধিমালা ও বিশেষভাবে এসএমই খাতের জন্য বিদ্যমান প্রুডেনশিয়াল বিধিমালা পরিপালন পরবর্তীতে কোন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

এসএমই খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক সফলতাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে আমলে নেয়া হবে।

এসএমই গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ নীতিমালা ও চার্টার প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রতিটি শাখায় গ্রাহক সেবা চার্টার প্রদর্শন ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক এসএমই সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার নীতি গ্রহণ করতে হবে। এ নীতি অনুযায়ী কোন গ্রাহকের আবেদনকৃত এসএমই ঋণ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে গ্রাহক ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পরবর্তী ধাপের নিকট বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। ঋণ আবেদন চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ গ্রাহককে অবহিত করবেন।

---

৩৪. বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৪

যথাযথভাবে মনিটরিং এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিষয়ক নীতিমালা সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে শাখা পরিদর্শনকালে এসএমই খাতে অনুমোদিত ঋণের পাশাপাশি প্রত্যাখ্যাত ঋণ আবেদনও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে বাতিলকৃত এসএমই ঋণ আবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথি শাখায় সংরক্ষণ করাটা আবশ্যকীয়। এমতাবস্থায় বাতিলকৃত এসএমই ঋণ আবেদন এর নথি যথাযথভাবে শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এসএমই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে Financial Inclusion এর সুফল প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, দেশের সুবিধা বঞ্চিত নারী উদ্যোক্তা এবং রাখাইনসহ সকল উপজাতি উদ্যোক্তাদের এসএমই খাতের আওতায় ঋণ বিতরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর আওতায় সরাসরি অথবা এনজিওর লিংকেজের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করা যাবে। বিতরণকৃত ঋণ অত্র বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অত্র বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম/স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম/কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল/ ইসলামি পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন যোগ্য মর্মেও বিবেচিত হবে।

নারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশনাসমূহ : এসএমই খাতে অর্থায়ন কর্মসূচীর আওতায় দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবসায়িক কৌশল গ্রহণসহ নারী উদ্যোক্তাদের উপযোগী ঋণ পণ্য উদ্ভাবন ও বিপণনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সকল ধরনের ঋণ আবেদনপত্রসমূহ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিটি শাখায় আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneurs Dedicated Desk/Help Desk' স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করে তাদেরকে এসএমই খাতে অর্থায়নে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত Dedicated Desk/Help Desk এর প্রধান হিসেবে সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।[৩৫]

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নারী উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপ জামানত বা সামাজিক জামানত গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রুপ/ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ বিতরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিতে এসএমই ঋণ বিতরণ করা যাবে। গ্রুপ ভিত্তিক বিতরণকৃত ঋণ বাংলাদেশ

---

৩৫. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

ব্যাংকের এসএমই পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া বাংলাদেশের মানচিত্রে সদ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়া (সাবেক ১১১টি ছিটমহল) অঞ্চলের বাসিন্দাদের জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সংযুক্ত করা ও তাদের সম্ভাবনাময় উদ্যোগসমূহ বিকশিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান এসএমই অর্থায়ন নীতিমালার আলোকে এ অঞ্চলের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) গ্রুপভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণের আওতাভুক্ত করতে হবে।[৩৬]

গ্রুপের সদস্য সংখ্যা, গ্রুপভিত্তিক ঋণের পরিমাণ, ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রুডেনশিয়াল গাইডলাইন্স, ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিধিবিদান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

নারী উদ্যোক্তা অর্থায়নের উদ্দেশ্যে আলাদা Business Segment/Women Entrepreneurs Financing Unit গঠনের বিষয়টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে। এ লক্ষ্যে, নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন বিষয়ে তাদের পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন, প্রচার ও পরিপালন করবে।

নারী উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প ও সেবা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণে উদ্যোগী ভূমিকা পালন, প্রমোশনাল কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি এবং তা অর্জন, নারী উদ্যোক্তাদের ক্লাস্টার খুঁজে বের করে তাদের ঋণ কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে সূচারুরূপে এবং অধিকতর গুরুত্ব সহকারে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে (যদি থাকে) একটি 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট (Women Entrepreneurs Development Unit) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবিত ইউনিট শাখা পর্যায়ের Women Entrepreneurs Dedicated Desk/Help Desk সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটে নারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।[৩৭]

সকল ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ৩ জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তাকে খুঁজে বের করতে হবে যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি। তবে এ সংখ্যা আরো বেশি হলে ব্যাংক প্রশংসিত হবে।

নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী শিল্প/ সেবা/ ব্যবসা কার্যক্রম নির্বাচন, মূলধন সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় পরিচালনা, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বা সেবা বাজারজাতকরণ, ব্যাংকে হিসাব খোলা ও লেনদেনের পদ্ধতিসহ সার্বিক বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে অথবা প্রয়োজনে আঞ্চলিক পর্যায়ে কয়েকটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প

---

৩৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৩৭. বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Small and Cottage Industries Training Institute-SCITI), বিভিন্ন ব্যবসায়িক চেম্বার/এসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তা চেম্বার/এসোসিয়েশনসহ অনুরূপ সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। এ জন্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ঋণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রাতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩ জন নতুন নারী উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ন্যূনতম ১ জনকে কুটির, মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে। এ সংখ্যা আরো বেশি হলে ব্যাংক প্রশংসিত হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনে নারী উদ্যোক্তাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিতেও ঋণ প্রদান করা যাবে। উদ্যোক্তাদের অন্যান্য আর্থিক সেবার চাহিদা পূরণের বিষয়েও ব্যাংক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নতুন নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ/আর্থিক সেবা প্রদান কর্মসূচীর সাফল্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CAMELS Rating এর এসএমই কার্যক্রমের সাফল্য বিষয়ক স্কোরিং এ প্রতিফলিত হবে।

কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ/আর্থিক সেবা প্রদান কর্মসূচীর অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের 'এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট' এর নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটকে অবহিত করতে হবে।

এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী : কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিখাতের পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন ও তৎসংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদানকারী খাতে নিম্নোক্ত শর্তে তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে–[৩৮]

উল্লিখিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় আগ্রহী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তি দ্বারা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অত্র স্কিমের আওতায় সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারিকৃত সকল নীতিমালার পরিপালন ও গৃহীত সমুদয় ঋণের সুদসহ পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে।[৩৯]

এ স্কিমের আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে ১০০% পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

অত্র স্কিমের আওতায় অর্থায়নযোগ্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা হলো–

(ক) কৃষিভিত্তিক শিল্পটিকে দেশের সকল বিভাগীয় সদর, নারায়ণগঞ্জ শহর ও ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে অবস্থিত হতে হবে;

---

৩৮. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০২

৩৯. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

(খ) কৃষিভিত্তিক শিল্পটির স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ (ভূমি ও ইমারতের মূল্য ব্যতীত) অনুর্ধ্ব ১০ কোটি টাকা হতে হবে;

(গ) কৃষিভিত্তিক শিল্পটিকে নিম্নে উল্লেখিত বাংলাদেশ ব্যাংকের অত্র প্রজ্ঞাপনের সাথে সংযুক্ত সংযোজনী-৮ এর 'কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকা' এ বর্ণিত এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।[৪০]

সংযোজনী-৮

কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকা

১. প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি) উৎপাদনকারী শিল্প;
২. ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, ইক্ষু, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প;
৩. ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডলস ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ শিল্প;
৪. আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ;
৫. মাশরুম ও স্পিরুলিনা প্রক্রিয়াকরণ;
৬. স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প;
৭. দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ (দুধ পাস্তুরিতকরণ, গুড়ো দুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টি, পনির, ঘি, মাখন, চকোলেট, দধি ইত্যাদি);
৮. আলু থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য (চিপস, পটেটো ফ্লেক্স, স্টার্চ প্রভৃতি) উৎপাদনকারী শিল্প;
৯. বিভিন্ন গুড়া মসলা উৎপাদনকারী শিল্প;
১০. ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন শিল্প;
১১. লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;
১২. চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ শিল্প;
১৩. হারবাল ও ভেষজ কসমেটিক্স প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৪. ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৫. হাঁস, মুরগি, গবাদি পশু ও মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৬. বীজ উৎপাদন, গবেষণা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ;
১৭. পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (দড়ি, সুতা, চট, থলে, কার্পেট, পাটের সেন্ডেল প্রভৃতি);
১৮. রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প;
১৯. কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রশিল্প স্থাপন, মেরামত ইত্যাদি;
২০. চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ শিল্প;
২১. সুগন্ধি চাল প্রস্তুতকরণ শিল্প;
২২. চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প;
২৩. নারিকেল তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশীয় নারিকেল থেকে সংগৃহীত কোপরা ব্যবহার করা হয়।

৪০. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২৪. রাবার টেপ, লাক্ষ্যা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;
২৫. কোল্ড স্টোরেজ (কৃষকদের উৎপাদিত খাবার আলু ও বীজ, ফলমূল, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ);
২৬. কাঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি ও উৎপাদন (কুটির শিল্প ছাড়া);
২৭. ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তারিনকারক প্রতিষ্ঠান;
২৮. গোশত প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান;
২৯. জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি প্রতিষ্ঠান;
৩০. বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি তৈরি;
৩১. মৌমাছির চাষ ও মধু তৈরির প্রকল্প;
৩২. রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প;
৩৩. পার্টিকেল বোর্ড প্রস্তুতকরণ শিল্প;
৩৪. সরিষার তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশীয় সরিষা ব্যবহার করা হয়);
৩৫. ধানের তুষ, পোল্ট্রি ও গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্লান্ট ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প;
৩৬. চালের কুঁড়া থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী শিল্প;
৩৭. পোল্ট্রি ও ডেইরি শিল্প।

উল্লেখ্য উক্ত তালিকাটি সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ নয়। তালিকা বহির্ভূত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য উপযোগী শিল্পে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতেও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হতে পারে। এছাড়াও সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন নতুন কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতকে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রচলিত ব্যাংক হারে (Prevailling Bank Rate) সুদ প্রযোজ্য হবে। অত্র স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে অর্থায়নের বিপরীতে গৃহীত সুদের হার পূর্বে ব্যাংক হার (৫%) এর চেয়ে সর্বোচ্চ ৫% অধিক হার অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০% প্রযোজ্য ছিল।[৪১] তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনশীল শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অধিকহারে উৎসাহিত করতে বিদ্যমান ঋণ বাজার পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম', 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এবং 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত সুদহার ব্যাংক রেট + ৪% (সর্বোচ্চ) অর্থাৎ ৯% এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।[৪২]

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানপূর্বক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন অনুসারে পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরির পূর্বে বা পরে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত দলিলাদি তলব বা

৪১. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৪২. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১

প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারবে। পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা কপি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত সংযোজনী-৯ নিম্নে প্রদত্ত হলো–[৪৩]

সংযোজনী-৯

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরি প্রসঙ্গে।

ক্রমিক	বিবরণ	প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি				মন্তব্য
১	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম					
২	পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের তারিখ					
৩	অর্থায়ন সময়কাল					
৪	আবেদনকৃত পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ					
	ঋণের ধরণ	সংখ্যা		টাকার পরিমাণ		
	চলতি মূলধন ঋণ					
	মধ্য মেয়াদি ঋণ					
	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ					
	মোট					
৫	অত্র স্কিমের আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ও স্থিতি					
	ঋণের ধরণ	গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন		পুনঃঅর্থায়ন স্থিতি		
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	
	চলতি মূলধন ঋণ					
	মধ্য মেয়াদি ঋণ					
	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ					
	মোট					
৬	অত্র আবেদনের আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের উদ্যোক্তা পর্যায়ের বিবরণ					
	উদ্যোক্তার ধরন	সংখ্যা		টাকার পরিমাণ		
	নতুন					
	পুরাতন					
	মোট					
৭	অত্র আবেদনের আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের প্রকৃতি					
	প্রকল্পের ধরন	সংখ্যা		টাকার পরিমাণ		
	শিল্প					
	ব্যবসা					
	সেবা					
	মোট					

৪৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

<table>
<tr><td>ক্রমিক</td><td>বিবরণ</td><td colspan="3">প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি</td><td>মন্তব্য</td></tr>
<tr><td>৮</td><td colspan="5">অত্র স্কিম ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য তহবিল হতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">স্কিমের নাম</td><td colspan="2">গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন</td><td colspan="2">পুনঃঅর্থায়ন স্থিতি</td></tr>
<tr><td></td><td>সংখ্যা</td><td>টাকার পরিমাণ</td><td>সংখ্যা</td><td>টাকার পরিমাণ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৯</td><td colspan="5">পুনঃঅর্থায়নের আওতায় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ খেলাফি কিনা?</td></tr>
<tr><td>১০</td><td colspan="3">ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক তথ্যাদি</td><td>টাকার পরিমাণ</td><td>তারিখ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">প্রয়োজনীয় মূলধন</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">বর্তমান মূলধন</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণের বকেয়া স্থিতি</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণের শ্রেণীকৃত ঋণের হার</td><td></td><td></td></tr>
</table>

ঋণের মেয়াদ : এ স্কিমের আওতায় চলতি মূলধন, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ অর্থায়ন করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ ১ বছর মেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি ঋণ সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদি হতে হবে।

আলোচ্য তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত নিম্নরূপে পরিশোধযোগ্য হবে;

(ক) চলতি মূলধন ঋণ : পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ১ বছর পূর্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

(খ) মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ : পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের সমান মেয়াদে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। এছাড়া, গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে প্রদত্ত গ্রেস পিরিয়ড (৩ অথবা ৬ মাস) প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে।

আদায়সূচী অনুযায়ী সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতিপত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতিপত্র পুনঃঅর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইন অনুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয়সমূহ (যদি থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যক্র থাকবে। যেকোন আকলন স্থিতি অথবা কোন আংশিক পরিশোধ অথবা হিসেবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোন অংশ প্রত্যহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিপত্র চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে।

ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত, মার্জিন ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ব্যাপারে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

কোন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান যদি ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে তবে উক্ত রূপে গৃহীত অর্থ ব্যাংক হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরবরাহ করবে।

পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পত্রের সাথে গ্রাহকের ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/ পাসপোর্ট এবং ঋণ মঞ্জুরি পত্রের কপিসহ অন্যান্য যাচিত তথ্য আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম : দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা' খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান চালু রয়েছে। অত্র স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নের শর্তাবলী নিম্নরূপ–[৪৪]

অত্র পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় আগ্রহী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তি দ্বারা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অত্র স্কিমের আওতায় সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারিকৃত সকল নীতিমালার পরিপালন ও গৃহীত সমুদয় ঋণের সুদসহ পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে।

২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইস্যুকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার-১ এর ১ নং অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের বিপরীতে অত্র স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। একই সার্কুলারে প্রদত্ত নারী শিল্প উদ্যোক্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগের নারী প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে। সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত পরিমার্জিত সংজ্ঞা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

পুনঃঅর্থায়নের হার হবে নিম্নরূপ :

(ক) এ স্কিমের আওতায় কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে অর্থায়নের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

(খ) নারী উদ্যোক্তাগণকে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে অর্থায়নের বিপরীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে। তবে তহবিল স্বল্পতা দেখা দিলে এক্ষেত্রে শিল্প ও সেবা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(গ) নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে শুধু শিল্প ও সেবা খাতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

---

৪৪. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

(ঘ) সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের বিপরীতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ স্কিমের আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্যূন ১৫% বরাদ্দ থাকবে।

কোন একক নারী উদ্যোক্তাকে এককভাবে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে অর্থায়ন করা না গেলে একাধিক নারী উদ্যোক্তাকে গ্রুপ ভিত্তিতে অর্থায়নের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অত্র স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন আবেদন করতে পারবে। পুনঃঅর্থায়নের সীমা হবে নিম্নরূপ :

(ক) ক্ষুদ্র উদ্যোগে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

(খ) কুটির শিল্প উদ্যোগে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা এবং মাইক্রো শিল্প উদ্যোগে সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

(গ) প্রতিবন্ধী কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

সুদের হার : কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নারী ও প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে এবং সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনা ও বিপণনে নিয়োজিত মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে প্রচলিত ব্যাংক হার এর চেয়ে সর্বোচ্চ ৫% অধিক হারে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০% সুদে অর্থায়নের বিপরীতে অত্র স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা যাবে। গ্রুপভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে এ স্কিমের আওতায় অর্থায়নের ক্ষেত্রেও একই সুদহার প্রযোজ্য হবে।

ঋণের মেয়াদ : এ স্কিমের আওতায় চলতি মূলধন, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ অর্থায়ন করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ ১ বছর মেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি ঋণ সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদি হতে হবে।

আলোচ্য তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ নিম্নরূপে পরিশোধযোগ্য হবে;

(ক) চলতি মূলধন ঋণ : পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ১ বছর পূর্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

(খ) মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ : পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের সমান মেয়াদে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। এছাড়া, গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে প্রদত্ত গ্রেস পিরিয়ড (৩ অথবা ৬ মাস) প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রচলিত ব্যাংক হারে সুদ প্রযোজ্য হবে।[৪৫]

পরিশোধসূচী অনুযায়ী সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করা হবে।

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানপূর্বক প্রতি মাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করবে। পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলে ব্যর্থ হলে তা তৎপরবর্তী

৪৫. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

মাসের আবেদনের সাথে দাখিল করা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন অনুসারে পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরির পূর্বে বা পরে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত দলিলাদি তলব বা প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারবে। পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত সংযোজনী-৭ ও সংযোজনী-৭(ক) নিম্নে প্রদত্ত হলো–[৪৬]

সংযোজনী-৭

স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণকৃত ঋণের বিবরণী

ব্যাংক/আর্থিক :

মাসের নাম :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠানের অবস্থান/ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন	প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ও টেলিফোন নম্বর	অর্থায়নকারী শাখার নাম	প্রতিষ্ঠানের মূল্য সম্পদের পরিমাণ (জমি ও ইমারত বাদে)	প্রতিষ্ঠানের প্রধান (শিল্প/বাণিজ্য/সেবা	প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য/ বাণিজ্য পণ্য/ সেবার বিবরণ	ঋণ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য	ঋণ সীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	বিতরণের তারিখ	সুদের হার (%)	গ্রেস পিরিয়ড	ঋণের মেয়াদ (স্বল্প/মধ্য/ দীর্ঘ মেয়াদি)	ঋণের মেয়াদকাল (মাস)	মন্তব্য
১																	
২																	
৩																	
৪																	
৫																	
৬																	
৭																	

সংযোজনী-৭(ক)

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরি প্রসঙ্গে

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি			মন্তব্য
১	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম				
২	পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের তারিখ				
৩	অর্থায়ন সময়কাল				
৪	আবেদনকৃত পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ				
	ঋণের ধরণ	সংখ্যা		টাকার পরিমাণ	
	চলতি মূলধন ঋণ				
	মধ্য মেয়াদি ঋণ				
	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ				
	মোট				
৫	অত্র স্কিমের আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ও স্থিতি				
	ঋণের ধরণ	গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন		পুনঃঅর্থায়ন স্থিতি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
	চলতি মূলধন ঋণ				
	মধ্য মেয়াদি ঋণ				
	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ				
	মোট				

৪৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

৬	অত্র আবেদনের আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের উদ্যোক্তা পর্যায়ের বিবরণ				
	উদ্যোক্তার ধরন	সংখ্যা		টাকার পরিমাণ	
	নতুন				
	পুরাতন				
	মোট				
৭	অত্র আবেদনের আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের প্রকৃতি				
	প্রকল্পের ধরন	সংখ্যা		টাকার পরিমাণ	
	শিল্প				
	ব্যবসা				
	সেবা				
	মোট				
৮	অত্র স্কিম ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য তহবিল হতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ				
	স্কিমের নাম	গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন		পুনঃঅর্থায়ন স্থিতি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
	মোট				
৯	পুনঃঅর্থায়নের আওতায় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ খেলাফি কিনা?				
১০	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক তথ্যাদি			টাকার পরিমাণ	তারিখ
	প্রয়োজনীয় মূলধন				
	বর্তমান মূলধন				
	৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণের বকেয়া স্থিতি				
	৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ				
	৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণের শ্রেণীকৃত ঋণের হার				

পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতিপত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতিপত্র পুনঃঅর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইন অনুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয়সমূহ (যদি থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে। যেকোন সময় আকলন স্থিতি অথবা কোন আংশিক পরিশোধ অথবা হিসেবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোন অংশ প্রত্যাহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিপত্র চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে।

পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা নারী শিল্প উদ্যোক্তা হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্যোক্তা নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট

Enterprise/Venture সংশ্লিষ্ট সম্পদ (যন্ত্রপাতি বা ব্যবসায়ে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি/ কাঁচামাল ইত্যাদি) ও শুধু ব্যক্তিগত জামানত (Personal Guarantee) এর বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করতে পারে। প্রয়োজনবোধে Domestic Factoring এর অধিকতর ব্যবহার করা যাবে।[৪৭]

ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট ইক্যুইটি অনুপাত, মার্জিন ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ব্যাপারে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

কোন অংশগ্রহণকরী প্রতিষ্ঠান যদি ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে তবে উক্ত রূপে গৃহীত অর্থ ব্যাংক হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরবরাহ করবে।

আলোচ্য স্কীমের তহবিল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ৬ মাস সময়ের জন্য স্কীমের আওতায় নির্ধারিত খাতে সম্ভাব্য ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও তার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ সম্পর্কে একটি আগাম প্রাক্কলন ষান্মাসিক ভিত্তিতে বাংলদেশ ব্যাংকে দাখিল করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে এই তহবিল থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আগাম অর্থায়ন বরাদ্দ করবে যা পরবর্তীতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই খাতে প্রদত্ত অনুর্ধ্ব ৫০ লক্ষ টাকা ঋণসমূহের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ১০% এর বেশি হলে (পুনঃঅর্থায়নের জন্য পেশকৃত আবেদনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বের ত্রৈমাসিক অন্তে) বাংক বা আথিক প্রতিষ্ঠান এ খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না।

কনজ্যুমার ঋণ বা ব্যক্তিগত ঋণ (Personal Loan) এর জন্য এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি কিংবা আইনানুগভাবে সংগঠিত অনুরূপ কোন সমিতির সদস্য এবং ব্যাংক/আথিক প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায় সৃজনশীল প্রকাশক হিসেবে বিবেচিত মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে ব্যাংকার কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থায়ন করতে পারবে। স্বীকৃত সমিতির সদস্যগণ সমিতির যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নসহ আবেদন করবেন। পুনঃঅর্থায়নের আওতায় প্রকাশিত এ ধরণের গ্রন্থের উপযুক্ত স্থানে 'বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় অর্থায়িত' কথাটি সৌজন্যমূলকভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশ ও বিপণনে পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস কিংবা কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বা তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এরূপ লেখা সৃজনশীল বলে গণ্য করা যাবে না।

পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পত্রের সাথে গ্রাহকের ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/ পাসপোর্ট এবং ঋণ মঞ্জুরী পত্রের কপিসহ অন্যান্য যাচিত তথ্য আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

---

৪৭. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল : কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত উন্নয়নের ম্যাধমে দেশের শিল্প উন্নয়নকে সংগঠিত করে অধিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলী ব্যাংকসমূহকে পুনঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার সহজগম্যতা না থাকায় স্ব-কর্মসংস্থান তথা উদ্যোগ উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্বপ্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০,০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণে সক্ষম ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেই কেবলমাত্র যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে:

(ক) শ্রেণিবিন্যাসিত বিনিয়োগের হার ১০% এর নীচে থাকতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত হারে মূলধন পর্যাপ্ততা থাকতে হবে:

(গ) একক গ্রাহকের বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single borrower exposure limit) সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

(ঘ) যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

এ তহবিলের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা বলতে সেসব উদ্যোক্তাকে বোঝাবে যারা প্রস্তাবিত উদ্যোগ ব্যতীত পূর্বে অন্য কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন/বিনিয়োগ গ্রহণ করেননি।

ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট ইক্যুইটি অনুপাত, মার্জিন, ঋণের বিপরীতে বীমাকরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংকার-গ্রহাক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে; ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে অত্র সার্কুলার দ্বারা সংজ্ঞায়িত নতুন উদ্যোক্তাকে তাদের উদ্যোগে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১০০% পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে পারবে। প্রতি মাসের শেষে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদনের তারিখ থেকে ৬০ দিন পূর্বে প্রদত্ত বিনিয়োগ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

এ তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৬ সালে ইস্যুকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার-১ এর ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে শিল্প ও সেবা খাতে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ পুনঃঅর্থায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অত্র পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় সুবিধাভোগী নতুন উদ্যোক্তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে;

(ক) প্রস্তাবিত উদ্যোগের বিষয়ে যথাযথ কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞান থাকতে হবে;

(খ) প্রস্তাব দাখিলের সময়ে বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে;

(গ) প্রস্তাবিত ব্যবসা/উদ্যোগে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতে হবে; এবং

(ঘ) ঋণ আবেদনকারী নতুন উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত কোন সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্যান্য কারিগরি বিষয় (পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি) এ সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকৃত বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযোজনী-১১ নিম্নে প্রদত্ত হলো–[৪৮]

সংযোজনী-১১

'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এর আওতায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক নং	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম
০১	একটিভিটি ফর রিফরমেশন অব বেসিক নিডস (ARBAN)
০২	এসোসিয়েশন ফর রাইটস এন্ড পিস (ARP)
০৩	এসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (AGWEB)
০৪	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (BASA)
০৫	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (BWCCI)
০৬	বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (BHRRDS)
০৭	বাসাবো জনকল্যাণ সংস্থা (BJS)
০৮	ব্যুরো বাংলাদেশ (BB)
০৯	বিয়ান মনি সোসাইটি (BMS)
১০	ক্রিয়েটিভ আইটি লিমিটেড (CIL)
১১	ঢাকা আহছানিয়া মিশন (DAM)
১২	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (DCCI)
১৩	মার্স সলিউশনস লিঃ (MSL)
১৪	মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স এন্ড সার্ভিসেস (MIDAS)
১৫	নারী উন্নয়ন ফোরাম
১৬	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (NASCIB)

৪৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সূত্র নং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
১৮	পিস এন্ড রাইটস ডেভেলপমেন্ট অব সোসাইটি (PRDS)
১৯	রুরাল প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্টাল অর্গানাইজেশন (RPDO)
২০	রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (RDA)
২১	সচেতন সাহায্য সংস্থা (SSS)
২২	সমতা ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন (SWF)
২৩	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (SCITI)
২৪	সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (SDS)
২৫	সানলাইফ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (SDO)
২৬	ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS)
২৭	ইউসিইপি (UCEP) বাংলাদেশ
২৮	ভলান্টারি অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট (VOSD)

(ঙ) উপরে বর্ণিত (ক) থেকে (গ) শর্তাবলী পূরণে সক্ষম কোন নতুন উদ্যোক্তা সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে থাকলেও ব্যাংক তার নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে উদ্যোক্তার ঋণ ঝুঁকি যাচাই করে ঋণ প্রদান করলে তা অত্র তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নযোগ্য হবে।

চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বিতরণকৃত চলতি মূলধন ও মেয়াদি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে সর্বোচ্চ ১০০% পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হবে;

(ক) সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা।

(খ) সহায়ক জামানত সাপোর্টেড ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা।

সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন উদ্যোক্তা থেকে ব্যক্তিগত জামানত (Personal Guarantee), তৃতীয় পক্ষ জামানত (Third Party Guarantee), কিংবা সামাজিক জামানত গ্রহণ করতে পারবে। সামাজিক জামানতের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও জামানত প্রদান করতে পারবে। নতুন উদ্যোক্তাকে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% বহন করতে হবে।

এ তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫০%) তহবিল সরবরাহ করবে। গ্রাহক পর্যায়ে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী উদ্যোগের ঋণের সুদহার (ব্যাংক রেট + ৫% = ১০%) এর বেশি হতে পারবে না।

ঋণের মেয়াদ : এ স্কিমের আওতায় চলতি মূলধন, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ অর্থায়ন করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ ১ বছর মেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি ঋণ সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদি হতে হবে।

আলোচ্য তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ নিম্নরূপে পরিশোধযোগ্য হবে;

(ক) চলতি মূলধন ঋণ : পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ১ বছর পূর্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

(খ) মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ : পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের সমান মেয়াদে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। এছাড়া, গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে প্রদত্ত গ্রেস পিরিয়ড (৩ অথবা ৬ মাস) প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে।

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে প্রদানকৃত ঋণের অনুকূলে সর্বনিম্ন ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করতে হবে। তবে উদ্যোগের প্রকৃতি ও ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকও চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করবে।

নিম্নোক্ত উদ্যোগের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে[৪৯] :

(ক) নারী উদ্যোক্তা;

(খ) উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগ;

(গ) আইসিটি খাত;

(ঘ) আমদানি বিকল্প উদ্যোগ;

(ঙ) রপ্তানিমুখী উদ্যোগ;

(চ) কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ।

আলোচ্য তহবিলসমূহের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রাক্কালে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিপত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে।

পরিশোধসূচী অনুযায়ী সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কোন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আলোচ্য তহবিল এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে, গৃহীত অর্থ ব্যাংক রেট এর দ্বিগুণ হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

আলোচ্য সার্কুলারে বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাসমূহ অত্র সার্কুলার জারির পরে সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালনের মাধ্যমে বিতরণকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থায়নকৃত নতুন উদ্যোক্তাগণকে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করবেন।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগে স্বীকৃতি (Accreditation) গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র ও দলিলাদি দাখিল করতে হবে;

(ক) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও বিগত ৩ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন;

(খ) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ;

(গ) প্রশিক্ষণ মডিউল;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিষয়ক বিবরণ।

---

৪৯. *জাতীয় শিল্পনীতি* ২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে অনলাইন কিংবা অন্য কোন পন্থায় পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা (মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে উদ্যোক্তাদের জন্য ভার্চুয়াল কিংবা ভৌত ইউকিউবেটর স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে তাদের কর্তৃক নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত আগ্রহী ঋণ গ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণ পরবর্তী ৩ বছর যাবত নিবিড় তত্ত্বাবধান কর্মসূচী পরিচালনা করতে হবে। এ সময়ে অন্ততঃ ষান্মাসিক ভিত্তিতে রিফ্রেসার্স কোর্স এর আয়োজন করতে হবে। এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি জেনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে। এসব তত্ত্বাবধান কর্মসূচীতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের মেন্টর হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ গ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত অ-আর্থিক সেবাসমূহের (প্রশিক্ষণ, বিপণন, এডভাইজারি সেবা ইত্যাদি) জন্য ব্যয়িত যুক্তিসংগত ব্যয় সিএসআর ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে, এই ব্যয় এ খাতে বিতরণকৃত মোট ঋণের ১% এর বেশি হবে না।

আলোচ্য তহবিলের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে আগ্রহী এবং যেসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী তাদেরকে এতদুদ্দেশ্যে আবশ্যক দলিলাদি, চুক্তিপত্র, পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ইত্যাদির নমুনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ থেকে সংগ্রহের পরামর্শ দেয়া হলো। পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পত্রের সাথে গ্রাহকের ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/পাসপোর্ট এবং ঋণ মঞ্জুরি পত্রের কপিসহ অন্যান্য যাচিত তথ্য আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

'কৃষিভিত্তিক শিল্প', ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র' খাতে নতুন খাতে ইসলামি শারি'আহভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল : দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, ক্ষুদ্র খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়নযোগ্য খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ১৮/০৯/২০১৪ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৩ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।[৫০] উক্ত তহবিলের আওতায় 'কৃষিভিত্তিক শিল্প' এবং 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। উল্লিখিত তহবিলের অধীনে ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত শর্তে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

---

৫০. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

সাধারণ নিয়মাবলী : পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী ইসলামি শারি'আহ ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সাথে একটা অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদন করতে হয়।

এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান মুনাফার হার অথবা সময়ে সময়ে বিদ্যমান ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম সে হারে মুনাফা/মার্কআপ প্রদেয় হবে। ইসলামি ব্যাংকগুলোর ঘোষিত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান মুনাফার গড় হার অথবা বিদ্যমান ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম সে হারে মুনাফা/মার্কআপ প্রদেয় হবে।

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তিতে আগ্রহী সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে :

(ক) শ্রেণিবিন্যাসিত বিনিয়োগের হার ১০% এর নিচে থাকতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূলধন পর্যাপ্ততা থাকতে হবে;

(গ) একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঘ) যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'গাইডলাইন্স ফর ইসলামিক ব্যাংকিং', 'প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশনস ফর ব্যাংক' ও 'প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশনস ফর ফিন্যানশিয়াল ইনস্টিটিশনস' এবং অন্যান্য প্রযোজ্য নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।[৫১]

বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, বিনিয়োগ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট ইক্যুইটি অনুপাত, মার্জিন, বিনিয়োগের বিপরীতে বীমাকরণ, বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ব্যাপারে বিনিয়োগ প্রদানকারী ইসলামি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব বিধি-বিধান, শারি'আহ নীতিমালা ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকবে।

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ অনুমোদনের কপি, গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত Acceptance Letter ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে অনুমোদিত বিনিয়োগের বিপরীতে তহবিল সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে পারবে। প্রতি মাস শেষে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়ন বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদনের তারিখ থেকে ৬০ দিন পূর্বে প্রদত্ত বিনিয়োগ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করা হবে না। আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের প্রাক্কালে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিপত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে।

ফেরতসূচি অনুযায়ী মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত ও সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাব থেকে কর্তন

---

৫১. *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

করে নেয়া হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাবদ গৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মুতাবিক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী প্রতিষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণ ও সরবরাহ করবে।

ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কোন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান আলোচ্য তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে উক্ত রূপে গৃহীত অর্থ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের প্রচলিত মুনাফার দ্বিগুণ হারে মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব বিকলনপূর্বক এককালীন ফেরত নেয়া হবে। আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাসমূহ অত্র সার্কুলারে জারির পরে অনুমোদিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য হবে। আলোচ্য তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ মর্মে আবশ্যক চুক্তিপত্র, প্রতিশ্রুতিপত্র ও তহবিল সহায়তা গ্রহণের আবেদনপত্র ইত্যাদির নমুনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পত্রের সাথে গ্রাহকের ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ/পাসপোর্ট এবং ঋণ মঞ্জুরী পত্রের কপিসহ অন্যান্য যাচিত তথ্য আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের শর্তাবলী : এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগের বিপরীতে ১০০% তহবিল সুবিধা প্রদান করা হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পটিকে দেশের সকল বিভাগীয় সদর, নারায়নগঞ্জ শহর ও ঢাকা এবং চট্টগ্রাম কর্পোরেশন এলাকার বাইরে অবস্থিত হতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়ন পূর্ববর্তী বিদ্যমান স্থায়ী সম্পদের (ভূমি ও ইমারত ব্যতীত) পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বা এর কম হতে হবে। এ তহবিলের আওতায় তহবিল সুবিধা চলতি মূলধন, মধ্যম মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বৎসর হতে হবে।[৫২]

এ তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে গৃহিত মুনাফার হার প্রচলিত ব্যাংক হার ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের গড় মুনাফার হার এর যোগফলের চেয়ে বেশি হবে না। এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে যা সচল ও অশ্রেণীকৃত থাকা সাপেক্ষে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত সময়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুনাফাসহ পরিশোধ ও বিনিয়োগের অশ্রেণীকৃত আসল স্থিতি পুনঃউত্তোলনযোগ্য হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১/২০১৬ এর সংযোজনী ৮-এ বর্ণিত কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকায় বর্ণিত খাতসমূহে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে। সময়ে সময়ে এ তালিকা হালনাগাদ করা হলে হালনাগাদকৃত তালিকায় বর্ণিত শিল্প খাতসমূহ এ তহবিলের আওতায় অর্থায়নযোগ্য হবে।

স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে অর্থায়নের শর্তাবলী : বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১/২০১৬ এ বর্ণিত বা সময়ে সময়ে পরিমার্জিত সজ্ঞানুসারে এ তহবিলের আওতায় শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগ বিনিয়োগের জন্য বিবেচিত হবে।

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের অনুমোদিত চলতি মূলধন ও মেয়াদি বিনিয়োগের বিপরীতে একক ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ১০০% পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হবে।[৫৩]

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের নিরিখে বিনিয়োগের উপর বাজার ভিত্তিক মুনাফা হার/মার্কআপ আরোপ করবে। তবে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে

---

৫২. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫৩. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

অত্র পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় প্রদত্ত বিনিয়োগ সমূহে গ্রাহকের নিকট হতে আদায়কৃত মুনাফার হার সর্বনিম্ন মাত্রায় রাখার প্রচেষ্টা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহত রাখতে হবে।

গ্রাহক নারী উদ্যোক্তা হলে অগ্রাধিকারভিত্তিক অত্র তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগের মুনাফার হার/মার্কআপ প্রচলিত ব্যাংক হার ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের গড় মুনাফার হার এর যোগফলের চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

১ বছর মেয়াদি চলতি মূলধন, সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত মধ্যম মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে এ তহবিলের আওতায় অর্থায়ন করা যাবে।

এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে যা সচল ও অশ্রেণীকৃত থাকা সাপেক্ষে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত সময়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুনাফাসহ পরিশোধ ও বিনিয়োগের অশ্রেণীকৃত আসল স্থিতি পুনঃউত্তোলনযোগ্য হবে। কৃষিখাতে প্রদত্ত বিনিয়োগ, কনজ্যুমার বিনিয়োগ ও ব্যাক্তিগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নের শর্তাবলী

(ক) নতুন উদ্যোক্তা : এ তহবিলের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা বলতে যেসব উদ্যোক্তাকে বোঝাবে যারা প্রস্তাবিত উদ্যোগ ব্যতীত পূর্বে অন্য কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন/বিনিয়োগ গ্রহণ করেননি।

(খ) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান : সরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বলতে এসএমই ফাউন্ডেশন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিসিক ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে। অণ্যদিকে, বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বলতে তাদেরকে বুঝাবে যারা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা কার্যক্রমে সম্পৃক্তা, দক্ষতা ও পরিচিতি রয়েছে। যেমন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই), ন্যাশনাল এসোসিয়েশস অব স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (নাসিব) কিংবা এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

(গ) স্বীকৃতি : এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহনের নিমিত্তে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ এর স্বীকৃত (Accreditation) গ্রহণ করতে হবে। তবে এ স্বীকৃত (Accreditation) তাদের দ্বারা নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন/বিনিয়োগ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা প্রদান করবে না। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্বীয় অর্থায়ন/বিনিয়োগ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী অর্থায়ন/বিনিয়োগ করবে।[৫৪]

অর্থায়নের শর্তাবলী : অর্থায়নের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

(ক) এ তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১/২০১৬ এ বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে শিল্প ও সেবা খাতে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগ পুনঃঅর্থায়নের জন্য

৫৪. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অত্র পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় সুবিধাভোগী নতুন উদ্যোক্তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে;

(১) প্রস্তাবিত উদ্যোগের বিষয়ে যথাযথ কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞান থাকতে হবে;

(২) বিনিয়োগ প্রস্তাব দাখিলের সময় উদ্যোক্তার বয়স ১৮ হতে ৪৫ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে;

(৩) প্রস্তাবিত ব্যবসা/উদ্যোগে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতে হবে;

(৪) বিনিয়োগ প্রস্তাবকারী নতুন উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত কোন সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান [সংযোজনী-১১] হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালন, পণ্য বা সেবা বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্যান্য কারিগরি বিষয় (পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি) এ সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সনদপত্র থাকতে হবে;

(৫) উল্লিখিত (১) থেকে (৩) শর্তাবলী পূরণে সক্ষম কোন উদ্যোক্তা সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে থাকলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ঝুঁকি যাচাই করে অর্থায়ন/বিনিয়োগ প্রদান করলে তা অত্র তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নযোগ্য হবে।

(খ) অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থায়িত চলতি মূলধন ও মেয়াদি বিনিয়োগের বিপরীতে নিম্নরূপে সর্বোচ্চ ১০০% পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

(১) সহায়ক জামানতবিহীন বিনিয়োগের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা;

(২) সহায়ক জামানতসহ বিনিয়োগের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা।

(গ) সহায়ক জামানতবিহীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন উদ্যোক্তা থেকে ব্যক্তিগত জামানত, ৩য় পক্ষ থেকে জামানত কিংবা সামাজিক জামানত গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) নতুন উদ্যোক্তাকে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% বহন করতে হবে।

(ঙ) এ তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে গৃহীত মুনাফার হার প্রচলিত ব্যাংক হার ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের গড় মুনাফার হার এর যোগফলের চেয়ে বেশি হবে না।

(চ) এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে যা সচল ও অশ্রেণীকৃত থাকা সাপেক্ষে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত সময়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুনাফাসহ পরিশোধ ও বিনিয়োগের অশ্রেণীকৃত আসল স্থিতি পুনঃঅর্থায়নযোগ্য হবে।

অন্যান্য শর্তাবলী : নিম্নোক্ত উদ্যোগের বিপরীতে প্রদত্ত বিনিয়োগ পুনঃঅর্থায়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে;

(ক) নারী উদ্যোক্তা;

(খ) উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগ;

(গ) আইসিটি খাত;

(ঘ) আমদানি বিকল্প উদ্যোগ;

(ঙ) রপ্তানিমূখী উদ্যোগ;

(চ) কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ।[৫৫]

---

৫৫. এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১/২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয় : নিম্নে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

(ক) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগে স্বীকৃতি গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র ও দলিলাদি দাখিল করতে হবে;

(১) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও বিগত ৩ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন;

(২) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ;

(৩) প্রশিক্ষণ মডিউল;

(৪) প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিষয়ক বিবরণ।

(খ) অত্র সার্কুলার এর প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে নির্বাচিত ও স্বীকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অত্র তহবিলের আওতায় স্বীকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।

(গ) স্বীকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে অনলাইন কিংবা অন্য কোন পন্থায় পরামর্শ প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(ঘ) স্বীকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে উদ্যোক্তাদের জন্য ভার্চুয়াল কিংবা ভৌত ইনকিউবেটর স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) স্বীকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে তাদের কর্তৃক নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত আগ্রহী বিনিয়োগ প্রস্তাবকারী নতুন উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ গ্রহণ পরবর্তী ৩ বছর যাবৎ নিবিড় তত্বাবধান কর্মসূচী পরিচালনা করতে হবে। এ সময়ে অন্তত ষান্মাসিক ভিত্তিতে রিফ্রেসার্স কোর্স এর আয়োজন করতে হবে। এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি জেনে ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে। এসব তত্বাবধান কর্মসূচীতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীগণকে মেন্টর হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণোদনা : এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থায়িত নতুন উদ্যোক্তাগণকে প্রদত্ত অ-আর্থিক সেবাসমূহের (প্রশিক্ষণ, বিপণন, পরামর্শ সেবা ইত্যাদি) জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যয় কর্পোরেট স্যোসাল রেসপন্সসিবিলিটি (CSR) খাতে ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে এ ব্যয় কোনক্রমেই এ খাতে মোট বিনিয়োগের ১% এর অধিক হবে না।[৫৬]

জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্যা ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)' প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কিম : জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্যা ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)' প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বি-ধাপ ঋণ তহবিল গঠন করেছে। ৫,০০০ মিলিয়ন ইয়েনের এই ঋণ তহবিলের মূল উদ্দেশ্য এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীল খাতে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

---

৫৬. *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

রেডিমেড গার্মেন্টস খাতের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ : সাম্প্রতিক সময়ে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সংঘটিত দূর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার খাতে সমস্যার কারণে উক্ত খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায়, অত্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চলমান জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিলের আওতায় শুধুমাত্র তৈরি পোষাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত খাতকে সহায়তা কার্যক্রম প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের অপারেটিং গাইডলাইনস-এ কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। বিগত ৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জাইকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিজেএমইএ, বিকেএমইএ এবং গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি) এর মধ্যে 'তৈরি পোষাক খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ কার্যক্রম' বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিজেএমইএ এবং/অথবা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে ১০০ থেকে ২০০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছে এবং যাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে তারা কারখানার সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থায়ন সুবিধা পাবেন। এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল এর আওতায় সাব-লোনের ১০০% পুনঃঅর্থায়ন আকারে সহায়তা প্রদান করা হবে। সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপনের বিভিন্ন স্তরে কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত পিডব্লিউডি ও পিএফআই প্রকৌশলীদের প্রত্যায়নপত্র দাখিল সাপেক্ষে অত্র প্রকল্প কর্তৃক কমপক্ষে ৩ টি ধাপে অর্থ ছাড় করা হবে।

'তৈরি পোশাক খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ কার্যক্রম' এর আওতায় তৈরি পোষাক খাতে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য অপারেটিং গাইডলাইনস-এর সংশ্লিষ্ট সকল ধারায় [e.g. Section 2.1.2: Size(page-15); Section 3.1: Terms and Conditions of Sub-Loan (page-17); Annex VI: Terms and Conditions of Sub-Loans (page-63); Annex VII: Terms and Conditions of on Lending Loans (page-64)] সংশোধনী ও সংযোজনী আনয়ন করা হয়েছে।

দ্বি-ধাপ তহবিলের সকল কার্যক্রম এফএসডিপিএসএমই প্রকল্পের অপারেটিং গাইডলাইন্স অনুযায়ী পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের আবশ্যিকভাবে পূরণীয় প্রতিপালনসমূহ পরিপালনে ব্যর্থ হলে তা ব্যাংকের CAMELS Rating এর পরিচালনা অংশে প্রতিফলিত হবে।

মূলত এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল– ডেডিকেটেড ডেস্ক চালু, এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলা, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল এ খাতে এখনও কাঙ্খিত ফলাফল ও আশানুরূপ উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য আরও ব্যাপক গবেষণা ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলো টেকশই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ইঞ্জিন হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে স্বল্প বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোর কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর উন্নতির জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সাহায্য করে আসছে যার মধ্যে মহিলা উদ্যোক্তারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসএমইএফ এর একটি প্রধান লক্ষ্য হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক বৈষম্য হ্রাসকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের প্রধান অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্তর্ভুক্ত করা। এসএমই ফাউন্ডেশন কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর অধীনে ১২ নভেম্বর ২০০৬ সালে বাণিজ্য মন্ত্রনালয় থেকে এবং ২৬ নভেম্বর ২০০৬ সালে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্টার থেকে নিবন্ধন লাভ করে। এটা একটা স্বাধীন এবং অনন্য অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ফাউন্ডেশনের নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো নিম্নরূপ–

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

সরকার কর্তৃক গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান : সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নীতিকৌশলে উল্লেখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমন– রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদির উপর পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলে সহায়তা, টেকনোপ্রিনরশিপ উন্নয়ন বিষয়ক সহায়তা, এসএমই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই ফ্রন্ট অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যক্রম।[৫৭]

পলিসি এ্যাডভোকেসি এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম : দেশে টেকসই এসএমই উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই খাতে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট গবেষণালব্ধ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পলিসি এডভোকেসি এবং গবেষণামূলক কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমইবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ এসএমই সেক্টরে উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে থাকে। এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করে থাকে। এ ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে থাকে।[৫৮]

---

৫৭. সম্পাদনা পরিষদ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫*(ঢাকা : এসএমই ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৬), পৃ. ৯

৫৮. প্রাগুক্ত।

ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রম : এসএমই খাতে সহজশর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে পাইলট স্কিম হিসেবে ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রযুক্তি নির্ভর ও কৃষি পণ্য প্রসেসিং-এর সাথে জড়িত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে সর্বোচ্চ ৯% সুদে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে থাকে।[৫৯]

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যাক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। ফাউন্ডেশন যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে সেগুলো হলো– উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি বেইজড এবং আইসিটি বেইজড প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT), উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়াও এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/এসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করে থাকে।[৬০]

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম : এসএমইদের সমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ফাউন্ডেশন এসএমইদের গ্রীন টেকনোলজি এবং এনার্জির দক্ষ ব্যবহারের উপর নানামুখী কাজ করে আসছে।[৬১]

একসেস টু ইনফরমেশন : এসএমই ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে থাকে। এ খাতের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ক একটা তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত করে যাচ্ছে।[৬২]

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম : উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো– উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক স্টাডি পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা পণ্য মেলার আয়োজন প্রভৃতি।[৬৩]

---

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫*(ঢাকা : এসএমই ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৬), পৃ. ৯

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. প্রাগুক্ত।

বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস কার্যক্রম : এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমন– এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ, ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন, এ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান, ব্যবসায়িক তথ্যাবলীর সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, এসএমই পণ্য মেলার আয়োজন প্রভৃতি।[৬৪]

পণ্যের মান উন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন সহায়তা : প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে পণ্যের মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সহায়তা এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন (যেমন– ISO 9000, IAO 14000, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 ইত্যাদি) ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (KAIZEN) বাস্তবায়ন এবং উন্নত ও মানসম্মত ডিজাইন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।[৬৫]

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন করার ব্রত নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের সৃষ্টি। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাজমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনায় নিয়মিতভাবে এসএমই ফাউন্ডেশন অত্যন্ত সফলভাবে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

---

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৬৫. প্রাগুক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল

প্রথম পরিচ্ছেদ : এসএমই-এর আওতায় বিনিয়োগের খাত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এসএমই-এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্প

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : এসএমই উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

পঞ্চম অধ্যায়

এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল

প্রথম পরিচ্ছেদ

এসএমই-এর আওতায় বিনিয়োগের খাত

ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক এসএমই-এর আওতায় মূলত ৩ টা খাতের বিভিন্ন উপখাতে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিক-নির্দেশনা ও প্রবিধানের আলোকে আইবিবিএল এসএমই-এর যেসব উল্লেখযোগ্য খাতে বিনিয়োগ করছে সেগুলো নিম্নরূপ[১]–

ম্যানুফ্যাকচারিং খাত : যে সকল এন্টারপ্রাইজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। যেমন– খাদ্য, কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, ঔষধপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ইত্যাদি। এ খাতের উল্লেখযোগ্য উপখাতগুলো হলো–

(১) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (২) কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (৩) কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড (মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন) (৪) কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও বিপণন (৫) মাছ ধরার নৌকা (fishing boat) তৈরি (৬) নকশী কাঁথা ও তাঁত (৭) খাদ্য বীজ সংরক্ষণ ও বিপণন (৮) বেকারি (৯) হ্যাচারি (১০) ড্রাই ফিশ প্রসেসিং (১১) বনশিল্প ও ফার্নিচার (১২) হর্টিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ (১৩) হিমাগার (cold storage) (১৪) নির্মাণ ব্যবসা যেমন– নির্মাণ শিল্প ও গৃহায়ন (১৫) মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ (১৬) প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং (১৭) নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন– সোলার পাওয়ার, উইন্ডমিল (১৮) হালকা প্রকৌশল শিল্প (light engineering industry) (১৯) প্লাস্টিক শিল্প (২০) কসমেটিক ও টয়লেট্রিজ (২১) হস্তশিল্প (handicrafts) (২২) ভেষজ ঔষধ শিল্প (herbal medicine industry) (২৩) পাটজাত ও পাট মিশ্রিত পণ্য (২৪) স্টেশনারি পণ্য শিল্প (২৫) হিমায়িত খাদ্য (frozen food) (২৬) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (২৭) ইলেক্ট্রনিকস্ (২৮) কৃত্রিম ফুল উৎপাদন (২৯) চশমার ফ্রেম তৈরি (optical frame) (৩০) রেশম গুটি ও রেশম শিল্প (৩১) খেলনা তৈরি (৩২) বরফকল (৩৩) আয়োডাইজড্ লবণ তৈরি (৩৪) মেশিনে চিঁড়া ও মুড়ি তৈরি (৩৫) চাউল কল (rice mill/auto rice mill) (৩৬) পাইকারি ও খুচরা দোকান (৩৭) ড্রাগ হাউজ/ঔষধের দোকান (৩৮) স্থানীয় পরিবহন (৩৯) ফটোগ্রাফি (৪০) জুয়েলারি (৪১) গিনিং অ্যান্ড বেলিং (৪২) উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি (৪৩) টেইলারিং (৪৪) সেলুন ও বিউটি পার্লার, জিম (৪৫) ডিজিটাল কালার ল্যাব (৪৬) ক্যাবল অপারেটরস (৪৭) জেনারেটর-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ (৪৮) ছোট এ্যামিউজমেন্ট পার্ক (৪৯) বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি (৫০) বুটিকস্/বাটিকস্ (৫১) মাশ্‌রুম (৫২) ইন্টেরিয়র এন্ড এক্সটারনাল ডেকোরেশন (৫৩) হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (৫৪) আইপিএস তৈরি (৫৫) আদিবাসী হস্তশিল্প ও কোমর তাঁত (৫৬) স-মিল (৫৭) নৌযান শিল্প যেমন– ছোট যাত্রীবাহী

---

১. ড. মোঃ গোলাম মুস্তফা, মহাব্যবস্থাপক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ক্ষুদ্র ও *মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*(ঢাকা : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ডিপিপি-০৩-২০১০-২০০০), পৃ. ৬৩-৬৪

নৌযান তৈরি (৫৮) পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন (ব্যাটারিচালিত) যেমন– ইজি বাইক (যশোর) (৫৯) ডেইরি এন্ড ফিশ ফিড তৈরি (৬০) ব্রিক ফিল্ড (৬১) খাদি শিল্প (৬২) আগর ও মোমবাতি তৈরি (৬৩) মশলা গুঁড়াকরণ (৬৪) বিস্কুট ফ্যাক্টরি (৬৫) রপ্তানিযোগ্য মাটির টালি তৈরি (৬৬) গাড়ির বডি তৈরি (৬৭) তেল ও ডাল মিল (৬৮) জিআই পাইপ প্রস্তুত কারখানা (৬৯) সিমেন্টের পিলার তৈরি (৭০) মিনি সুগার মিল (৭১) গুড় তৈরি (৭২) খয়ের তৈরি (৭৩) হোসিয়ারি (৭৪) ওয়েল্ডিং শিল্প (৭৫) পিতল ও কাঁসা শিল্প (৭৬) পারটেক্স শিল্প (৭৭) বায়োগ্যাস প্লান্ট (৭৮) রেণুপোনা উৎপাদন (৭৯) টিস্যু কালচার এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন (৮০) নকশি কাঁথা ও তাঁত (৮১) শীতল পাটি (৮২) নার্সারি (৮৩) মিষ্টি তৈরি (৮৪) মৎস্য চাষ (চিংড়ি, তেলাপিয়া, পাংগাস) (৮৫) ব্যাটারি তৈরি (৮৬) রেলওয়ে স্লিপার তৈরি (৮৭) স্যানিটারি সামগ্রী নির্মাণ (৮৮) ঝিনুক থেকে চুন তৈরি (৮৯) মৃৎশিল্প (৯০) চা শিল্প (৯১) ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প (৯২) চারকোল তৈরি (৯৩) আলু বীজ সংরক্ষণাগার (৯৪) সেমাই, লাচ্ছা ও চানাচুর তৈরি (৯৫) আলুর টিস্যু কালচার (৯৬) সৌরবিদ্যুত প্লান্ট ইত্যাদি।

ব্যবসা খাত : যে সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা এবং আমদানি-রপ্তানি কর্মকাণ্ডে জড়িত।[২] এ খাতের উল্লেখযোগ্য উপখাতগুলো হলো–

(১) নির্মাণ ব্যবসা যেমন– নির্মাণ শিল্প ও গৃহায়ন (২) পাইকারি ও খুচরা দোকান (৩) ড্রাগ হাউজ/ঔষধের দোকান (৪) ট্রেডিং (৫) চাতাল ব্যবসা (৬) পুরাতন লোহা-লক্কড় (৭) মোবাইল সেট ও যন্ত্রাংশের ব্যবসা (৮) ইলেক্ট্রনিকস্ এর ব্যবসা (৯) বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা (১০) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা (১১) সারের ব্যবসা (১২) পাট ট্রেডিং (১৩) কাপড় ও জুতার ব্যবসা (১৪) রড ও সিমেন্ট ট্রেডিং (১৫) হার্ডওয়্যার ব্যবসা (১৬) ক্রোকারিজ এর ব্যবসা (১৭) মুদি ও ভুষি মালের ব্যবসা (১৮) এলপি গ্যাসের ব্যবসা (১৯) বাণিজ্যিকভাবে বৃক্ষরোপণ (২০) বালি ও পাথরের ব্যবসা (২১) কাঠ ও স্টিল সামগ্রীর ব্যবসা (২২) ধান-চাউলের ব্যবসা (২৩) খাদির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বিপণন ইত্যাদি।

সেবা খাত : যে সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অন্য ব্যক্তি ও সংগঠনকে সেবা প্রদান করে। যেমন– টেলিকম্যুনিকেশন, তথ্য প্রযুক্তি, ক্লিনিক, হাসপাতাল, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি। এ খাতের উল্লেখযোগ্য উপখাতগুলো হলো–

(১) হাসপাতাল ও ক্লিনিক (২) হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পর্যটন (৩) টেলিকমিউনিকেশন (৪) তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম (৫) কম্পিউটার সফট্ওয়্যার ও আইসিটি দ্রব্যাদি (৬) সাইবার ক্যাফে (৭) মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ (৮) ভেষজ ঔষধ শিল্প (herbal medicine industry) (৯) ফোন-ফ্যাক্স (১০) স্থানীয় পরিবহন (১১) মোবাইল সেট ও যন্ত্রাংশের ব্যবসা (১২) ওয়্যারহাউস ও কন্টেইনার সার্ভিস (১৩) পরিবহন ও যোগাযোগ (১৪) ল্যাবরেটরি (১৫) কমিউনিটি সেন্টার (১৬) কলসেন্টার (১৭) ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এসএমই তিনটা খাতে বিভক্ত এবং এগুলোর অধীনে অসংখ্য উপখাত রয়েছে; যেগুলোর প্রত্যেকটা পণ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়টা বিবেচনা করে আইববিএল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যেকটা খাত ও উপখাতে বিনিয়োগ করে আসছে।

---

২. *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
এসএমই-এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সব সময়ই বিনিয়োগ-আমানত অনুপাতকে (আইডিআর) প্রয়োজনীয় মাত্রায় সংরক্ষণ করে এবং ব্যবসার সকলক্ষেত্রে বিনিয়োগ বহুমুখীকরণের কৌশল গ্রহণ করে থাকে। যার ফলে এ ব্যাংক সারা বছর সন্তোষজনক তারল্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং শারি'আহ পরিপালিত বিভিন্ন লেনদেন কাঠামোর অধীনে আন্তব্যাংক বাজারেও তহবিল সরবরাহ করে থাকে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে সাধারণ বিনিয়োগের মোট স্থিতি ছিল ৫৩০,১৯৪ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে সাধারণ বিনিয়োগের স্থিতি ছিল ৬১৬,৪১৯ মিলিয়ন টকা। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে সাধারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৬,২২৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১৬ সালে বার্ষিক বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.২৬ শতাংশ।[৩] সাধারণ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১৬ সালে ব্যাংকের অর্জন ছিল ১০৬ শতাংশ এবং বিনিয়োগ থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ছিল শতকরা ১১১ ভাগ।[৪] প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এসএমই বিনিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছে। শুধু ২০১৬ সালে ইসলামী ব্যাংক এসএমই খাতে বিনিয়োগ বিতরণ করেছে ৩২২,২৭০ মিলিয়ন টাকা; যা ২০১৫ সালের বিনিয়োগ বিতরণের চেয়ে শতকরা ২২ ভাগ বেশি এবং ২০১৬ সালে নতুন এসএমই গ্রাহকের সংখ্যা ৮,৫০০ জন।[৫]

এসএমই হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জীবনীশক্তি, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে এসএমই খাতের অবদান বৃদ্ধির আবশ্যকতা জন্মলগ্ন থেকেই অনুভব করে আসছে। এই বিশ্বাসমূলেই ইসলামী ব্যাংক দেশের শিল্পায়নের উন্নয়নে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পায়নের বিকাশে নিঃশঙ্কচিত্তে অর্থায়ন করে যাচ্ছে। ব্যাংক অনেক তৈরি পোশাক, স্পিনিং, টেক্সটাইল, স্টিল, ভোজ্য তেল শোধনাগার এবং ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করেছে। ২০১৬ সালের শেষে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের ৪৫ শতাংশ নিয়োজিত রয়েছে এসএমই খাতে। উল্লেখ্য যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দেশের মোট জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল প্রায় ৩১.৫৪ শতাংশ । ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩২.৪৮ শতাংশ।[৬] ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে এসএমই শিল্প খাতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৪২ ভাগ।[৭] ২০১৫ সালে ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিয়োগ বিতরণ করেছিল ৫১৮,৯৫০ মিলিয়ন টাকা এবং এককভাবে ইসলামী ব্যাংক বিতরণ করেছিল ২৬৪,৬৩০ মিলিয়ন টাকা। শতকরা হার অনুযায়ী অন্যান্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বিতরণ করেছে ৬৬ ভাগ ও ইসলামী ব্যাংক এককভাবে করেছে ৩৪ ভাগ। জাতীয়ভাবে ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০১৫ সালে এসএমই খাতে বিনিয়োগ বিতরণ করেছিল ৮৯৪,০৭০ মিলিয়ন টাকা এবং এককভাবে ইসলামী ব্যাংক বিতরণ করেছিল

---

৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৭. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৬৪,৬৩০ মিলিয়ন টাকা। শতকরা হার অনুযায়ী অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিতরণ করেছে ৭৭ ভাগ ও ইসলামী ব্যাংক এককভাবে করেছে ২৩ ভাগ।[৮] এছাড়া ২০১৬ সালে জাতীয়ভাবে ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসএমই খাতে বিনিয়োগ বিতরণ করেছিল ৮৭১,৩২২ মিলিয়ন টাকা এবং এককভাবে ইসলামী ব্যাংক বিতরণ করেছিল ৩২২,২৭০ মিলিয়ন টাকা। শতকরা হার অনুযায়ী অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিতরণ করেছে ৭৩ ভাগ ও ইসলামী ব্যাংক এককভাবে করেছে ২৭ ভাগ।[৯] এক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান শীর্ষে।

বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ : ২০১৬ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগ বেড়ে হয়েছে ৬১৬,৪১৯ মিলিয়ন টাকা। বিনিয়োগ কার্যক্রমে মাকাসিদে শারি'আহ বাস্তবায়নকে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক বিনিয়োগের খাত, আকার, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিনিয়োগের ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক ন্যায়ানুগ বণ্টন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ বিনিয়োগে বহুমুখীকরণের নীতি অনুসরণ করে আসছে। ২০১৬ সালে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন– কৃষি থেকে শিল্পে, খুচরা থেকে কর্পোরেট এবং মাইক্রো ফিন্যান্স থেকে এসএমই খাতে বিনিয়োগ।[১০] ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের বিনিয়োগে ২০১৬ সালে বিশেষ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ ও ২০১৬ সালের বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অর্থায়নের বিবরণী ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত হলো–[১১]

সারণী-১ : ২০১৫ ও ২০১৬ সালের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিনিয়োগের খাতসমূহ	২০১৫		২০১৬	
	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)
শিল্প (এসএমই ছাড়া)	১৭২,৫৯১	৩২.৪৫	২১৯,৩৭৭	৩৫.৫৯
বাণিজ্যিক	৩৬,৮৫৪	৬.৯৩	৪৩,৮৭৩	৭.১২
রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ	৪৪,১৫৯	৮.৩০	৪৭,৯৭২	৭.৭৮
কৃষি (সার ও কৃষি উপকরণে বিনিয়োগসহ)	১০,৬৩৮	২.০০	১৫,৪২৫	২.৫০
পরিবহণ	৭,২০৭	১.৩৬	৭,৫৯২	১.২৩
এসএমই	**২২৯,৮৬৪**	**৪৩.২২**	**২৪৪,৭১৩**	**৩৯.৭০**
অন্যান্য	২৮,৮৮১	৫.৭৪	৩৭,৪৬৭	৬.০৮
মোট	**৫৩০,১৯৪**	**১০০.০০**	**৬১৬,৪১৯**	**১০০**

৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ ও ২০১৬ সালের বিনিয়োগের পদ্ধতিভিত্তিক অর্থায়নের বিবরণী ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত হলো–[১২]

৮. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৯. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
১২. প্রাগুক্ত।

সারণী-২ : ২০১৫ ও ২০১৬ সালের পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিনিয়োগ পদ্ধতি	২০১৫		২০১৬	
	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)	টাকা	মোট বিনিয়োগের হার (%)
বায়' মুরাবাহা	৩৩১,২৩৯	৬২.৪৮	৩৮২,১৭৬	৬২.০০
এইচপিএসএম	১২৩,৮৫৬	২৩.৩৬	১৩৯,৫৬৭	২২.৬৪
বায়' মুয়াজ্জাল	৩৪,৮১৮	৬.৫৭	৫৪,৩৮৭	৮.৮২
পারচেজ এবং নেগোসিয়েশন	১৫,০০৪	২.৮৩	১৪,২০৪	২.৩০
কর্জে হাসানা	১৪,৫৬৪	২.৭৫	১৪,০৪৭	২.২৮
বায়' সালাম	৫,৩২০	১.০০	৬,৪৩৬	১.০৫
মুদারাবা	৫,০০০	০.৯৪	৫,০০০	০.৮১
মুশরাকা	৩৯৩	০.০৭	৬০২	০.১০
মোট	**৫৩০,১৯৪**	**১০০**	**৬১৬,৪১৯**	**১০০**

এছাড়া ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক আইবিবিএলের মোট বিনিয়োগ ও এসএমই খাতে বিনিয়োগ এবং উভয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগের স্থিতির শতকরা হারের বিবরণী ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত হলো–[১৩]

সারণী-৩ : ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ

বছর	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
মোট বিনিয়োগ	৩৭২,৯২১	৪০৩,১৯৫	৪৬৩,৪৭৫	৫৩০,১৯৪	৬১৬,৪১৯
এসএমই বিনিয়োগ	১৬৮,৩৯৩	১৭০,৩৫৬	২০১,১২৭	২২৯,৮৬৪	২৪৪,৭১৩
শতকরা হার (%)	৪৬.৯৩	৪১.০০	৪২.০০	৪৩.২২	৩৯.৭০

ব্যাংকের গৃহীত বিনিয়োগ নীতির আলোকে ২০১২-২০১৬ সালের জন্য **'পাঁচ বছরের প্রেক্ষিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা'** বাস্তবায়ন করার কাজ সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বকে বিবেচনাপূর্বক এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য হলো বিনিয়োগের আকার, খাত, ভৌগোলিক অঞ্চল, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং নিরাপত্তা অনুযায়ী দেশের সকল আর্থিক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতায় এনে বিনিয়োগ খাতসমূহের বহুমুখীকরণ করা।[১৪] এছাড়া ইসলামী ব্যাংকের ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অধীনে রয়েছে। এ পঞ্চ-বার্ষিকী বিনিয়োগ পরিকল্পনাটি সাজানো হয়েছে বিনিয়োগের পোর্টফোলিও অনুযায়ী বিনিয়োগের বহুমুখীকরণের নীতির অনুসরণে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের নীতিকে সামনে রেখে।[১৫]

১৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, পৃ. ৮৩-৮৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

প্রান্তিক পর্যায়ে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিনিয়োগ খাতসমূহের বহুমুখীকরণের সাথে সাথে শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।[১৬] এ ব্যাংক দেশের শিল্পায়নকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ঠ যত্নবান। বিনিয়োগ প্রদানের সময় শিল্পখাতকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করে নেয়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত ও অবহেলিত শিল্পখাত। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ইসলামী ব্যাংক শিল্পের যেসব সেক্টরে অর্থায়ন করে আসছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান হল– তৈরি পোশাক শিল্প যেখানে উচ্চমূল্য সংযোজিত পোশাক শিল্প বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশ সম্মত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, নবায়ন যোগ্য শক্তি বা সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল, বেসিক কেমিক্যালস রং ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শিল্প, আইসিটি পণ্য ও আইসিটি ভিত্তিক সেবা শিল্প, পলিমার উৎপাদন শিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য শিল্প, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ভেষজ ঔষধ শিল্প, অটোমোবাইল শিল্প, প্লাষ্টিক শিল্প, এ্যাকটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প, ফার্নিচার ও হস্তশিল্প, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, ইলেক্ট্রনিক ম্যাটেরিয়াল উন্নয়ন শিল্প, হোম টেক্সটাইল শিল্প, হিমায়িত মৎস্য শিল্প, চা শিল্প, সিরামিক তৈজসপত্র, সিরামিক টাইলস্ এবং সিরামিক সেনিটারি পণ্য শিল্প, টিসু গ্রাফটিং ও বায়োপ্রযুক্তি শিল্প, জুয়েলারি শিল্প, কনটেইনার সার্ভিস শিল্প, ওয়্যারহাউজ শিল্প, নব উদ্ভাবিত ও আমদানি বিকল্প শিল্প এবং প্রসাধনী ও টয়লেট্রি ইত্যাদি শিল্প খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে আসছে।[১৭]

সেবাখাতসমূহ : সাম্প্রতিককালে শিল্পখাত ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের সীমানা পেরিয়ে এর ব্যাপকতায় পরিবহণ খাতসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডও শিল্পখাতের মধ্যে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সেসব সেবামূলক শিল্পখাতেও অর্থায়ন করার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখছে। যেমন- এগ্রোবেইজড ও এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন, হর্টিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পাটের পোস্ট হার্ভেস্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পর্যটন শিল্প, হোটেল ব্যবস্থাপনা, টেলিকম্যুনিকেশন, আইসিটি-এর আওতায় কম্পিউটার সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামিং, ই-কমার্স, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ও এলায়েন্স শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ, নির্মাণ, হাউজিং, ফার্নিচার ইত্যাদি শিল্পেও এ ব্যাংকের বিনিয়োগ রয়েছে।[১৮]

এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেবামূলক শিল্পখাতের অন্যান্য উপখাত যেমন- কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবাখাত, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, জিনিং অ্যান্ড বেলিং, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি, বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ফটোগ্রাফি, টেলিকম্যুনিকেশন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ওয়্যারহাউস, ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি, ফিলিং স্টেশন, প্রেট্রোল পাম্প,

---

১৬. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনূঃ আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, *সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৮৭), পৃ. ১১৭

সিএনজি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার, ট্যাংক টার্মিনাল, চেইন সুপার মার্কেট, শপিংমল, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস, দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বিপণন, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য।

নারী শিল্পোদ্যোক্তা : নারী শিল্পোদ্যাক্তা প্রতিষ্ঠিত শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অনন্য অবদান রেখে আসছে। ব্যাংক মনে করে বাংলাদেশের মানব সম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী এবং এ নারীর মূল অর্থনৈতিক ধারায় তথা সেবা, বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এ বিশাল মানব সম্পদকে অর্থনৈতিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন বিধায় এ ব্যাংক এসএমই-এর আওতায় 'নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প' নামে একটা স্বতন্ত্র্য বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্প নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ও সর্বোপরি বাংলাদেশের শিল্পায়নেও অবদান রাখছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প : মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হল খাদ্য।[১৯] তবে সে খাদ্য হতে হবে হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত। ইসলাম যেসব উদ্ভিদ খাওয়া হারাম ঘোষণা করেছে কিংবা যার ব্যবহার ক্ষতিকর, তার চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াও হারাম। যেমন- গাঁজা, আফিম, মদ ইত্যাদি।[২০] তাই ইসলামী ব্যাংক সেসব খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়ন করে না। ইসলামী ব্যাংক মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য, ফল, শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ, ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ, মাশরুম ও স্পাইরুলিনা প্রক্রিয়াকরণ, স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, বিভিন্ন গুড়ো মসলা উৎপাদন, ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন, লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ, হারবাল ও ভেষজ প্রসাধনী প্রস্তুতকরণ, ইউনানি আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু এবং মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ শিল্পেও অনেক বিনিয়োগ করছে। এছাড়াও রেশম বস্ত্র ও বস্ত্র উৎপাদন, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্র শিল্প স্থাপন, মেরামত কারখানা, চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ, সুগন্ধি চাল উৎপাদন, চা প্রক্রিয়াকরণ, নারিকেল তৈল প্রস্তুতকরণ, রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ, কাঁঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি ও উৎপাদন, তামা-কাঁসার সরঞ্জামাদি তৈরি, ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি, বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড তৈরি, মৌমাছি চাষ ও মধু তৈরি, পার্টিকেল বোর্ড, চিনি ও অন্যান্য মিষ্টিকারক পণ্য, সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রসেসিং, সরিষা তৈল প্রস্তুতকারী শিল্প ও রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির শিল্প-কারখানাতেও এ ব্যাংকের বিনিয়োগে অবদান রয়েছে।

---

১৯. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

২০. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূঃ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

মূলত বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশের বেশিরভাগ মানুষ তাদের আয়, কর্মসংস্থান ও সার্বিক কল্যাণের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।[২১] এসব দেশের নানান প্রেক্ষাপটে গঠিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে পল্লীর জনগণ পূর্বকাল থেকেই দারিদ্রতার যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে আসছে। কৃষিখাত থেকেই আসে মানুষের মোলিক চাহিদা পূরণের অধিকাংশ উপাদান। এ কৃষির উন্নয়নের সাথে শিল্পের উন্নয়নের ও শিল্পের উন্নয়নের সাথে কৃষির উন্নয়নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝিারি শিল্প তার মধ্যে অন্যতম। এজন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণকারী পণ্য, সেবা ও সামগ্রী উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণের প্রভুত কল্যাণ সাধন করছে অন্য দিকে বাংলাদেশের জাতীয় শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রাখছে।

২১. এম, উমর চাপরা প্রাগুক্ত, *ইসলামী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংকের বিদ্যমান বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ও মোড ব্যতীত এসএমই-এর আওতায় নিম্নলিখিত বিশেষ প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন করা হয় :

- নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প (Women Entrepreneurs' Investment Scheme- WEIS)
- এনআরবি উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প (NRB Entrepreneurs' Investment Scheme-NEIS)
- মাইক্রো শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প (Micro Industries Investment Scheme-MIIS)
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প (Small Business Investment Scheme-SBIS)
- পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প (Transport Investment Scheme-TIS)
- মাইক্রো উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প (Micro Entrepreneurs Investment Scheme-MEIS)

উপরোক্ত প্রকল্পসমূহ ও ভবিষ্যতে চালু হওয়ার যোগ্য প্রকল্পসমূহকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রকাশিত শর্তানুযায়ী প্রতি বছরে প্রবৃদ্ধির হার অন্তত শতকরা ১০-২০ ভাগ অর্জিত হতে হবে।[২২]

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়নের বিকল্প নেই। তাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্পখাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। শিল্পখাত প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু রয়েছে। যে সব উদ্যোক্তা নতুনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করতে আগ্রহী তারা ব্যাংক থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। যে সব শিক্ষিত, দক্ষ, আধা-দক্ষ বেকার যুবক প্রয়োজনীয় অর্থ ও জামানতের অভাবে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছেন না তাদের নতুন কর্মোদ্দিপনায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বিশেষ শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ বেকার জনশক্তিকে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন পণ্য তৈরির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহজ শর্তে এ ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিচে শিল্পের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের বর্ণনা প্রদান করার পূর্বে এ সর্ম্পকিত কয়েকটি বিষয়ের আলোকপাত করা হলো :

বিশেষ প্রকল্পে এসএমই বিনিয়োগের উদ্দেশ্য : এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগের যেসব উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :[২৩]

১. মূলধন হিসেবে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।
২. অর্থের যোগান দিয়ে নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করে আয়বর্ধনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

---

২২. Board of editors, *SME Investment Policy of IBBL*(Dhaka : SME Investment Division, IBBL, 2011), p. 17

২৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, জুলাই ২০১০), পৃ. ৪১

৩. শিক্ষিত, কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ উদ্যোক্তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।
৪. শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
৫. শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়।
৬. ওয়েজ আর্নারদেরকে কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।
৭. প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের যোগান।[২৪]

বিশেষ প্রকল্পে এসএমই বিনিয়োগ গ্রহণের যোগ্যতা : এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগ গ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা নিচে উল্লেখ করা হল :

১. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আগ্রহী দেশের যে কোন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী ব্যক্তি।
২. প্রস্তাবিত শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-সম্পন্ন উদ্যোগি শিক্ষিত বেকার যুবক।
৩. শিল্পকার্য পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ ও আধাদক্ষ ব্যক্তি।
৪. বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক বা উদ্যোক্তা।
৫. শিল্পক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ যে সব ওয়েজআর্নার ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী।
৬. বিনিয়োগ গ্রাহককে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং শিল্পের জন্য দেশীয় স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করতে হবে।
৭. খেলাপী ও অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বকেয়া দেনা রয়েছে এমন গ্রাহক এ বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।[২৫]

বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগের আনুপাতিক পরিমাণ : বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে নির্দিষ্ট শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন, এর উৎপাদনের প্রকৃতি, যন্ত্রপাতির মডেল এবং চলতি মূলধনের চাহিদা ইত্যাদির উপর। যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ বা যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধনসহ প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ এর মধ্যে যেটি কম, ব্যাংক সে পরিমাণ বিনিয়োগ করে থাকে। তবে ব্যাংকের বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা হবে। যদি বিনিয়োগ গ্রাহকের নিজস্ব প্রকল্প, ভূমি ও ভবন থাকে তবে সেগুলোর মূল্যের সাথে নগদ বিনিয়োগ যোগ করে গ্রাহকের ইক্যুইটি হিসেব করা হয়।

বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগের জামানত : এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগের জামানত সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল :

১. ব্যাংকের বিনিয়োগের নিরাপত্তার জন্য স্থাবর সম্পত্তিও অতিরিক্ত জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[২৬]

---

২৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
২৬. ঋণ বা বিনিয়োগের নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, বিশ্বস্ততা অথবা চুক্তি পালনের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির স্বার্থ হস্তান্তর করাকে জামানত বলে। দ্র. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*(ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ৪র্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০১), পৃ. ৭৩

২. ব্যাংকের সমুদয় পাওনা আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির মালিকানা (চার্জ/জামানত আকারে) ব্যাংকের নামে থাকে।

৩. মজুত পণ্য (বর্তমান ও ভবিষ্যত) ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় সাধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ/বন্ধক থাকে।

৪. কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমাধারী, শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, সচেতন ও কঠোর পরিশ্রমী যুবক, যারা ব্যাংকের বিনিয়োগের নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে নিয়ে নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী, কিন্তু জামানত দেয়ার মত অবস্থা নেই, তারা ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির পার্সোনাল গ্যারান্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

৫. কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেলায় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়।[২৭]

এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগের আর্থ-সামাজিক উপকারিতা : এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্পে বিনিয়োগের অনেক আর্থ-সামাজিক উপকারিতা রয়েছে। যেমন,

১. শিক্ষিত বেকার, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী পুনর্বাসন, ভাল চাকুরি ও আয়ের সুবিধা লাভ।

২. সমাজ থেকে বেকারত্বের অশুভ ফলাফল ক্রমান্বয়ে দুরীভূত হয়।

৩. ওয়েজআর্নারদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিনিয়োগ করে নতুন শিল্প স্থাপনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুবিধা লাভ করা যায়।

৪. মূলধন গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনার মাধমে সর্বাধিক আয় করতে পারে।

৫. শিল্প উদ্যোক্তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং তা পর্যায়ক্রমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

এসএমই-এর আওতায় বিশেষ প্রকল্প বিনিয়োগের খাতসমূহ : এ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষিনির্ভর শিল্প, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি শিল্প, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস ও পশুপালন খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে লাভজনক হিসেবে গ্রহণযোগ্য যে কোন ক্ষুদ্র শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা বা প্রকল্প নির্বাচনের সময় বাজারে উক্ত শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা কেমন রয়েছে তা অবশ্যই দেখা হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রকল্পের ব্যয় ন্যূনতম রাখার জন্য স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালকেও তালিকাভুক্ত রাখা হয়।

যে সব ক্ষুদ্র শিল্পে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিনিয়োগ করে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হল :[২৮]

---

২৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১. **উৎপাদন :** খাদ্য, কৃষিজাত, চামড়া, বস্ত্র, হস্তশিল্প, ইলেকট্রনিক্স এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ। (১) অয়েল মিল (২) ফ্লাওয়ার মিল (৩) ডাল মিল (৪) চিড়া মিল (৫) রাইস মিল (৬) বেকারি ও কনফেকশনারি (৭) বরফ কল (৮) হাঁস মুরগি ও মাছের খাবার (৯) খাদ্যদ্রব্য (১০) লজেন্স, চানাচুর (১১) জাম, জেলী ও অন্যান্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (১২) শুটকি মাছ (১৩) নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্যাদি (১৪) দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পাস্তুরিতকরণ (১৫) প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্য (১৬) রাবার (১৭) পিভিসি প্রোডাক্ট (১৮) কাঠ, স্টিল, বেত ও পিভিসি আসবাবপত্র (১৯) কাঠের কাজ (২০) স' মিল (২১) নার্সারি (২২) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মেকানিক্যাল অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি) (২৩) খুচরা যন্ত্রপাতি উৎপাদন (২৪) ফিল্টার (২৫) এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী উৎপাদন (২৬) মনিহারী দ্রব্য (২৭) চামড়াজাত পণ্য (২৮) জুতা (২৯) মোজা (৩০) ব্যাগ (৩১) সাবান (৩২) কেমিক্যাল পণ্য (৩৩) প্রসাধন (৩৪) গার্মেন্টস শিল্প (৩৫) টেক্সটাইল মিল (৩৬) রেশম সুতা (৩৭) বয়ন (পাওয়ারলুম, হ্যান্ডলুম) (৩৮) তৈরি পোশাক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় (৩৯) জুতা, ফিতা, টেপ ইত্যাদি (৪০) গেঞ্জি (৪১) ডাইং ও প্রিন্টিং (স্ক্রীন প্রিন্টিং, বিশেষায়িত সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টিং, ব্লক প্রিন্টিং, বাটিক প্রিন্টিং, হস্তচালিত তাঁত, (৪২) অব্যবহৃত তুলা পরিশোধন (৪৩) অব্যবহৃত প্লাস্টিক, স্পঞ্জ, চপ্পল বা প্লাস্টিক খেলনা (৪৪) অব্যবহৃত কাগজ ও পলিথিন (৪৫) অব্যবহৃত কাপড়, (৪৬) ফ্যান, বাল্ব, মটর পার্টস ইত্যাদি, (৪৭) ছাপাখানা (৪৮) প্যাকেজিং, বোর্ড, প্যাকিং উপাদান ইত্যাদি (৪৯) গ্রাফিক্স স্ক্যান, ছাপা, প্রসেস, স্টুডিও ইত্যাদি (৫০) হস্তজাত কাগজ, অফিস স্টেশনারি, (৫১) পাটজাত হস্তশিল্প (৫২) ভাঁজ করা দড়ি বা পাকানো রশি (৫৩) কচুরিপানা জাত পণ্য (৫৪) মৃৎশিল্প (৫৫) পিতল, কাঁসা শিল্প (৫৬) বাঁশজাত ঝুঁড়ি (৫৭) উপহার কার্ড (৫৮) ফুলের দোকান (৫৯) ইমিটেশন গহনা (৬০) স্বর্ণকার, (৬১) মাছ চাষ (৬২) মাছ এবং পোনা উৎপাদন খামার (৬৩) মুরগী খামার (৬৪) দুগ্ধ উৎপাদন খামার (৬৫) গরু মোটাতাজাকরণ খামার, ইট, হলো ব্রিকস, ছাদের টাইলস ইত্যাদিসহ ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোন ক্ষুদ্র শিল্প।[২৯]

২. **ট্রেডিং :** আমদানি ও রপ্তানি খাতসহ শারি'আহ অনুমোদিত সব ধরনের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা।

৩. **সেবা শিল্প :** টেলিযোগাযোগ, পরিবহন, তথ্য প্রযুক্তি, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি। (১) রেডিও, টু-ইন-ওয়ান, টিভি, কম্পিউটার ইত্যাদির দোকান (২) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৩) হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার টেকনোলজি উন্নয়ন ও সংযোজন।[৩০]

এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি : বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসএমই শিল্পখাতে বিনিয়োগের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের এসএমই শিল্পখাতে বিনিয়োগ অধিক। প্রকল্প বিনিয়োগ এবং চলতি মূলধন আকারে ২০১৫

---

২৮. 'উন্নয়নশীল দেশসমূহে যেখানে ক্ষুদ্র শিল্প খাত আগে থেকেই দুর্বল, সেখানে বেকারত্বের উচ্চহার সরকারগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প খাতের উন্নয়নে বাধ্য করেছে। সুতরাং সেখানে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তার উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সম্পদ নিয়োজিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।' দ্র. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

২৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩০. 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আমদানি বিকল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জিত হবে না যদি তাদেরকে অধিকতর দক্ষতা অর্জনমূলক প্রযুক্তি আহরণে সহায়তা করা না হয়।' দ্র. এম, উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মোট বিনিয়োগ ১৭২,৫৯১ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে ৩৫.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ২১৯,৩৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।[৩১]

এসএমইভিত্তিক শিল্প অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ অবদান : দেশের জাতীয় শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক যে এর মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫১ ভাগ শিল্প খাতে অর্থায়ন করেছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ হলো রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প খাতে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সমানভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক এসএমই বিনিয়োগকে আরো কার্যকর ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ইসলামী ব্যাংকের এসএমই ভিত্তিক শিল্প বিনিয়োগের বিবরণ প্রদত্ত হলো :

তৈরি পোশাক শিল্প : বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। ইসলামী ব্যাংক এ শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। শুরু থেকে এ শিল্প প্রসারে ইসলামী ব্যাংক ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আজ এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে যারা বড় গ্রুপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার বেশিরভাগই ইসলামী ব্যাংক থেকে ছোট ছোট বিনিয়োগ নিয়ে শুরু করা প্রতিষ্ঠান। অত্র ব্যাংক দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শতকরা ৮.২৫ ভাগ বিনিয়োগ করেছে।[৩২]

বস্ত্র খাত : বস্ত্র খাতে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ প্রয়োজন। দেশের বেসরকারি খাতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দীর্ঘদিন থেকে বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নিয়ে টেক্সটাইল খাতের বিপুল পরিমাণ স্পিনিং মিল, উইভিং মিল, ডাইং ফার্নিশিং মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মিলের অধিকাংশই আর্ট টেকনোলজিক্যাল মেশিনের নতুন ব্রান্ড নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এ শিল্পগুলো আরএমজি-তে নতুন মাত্রা যোগ করায় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইসলামী ব্যাংক দেশের বস্ত্রখাতে ২০১৬ সালে শতকরা ৩০.৩০ ভাগ বিনিয়োগ করেছে।[৩৩]

ঔষধ শিল্প : ঔষধ শিল্পকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ইসলামী ব্যাংক ২২টি ড্রাগ ও ফার্মাসিউটিক্যালস্ শিল্পকে ৫৬১০ মিলিয়নের বেশি টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করেছে। অধিকন্তু হাসপাতাল ক্লিনিক এবং প্যাথলজিক্যাল সেন্টারসহ ১১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৪,৫৫৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে, যাতে সেখানে জনগণ স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে।[৩৪]

গৃহায়ন শিল্প : ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তিগতভাবে ২০,২৭৬ জন গ্রাহককে ৪৭,৯৭২ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৬ ডেভেলপারকে ৭৭৫১ মিলিয়ন টাকা গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রদান করেছে। ২০১৬ সালে গৃহায়ন বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৪,১৬০ মিলিয়ন টাকা যা মোট বিনিয়োগের ৮.৩%[৩৫]

কৃষিভিত্তিক শিল্প : কৃষি ক্ষেত্রে গুণগত উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের বিকল্প নেই। সহজে ক্রয়ের জন্য ইসলামী ব্যাংক কাঁচামালসহ কৃষিভিত্তিক শিল্পের লজিস্কিট সুবিধা প্রদান করে আসছে।

---

৩১. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৩২. প্রাগুক্ত।
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. প্রাগুক্ত।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

এক্ষেত্রে কয়েকটি সফল উদাহরণ হল– অটোমেটিক রাইচ মিল, ময়দা মিল, ভোজ্য তেল, পাট কল, ফিশারি এবং পোল্ট্রি ও ডেইরি, ফুড এন্ড বেভারেজ, কোল্ড স্টোরেজ, সার এবং ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ ও তেল উৎপাদন ইত্যাদি। দেশের মোট কৃষিভিত্তিক শিল্পের মোট বিনিয়োগের ২১.৮৭ শতাংশ আইবিবিএল ১৮০১ টা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মাঝে ৭০,২৩৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ প্রদান করে।[৩৬]

বিদ্যুৎ শিল্প : ইসলামী ব্যাংক এ যাবত ৩,৫৩৪ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ১৪টা পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করেছে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করার জন্য ৩,৭৮২ মিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ প্রদান করেছে। এছাড়াও এ ব্যাংক ১১২২ জন গ্রাহককে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও বিপণন করার জন্য ৩,২৯০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। বিদ্যুৎ শক্তির বাইরে সোলার শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য এ ব্যাংক 'Solar Panel Investment Scheme' নামে একটি বিনিয়োগ প্রডাক্ট চালু করেছে।[৩৭]

পরিবহণ শিল্প : ইসলামী ব্যাংক অভিজ্ঞ, উদ্যমী এবং নতুন উদ্যোক্তাগণের আধুনিক যান (নৌ, সড়ক, আকাশ) ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে আসছে। পরিবহণ খাতের উন্নয়নের জন্য ইসলামী ব্যাংক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ বিতরণ করেছে, যা বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাইভেট ব্যাংকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৪৪ জন গ্রাহকের মধ্যে ৭৫৬০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। অধিকন্তু ইসলামী ব্যাংক ২০১৬ সালে ৭৭টা ফিলিং/সিএনজি স্টেশন-এ ৪৫০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে।[৩৮]

তথ্য প্রযুক্তি শিল্প : ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার ক্রয় এবং উৎপাদনের জন্য ৬ জন গ্রাহককে ৪২৪ মিলিয়ন টাকা আর্থিক বিনিয়োগ করেছে।[৩৯] এছাড়াও নতুন সৃজনশীল উদ্যোক্তা উন্নয়ন করে বৃহৎ বিনিয়োগে যাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ : বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ খাতটি শ্রমঘন এবং উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম। তাদের দৃষ্টিতে এসএমই হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল চালিকাশক্তি এবং সে কারণেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে। এছাড়া এসএমইকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও মহিলা উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যেমন, উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গণমাধ্যমে প্রচার, এসএমই সম্পর্কিত বিভিন্ন মেলা, রোড শো, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা। তাছাড়াও ইসলামী ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার উপায়, এসএমই অর্থায়নে শারি'আহসম্মত ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি ও প্রডাক্ট-এর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। তাছাড়াও ইসলামী ব্যাংক দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে স্ব-উদ্যোগে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এগুলোর বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

---

৩৬. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৬
৩৭. প্রাগুক্ত।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. প্রাগুক্ত।

ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালে ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সকল প্রকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সামর্থ হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ব্যাংকের এসএমই বিনিয়োগ স্থিতি ছিল ১৮২,৭৫৩ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগের ৪৭ শতাংশ ।[৪০]

২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জাতীয় এসএমই এক্সপোজারে ইসলামী ব্যাংকের অবদান শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসএমই এক্সপ্লোজারে শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।[৪১]

কল্যাণমুখী শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প : সাধারণ বাণিজ্য এবং শিল্প খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য ব্যাংক অনেকগুলো বিশেষ শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। যেমন,

১. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প;
২. গৃহসামগ্রী প্রকল্প;
৩. ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প;
৪. পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প;
৫. গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প;
৬. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প;
৭. ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প;
৮. কৃষি যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ প্রকল্প;
৯. গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প;
১০. রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ প্রকল্প;
১১. মীরপুর রেশম-তাঁতীদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প;
১২. পোল্ট্রি বিনিয়োগ প্রকল্প;
১৩. পল্লী গৃহায়ন প্রকল্প;
১৪. এসএমই বিনিয়োগ প্রকল্প;
১৫. নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প;
১৬. নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প;
১৭. এনআরবি বিনিয়োগ প্রকল্প।

এ জাতীয় প্রকল্পগুলো দেশের বিভিন্ন স্তরের জনগণের কল্যাণে ও চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সুবিধা বঞ্চিত এবং অবহেলিত জনগণের মানোন্নয়ন ও দুর্ভোগ হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কল্যাণমুখী শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্ন আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে দেশে শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো হচ্ছে এ জাতীয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য।[৪২]

---

৪০. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৪১. প্রাগুক্ত।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

সারণী : কল্যাণমুখী শিল্প বিনিয়োগে ২০১২-২০১৬ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক অর্থায়নের চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১০৩৯০	১৩৭৩১	১৭৩৮০	২০৭৯৯	২৪৪৭৭
গৃহসামগ্রী প্রকল্প	৯৫৫	১০৪৮	১৩৯২	১৫৪৫	১৭৫৫
ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প	৩২	৩৭	৫৫	৫৮	৪৯
পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প	৬৮৮৭	৭০৫৭	৬৮৩২	৭২০৭	৭৯৬২
গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প	১১৩	৭৫	৬৯	১২৪	২১২
ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প	২৭৭৪	৩২০২	৩৮১৭	৪০৯৪	৪৫১৫
ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প	৩৬	২৯	২২	৫৪	১৮
কৃষি উপরকণ বিনিয়োগ প্রকল্প	২৭৮	৩৩৭	৮৮২	২৯২৯	৪৩৩০
গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প	৩১৬	২৬১	২০৯	১৬৬	১৩৫
রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ কর্মসূচি	১৫৬৬০	১৫৯০৩	২০৭৮০	২৩২৫০	২৪১৮৪
পল্লী গৃহ নির্মাণ বিনিয়োগ প্রকল্প	১৪৮৩	২০৫৯	২৭১৭	৩২৬০	৩৪৪১
উপ-মোট (প্রকল্প বিনিয়োগ)	**৩৮৯২৪**	**৪৩৭৩৯**	**৫৪১৫৫**	**৬৩৪৮৬**	**৭১০৭৮**
মোট বিনিয়োগ	**৩৭২৯২১**	**৪০৩১৯৫**	**৪৬৩৪৭৫**	**৫৩০১৯৪**	**৬১৬৪১৯**
মোট বিনিয়োগের শতকরা হার	**১১.৭৩**	**১০.৮৫**	**১১.৬৮**	**১১.৯৭**	**১১.৫৩**

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখের স্থিতি অনুযায়ী ব্যাংকিং চ্যানেলে এসএমই খাতে দেশের মোট অর্থায়ন হলো ৯০৬,৩৪৪ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে আইবিবিএল এর একক ভাবে অংশগ্রহণ ২৪৪,৭১৩ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ ৬৬১,৬৩১ মিলিয়ন টাকা। যাতে দেখা যায় আইবিবিএল ব্যাংকিং চ্যানেলে এসএমই খাতে মোট বিনিয়োগের ২৭ শতাংশ এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৭৩ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে।[৪৩]

দেশের জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আইবিবিএল এসএমই খাতে দেশে মোট অর্থায়ন করেছে ১১,৫৮,৭০০ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে আইবিবিএল এর একক ভাবে অংশগ্রহণ ২৬৪,৬৩০ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ ৮৯৪,০৭০ মিলিয়ন টাকা। যাতে দেখা যায় আইবিবিএল ব্যাংকিং চ্যানেলে এসএমই খাতে মোট বিনিয়োগের ২৩ শতাংশ এবং অন্যান্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৭৭ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে।[৪৪]

বস্তুত ইসলামী ব্যাংকের এসএমই/শিল্প বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে ক্রমবর্ধমান হারে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে নারীর ক্ষমতায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণে, সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে আইবিবিএল ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

৪৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৪৪. প্রাগুক্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
এসএমই উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে কল্যাণমুখী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে, ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে, বিশেষ করে অগ্রাধিকার খাতে ও দেশের স্বল্প উন্নত এলাকায় বিবিধ বিনিয়োগ অপারেশনের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন সাধন করতে, স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী বিশেষত পল্লী অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎসাহিত করতে ও অর্থায়ন সেবা পৌঁছে দেয়ার প্রত্যায় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এসএমই খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। নিম্নে এসএমই উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা উল্লেখ করা হল :

এসএমই ডিভিশনের গঠন : ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ০২.১১.২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের এক জরুরি সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবনার আলোকে ২০০৫/১৫৫ স্মারকটি অনুমোদন করে–

'ক্ষুদ্র শিল্পখাতে বিনিয়োগ কম্প্রিহেনসিভ স্মল এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট পলিসিতে উল্লেখিত চুক্তি ও শর্তাবলী অনুযায়ী নির্ণীত হবে ও ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট উইং-এর আওতায় এসএমই ডিভিশন প্রস্তাবিত পর্যাপ্ত কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন ও যথাযথভাবে উক্ত খাতে বিনিয়োগ বাস্তবায়িত করবে।'

ব্যাংকের এসএমই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে এবং আরও শক্তিশালী করতে ব্যাংক উক্ত খাতে বিনিয়োগের উপর গুরুত্বারোপপূর্বক আইবিবিএল ২০০৯ সালে 'স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ডিভিশন' নামে পৃথক একটা ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করে। এসএমইকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে আইবিবিএল এসএমই বিনিয়োগ বিভাগকে ২৯ জুন ২০১৩ সালে দুই ভাগে বিভক্ত করে। যা এসএমই বিনিয়োগ বিভাগ-১ ও এসএমই বিনিয়োগ বিভাগ-২ নামে পরিচিত। ফলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে এ ব্যাংক এসএমই উন্নয়নে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।[৪৫]

বিশেষ এসএমই শাখা নির্ধারণ : বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক-নির্দেশনা ও প্রবিধান অনুযায়ী আইবিবিএল-এর পরিচালনা পর্ষদ একটা ভালো সংখ্যক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রবণ এলাকা নির্বাচন করেছে; যেসব এলাকায় উদীয়মান শিল্প উদ্যোক্তদেরকে অর্থায়ন জগতে প্রবেশের সুবিধার্থে এসএমই/কৃষি শাখা খুলে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৩০টা বিশেষ এসএমই শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবিধান পরিপালনে আইবিবিএল-এর বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ : জোনাল অফিসে এসএমই সেল গঠন : বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক-নির্দেশনা ও প্রবিধান অনুযায়ী ব্যাংকের এসএমই কার্যক্রম বিশেষত বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ, বিনিয়োগ বিতরণ, মনিটরিং ও ফলোআপ করার জন্য আইবিবিএল-এর বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিতব্য সকল জোনাল অফিসে একটা করে এসএমই সেল গঠন করা হয়েছে। শাখা পর্যায়ে এসএমই বিনিয়োগ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা জোনাল অফিস পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

---

৪৫. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL2011*(Dhaka : IBBL, HO, 2011), p. 11

এসএমই বিনিয়োগের জন্য ডেডিকেটেড ডেস্ক চালু : এসএমই/কৃষি শাখাসহ সকল এসএমই বিনিয়োগে নিবেদিত প্রতিটা শাখায় দু'টো করে ডেস্ক চালু করা হয়েছে। (১) এসএমই বিনিয়োগ ডেডিকেটেড ডেস্ক (২) নারী উদ্যোক্তা ডেডিকেটেড ডেস্ক যা কোনো নারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।[৪৬]

এসএমই বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আইবিবিএল-এর পরিচালনা পর্ষদ ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধরণ করে থাকে। তারা এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা ও এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে থাকে। তারা প্রতি বছর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাভিত্তিক, খাত ভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক ও শাখা ভিত্তিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে এবং এর প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং ব্যর্থদেরকে তিরস্কার করা হয়ে থাকে।[৪৭]

নগর এলাকায় এসএমই বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত না করে পল্লী এলাকায় এসএমই খাতে অর্থায়ন সম্প্রসারিত করা উচিত বলে আইবিবিএল মনে করে এবং সে অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতে বিনিয়োগ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা ও বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ : ইসলামী ব্যাংকে এসএমই খাতে অর্থায়নের জন্য এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অঞ্চলভিত্তিক শিল্প উৎপাদন, শিল্পের ধরন অর্থাৎ যে এলাকা যে শিল্পের জন্য বিখ্যাত বা ভৌগোলিক কারণে যে এলাকায় যে শিল্প গড়ে উঠেছে, সে এলাকার শাখাগুলো সেই শিল্পগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতিতে এসএমই বিনিয়োগ বিতরণ করছে। এসএমই খাতে অর্থায়নের জন্য ক্লাস্টার ব্যাসড এপ্রোচ ব্যাংকের স্ব-স্ব খাতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নিবিড় মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে আইএফসি-এসইডিএফ কর্তৃক চিহ্নিত হালকা প্রকৌশলের ক্লাস্টার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলো কর্তৃক স্থানীয় ব্যাংকারদের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রণীত উপজেলাভিত্তিক এসএমই এর সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে।[৪৮]

ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট নীতিমালা : এসএমই খাতের বিকাশে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। এ ধরনের পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা অথবা অন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা অথবা অন্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান ক্লাস্টার গুলোকে শক্তিশালীকরণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্লাস্টার উন্নয়ন, ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং সামগ্রিকভাবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে প্রোডাক্ট

---

৪৬. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL2011*, ibid, p. 11

৪৭. ibid.

৪৮. *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

মার্কেটিং বা বিপণনে সহায়তা প্রদান করা।[৪৯] ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি জোনাল অফিস বছরে কমপক্ষে ৪-৫ টি ক্লাস্টার উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে থাকে।

এসএমই খাতে বিনিয়োগ : এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের সুযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার উচ্চ হারের সমস্যা একটা প্রধান বাধা। তবে সুদের হারের চেয়ে অর্থায়নের প্রাপ্যতা এবং তহবিলের প্রাপ্যতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই এসএমই খাতের বিনিয়োগকে আরও সহজলভ্যতা করার প্রচেষ্টায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এসএমই খাতের উন্নয়ন ও এ খাতে তহবিলের ক্রমাগত প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বয় রেখে একটা তহবিল বরাদ্দ করে থাকে।[৫০]

ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার : আমাদের দেশে এসএমই উদ্যোগ/উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি/বেকারত্ব হ্রাসকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা বেশি। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক এসএমই খাতে বিতরণের লক্ষ্যে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৪০% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারণ করে থাকে এবং বাকি অর্থ মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে অর্থায়নে অগ্রাধিকার : ইসলামী ব্যাংকে ব্যবসা খাতের তুলনায় শিল্প ও সেবা খাতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের আওতায় ব্যবসা, সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের জন্য পৃথক পৃথক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অধিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ নীতিমালা অব্যাহত রয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির মূল স্রোতে অংশগ্রহণ একান্তভাবেই অপরিহার্য। দেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথেও বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা এখনও অপ্রতুল এবং নারী উদ্যোক্তাদের হার পুরুষদের তুলনায় এখনও অনেক কম। অর্থনীতির মূলস্রোতে নারীদের অংশগ্রহণে বেশ কিছু বাধা বিরাজমান রয়েছে। অথচ আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, অভিনিবেশ, উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রম নিপুণতা আমাদেরকে বিস্মিত করে। বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে প্রভূত অবদান রাখতে পারে। একইভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশে নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই খাতে অধিকতর অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।[৫১]

এদিকে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (এসএমই) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ ও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক-নির্দেশনা ও প্রবিধান অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক 'নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প (ডব্লিউইআইএস)' নামে একটা স্বতন্ত্র বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে, যার রয়েছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিনিয়োগের নিয়মনীতির ক্ষেত্রে বেশ নমনীয়তা।

---

৪৯. *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫০. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL2011*, ibid, p. 12

৫১. ibid.

প্রকৃত নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ : সত্যিকারের নারী উদ্যোক্ত চিহ্নিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), এসএমই ফাউন্ডেশন, অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন– যেমন, হ্যান্ডলুম/হ্যান্ডিক্র্যাফটস এসোসিয়েশন/মহিলা সমিতি, বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা সংগঠন– যেমন, বাংলাদেশ উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই), চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, উইম্যান এন্টারপ্রেনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডব্লিউইএবি), বাংলাদেশ হোমওয়ার্কার্স উইম্যান এসোসিয়েশন (বিএইচডব্লিউএ), ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (এনএএসসিআইবি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি : বাংলাদেশে এসএমই খাত বিকাশের ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহ উভয় দিকেই সমস্যা রয়েছে। চাহিদা দিকের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সমস্যা, দক্ষতা ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণের সম্যক ধারণা না থাকা, এসএমই ঋণের ডাটাবেইজ না থাকা ইত্যাদি। এ সকল সমস্যার সমাধানে ইসলামী ব্যাংক তাদের প্রকৃত উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে বাণিজ্য মেলা, ক্রেতা-সরবরাহকারী সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থাকরণ; পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত পণ্য ও প্যাকেজ ডিজাইনের উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা, ডিজাইন ও কারিগরি তথ্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া প্রযুক্তি ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং এসএমই মার্কেটিং এর উপর ইসলামী ব্যাংকের তাদের নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার আইবিটিআরএ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন– বিবিটিএ, বিআইবিএম, ডিসিসিআই, এফবিসিসিআই, এনএএসসিসিআই, এনএএসসিআইবি, বিডব্লিউসিসিআই, এসএমই ফাউন্ডেশন এর মত প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।[৫২]

তথ্যের সহজলভ্যতা : ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক এসএমই খাতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার বিস্তারিত তথ্য তাদের ওয়েবসাইট ও প্রত্যেক শাখায় জনসাধারণের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করে। ইসলামী ব্যাংক এসএমই এর উপর খাতভিত্তিক (শিল্প/পণ্য) বিনিয়োগ প্রবাহের পরিসংখ্যান, তাদের খেলাপির হার হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিসংখ্যান ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ করে। এরূপ তথ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যমান এসএমই নীতিমালার কার্যকারিতা পরিমাপে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং একই সাথে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য এসএমই নীতিমালা প্রণয়নে নিয়ামক হিসেবে সহায়তা করবে।

এসএমই বিনিয়োগ কার্যক্রম মনিটরিং : এসএমই এর ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণের মত তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তিনটা স্তর হলো– কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মনিটরিং, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস পর্যায়ে মনিটরিং ও ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং।

এসএমই ঋণ বিতরণকালে গ্রাহকের তথ্য-উপাত্ত শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ : এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ে সুষ্ঠু মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে সহজে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইসলামী ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে প্রতিটি বিনিয়োগ গ্রহীতার নথিতে তার মোবাইল নম্বর (নিজস্ব ফোন না থাকলে নিকটস্থ কোনো প্রতিবেশী

---

৫২. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL2011*, ibid, p. 13

বা আত্মীয়ের মোবাইল নম্বর অনুরোধে উল্লেখপূর্বক) সংরক্ষণ করা হয়। এরূপ সকল এসএমই বিনিয়োগ গ্রহীতার মোবাইল নম্বরের ডাইরেক্টরিও শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয়।

আইবিবিএল কর্তৃক এসএমই বিনিয়োগের জন্য সাধারণ নীতি ও নির্দেশিকা : গ্রাহকের যোগ্যতা : একজন এসএমই বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচনের জন্য সাধারণ যোগ্যতার মানদণ্ড নিম্নরূপ–

- শারীরিক সক্ষম বাংলাদেশী নাগরিক।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন, অংশীদারিত্বমূলক অথবা বেসরকারি লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠান।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত বৈধ লাইসেন্সসমূহ যেমন– ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট নিবন্ধন, টিআইএন, প্রজোয্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তিপত্র সনদ।
- ইতিবাচক নগদ অর্থ প্রবাহের সমর্থনে বিনিয়োগ পরিশোধের সক্ষমতার উৎস।
- নির্দিষ্ট বাজার ও ভবিষ্যত সম্প্রসারণের প্রত্যাশা।
- স্বচ্ছ সিআইবি রিপোর্ট।
- পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনশক্তি।
- ব্যবসা সম্পর্কে গ্রাহকের স্পষ্ট ধারণা ও অভিজ্ঞতা থাকা।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাখাসমূহ : ইসলামী ব্যাংকের সকল শাখা বিশেষ করে এসএমই/কৃষি শাখা এসএমই খাতের আওতায় বিনিয়োগ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

এসএমই খাতে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা : যাদেরকে এসএমই খাতের আওতায় বিনিয়োগ প্রদান করা হয় না তারা নিম্নরূপ–

- ইসলামী ব্যাংকের যে কোন পরিচালক, কর্মচারী, কর্মকর্তা অথবা তাদের পরিবারের সদস্য যারা ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজের শেয়ার মূলধনের শতকরা ৫ ভাগ বা তার বেশির মালিক।
- এসএমই বিনিয়োগের আবেদনকারী কোন অসামাজিক এবং/অথবা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে।
- এসএমই বিনিয়োগের আবেদনকারী রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেউলিয়া, অসচ্ছল অথবা উন্মাদ ঘোষিত হলে।

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য : এসএমই খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হলো[৫৩]–

- প্রকল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন বিনিয়োগ পূরণের উদ্দেশ্যে;
- প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন পূরণের উদ্দেশ্যে যেমন– কাঁচামাল ও বাণিজ্যিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ওভারহেড ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে)।
- ইসলামী ব্যাংকের প্রকল্প ও মোডে অনুমোদিত অন্যান্য আইটেমে।

বিনিয়োগের মোড : এসএমই খাতের আওতায় ব্যাংকের যে সব বিনিয়োগ মোডে অর্থায়ন করা হয়[৫৪]–

- **মূলধন বিনিয়োগ :** হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচপিএসএম), মুশারাকা ও মুদারাবা।

---

৫৩. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL 2011*, ibid, p. 17

৫৪. ibid.

- **ম্যানুফ্যাকচারিং, ব্যবসা ও সেবার সকল খাতে চলতি মূলধনে বিনিয়োগ :** বায়' মুরাবাহা, মুরাবাহা টিআর, মুরবাহা পোস্ট ইমপোর্ট, মুশারাকা, মুদারাবা, বায়' মুআজ্জাল, বায়' মুআজ্জাল পোস্ট ইমপোর্ট, বায়' সালাম ও ইস্তিসনা'। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট মোড।

এসএমই খাতের আওতায় বিশেষ পদক্ষেপ : ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে নিম্নে উল্লিখিত বিশেষ খাতসমূহে অর্থায়ন করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। যেমন,

(ক) ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ খাত;
(খ) মাইক্রো শিল্প বিনিয়োগ খাত;
(গ) এনআরবি উদ্যোক্তা বিনিয়োগ খাত;
(ঘ) পরিবহণ বিনিয়োগ খাত;
(ঙ) মাইক্রো উদ্যোক্তা বিনিয়োগ খাত ও
(চ) নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ খাত।

এসএমই বিনিয়োগ অনুমোদন কর্তৃপক্ষ : বিভিন্ন বিনিয়োগের প্রকৃতি, মোড ও প্রকল্প অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত বিদ্যমান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক অথবা সময়ে সময়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংশোধনী অনুযায়ী এসএমই-এর আওতায় বিনিয়োগ অনুমোদন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

এসএমই-এর আওতায় বিনিয়োগের খাত : এসএমই-এর আওতায় মূলত ৩টি খাতের বিভিন্ন উপখাতে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়।[৫৫] যেমন–

১. ম্যানুফ্যাকচারিং খাত : যে সকল এন্টারপ্রাইজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। যেমন– খাদ্য, কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, ঔষধপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ইত্যাদি।

২. ব্যবসা খাত : যে সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা এবং আমদানি-রপ্তানি কর্মকাণ্ডে জড়িত।

৩. সেবা খাত : যে সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অন্য ব্যক্তি ও সংগঠনকে সেবা প্রদান করে। যেমন– টেলিকম্যুনিকেশন, তথ্য প্রযুক্তি, ক্লিনিক, হাসপাতাল, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

এসএমই বিনিয়োগের আকার : এসএমই-এর আওতায় উদ্যোক্তা বিনিয়োগ যে কোন সীমায় করা হয়। তবে মোড ও শর্ত অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক নিম্নলিখিত সীমায় বিনিয়োগ করে আসছে–

বিনিয়োগ মোড	শর্তাবলী ও বিনিয়োগের আকার
চলতি মূলধন	সর্বোচ্চ মোট প্রজোয্য চলতি মূলধনের ১০০% পর্যন্ত অথবা ইনভেন্টরি ও রিসিভেবল-এর মধ্যে যেটা কম তার মোট পরিমাণের ৭৫%। তবে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক মোট চলতি মূলধনের সর্বোচ্চ ৮০% বিনিয়োগ করে।
মূলধন বিনিয়োগ	ক্রয় মূল্যের সর্বোচ্চ ৯০%

৫৫. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL 2011*, ibid, p. 17-18

এসএমই বিনিয়োগের মেয়াদ : বিনিয়োগের প্রকৃতি অনুয়ায়ী এসএমই বিনিয়োগের মেয়াদ নিম্নরূপ[৫৬]–

বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের মেয়াদ
মেয়াদি বিনিয়োগ	**মধ্য মেয়াদি :** সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত **দীর্ঘ মেয়াদি :** ৫ বছরের ঊর্ধ্বে
চলতি মূলধন/ব্যবসায় অর্থায়ন	সর্বোচ্চ ১ বছর অথবা ঘূর্ণায়মান ভিত্তিতে
অন্যান্য প্রকল্প/বিনিয়োগ কার্যক্রম	প্রধান কার্যালয়ের বিদ্যমান প্রবিধান অনুযায়ী

বিশ্বজুড়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বর্তমান সময়ে সর্বজন স্বীকৃত। আর বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন অংশীদার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন, সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, আন্তঃখাত সংযোগ স্থাপন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতা বাড়াতেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) খাত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে উঠছে। এ কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষত এসএমই খাতকে প্রাদান্য দিয়ে জাতীয় নীতি-কৌশল প্রণয়ন করছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এসএমই খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতেও এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের ক্রমবর্ধমান মানুসের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ এবং শিল্পের ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ উন্নত করার প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে এ খাত।

এশিয়ান বিজনেস সমীক্ষার তথ্য মতে, বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের শতকরা ৮০ ভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প খাতের। জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান শতকরা ২৫ ভাগ। আর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ খাতের অবদান শতকরা ভাগের মতো। যেখানে ভারতে উদ্যোক্তাদের শতকরা ৯৭.৬০ ভাগ। চীনে উদ্যোক্তাদের শতকরা ৯৯ ভাগই এসএমই ও জিডিপির শতকরা ৬০ ভাগ এ খাতের অবদান। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এসএমই খাতের অবদান শতকরা ৯২ ভাগ। জাপানে উদ্যোক্তাদের শতকরা ৯৯.৭০ ভাগ এসএমই, জিডিপির প্রায় ৬৯.৫০ শতাংশ এবং কর্মসংস্থানের ৭২ শতাংশ এসএমই খাতের অবদান।

বাংলাদেশের এসএমই খাতের এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে সরকার এ খাতের উন্নয়নে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকও প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকেএসএমইপিডি নামে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা হয়েছে। সব তফসিলি ব্যাংকের জন্য এসএমই বিনিয়োগ ও ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়নযোগ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ ও বিনিয়োগ প্রদানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।[৫৭] নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এমনকি নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে প্রতিটি শাখায় নারী উদ্যোক্তা ডেস্কও স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারের এসএমই খাতের এ অগ্রাধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংকও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শুরু থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সংযুক্ত ছিল এ ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণে

---

৫৬. Retail Investment Wing, *SME Investment Policy of IBBL 2011*, ibid, p. 18

৫৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

সম্পদের সমবণ্টনের লক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষদের ও এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রদানে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সরকারের নীতি ও লক্ষ্যকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামী ব্যাংক এসএমই খাতের ব্যাপক প্রসারে কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের শতকরা ২৪ ভাগ এসএমই খাতের। এসএমই বিনিয়োগে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকগুলো দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের ঋণের শতকরা ২৭ ভাগই বণ্টন করেছে এসএমই খাতে। বর্তমানে ১ লক্ষ ৩০ হাজার এসএমই উদ্যোক্তা ইসলামী ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উদ্যোক্তার অনুপাত ৭৭ : ২৩। ২০১৬ সালে ইসলামী ব্যাংক এসএমই খাতে ২৪৯৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রদান করেছে। যা এ খাতে জাতীয় ঋণ বিতরণের শতকরা ২৭ ভাগ।[৫৮] ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্যোক্তাদের দোরগোড়ায় এসএমই সেবা পৌঁছে দিতে ইসলামী ব্যাংকের ৩৩২ টা শাখা এবং ১৪ হাজার কর্মকর্তা নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ শ্রম এবং ব্যবস্থপনা কর্তৃপক্ষের যুগোপযোগী ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে আইবিবিএল যেমন সাফল্য অর্জন করছে, পাশাপাশি স্বীকৃতিও লাভ করছে।

প্রকৃতপক্ষে আইবিবিএল বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী এসএমই উন্নয়নে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে; যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একাধিকবার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগে অর্থায়নের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ সালের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যৌথভাবে ইসলামী ব্যাংক 'বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বান্ধব ব্যাংক' পদকে ভূষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাংকটি এসএমই উন্নয়নে অব্যহতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৫৮. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, আইবিবিএল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : এসএমই বিনিয়োগে বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা

ষষ্ঠ অধ্যায়

এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এসএমই বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। এসএমই খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংকের যেমন অবদান রয়েছে, তেমনি এসএমই বিনিয়োগে অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যাও বিরাজমান। সেসব প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা কতটুকু সে সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত নির্বাহী, কর্মকর্তাবৃন্দ ও এসএমই গ্রাহকগণের ভাবনা ও যৌক্তিক পরামর্শ অত্র ব্যাংককে আরও অগ্রগতির দিকে ধাবিত করতে পারে।

জরিপের উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইনস অনুসরণপূর্বক ইসলামী ব্যাংক এসএমই বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছে। এসএমই বিনিয়োগে বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আইবিবিএল এসএমই অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে কিভাবে এমন অবদান রেখেছে সেসব বিষয়ে ব্যাংকার ও সাধারণ গ্রাহকগণের সুচিন্তিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ জরিপ চালানো হয়েছে।

জরিপ পদ্ধতি : এটা একটা প্রাথমিক গবেষণা জরিপ। ২০১৭ সালের ৮ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ৪০ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা ও ৪০ জন এসএমই বিনিয়োগ গ্রাহক-এর উপর এ জরিপ চালানো হয়েছে। প্রদত্ত প্রশ্নমালার আলোকে গৃহীত বক্তব্য সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে সারণিবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সারণির নিচে উপাত্ত বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ কর্মরত ব্যাংকারগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বাংলাদেশের এসএমই খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। নানা প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আইবিবিএল এসএমই অর্থায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে মাঠ জরিপের মাধ্যমে আইবিবিএল-এর বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ব্যাংকারগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে ব্যাংকারগণের সামনে ২২ টা প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছিল যার প্রথম ৩ টা প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে উত্তরদানকারীর নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানা সম্পর্কিত। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-১ : ব্যাংকারগণের বয়স/জন্ম তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৫০ বছর ও তদুর্ধ্ব	৬	১৫
	৩০-৫০ বছর	২০	৫০
	২০-৩০ বছর	১৪	৩৫
	২০ বছরের নিচে	-	
মোট		**৪০**	**১০০**

* N = গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার সংখ্যা।

প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ১ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪০ জন ব্যাংকারের মধ্যে সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ ভাগের বয়স ৩০-৫০ বছরের মধ্যে, ১৫ ভাগের বয়স ৫০ বছরের উর্ধে ও ৩৫ ভাগের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে কারো বয়স ২০ বছরের নিচে ছিল না।

সারণি-২ : ব্যাংকারগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ক. এস.এস.সি	-	
	খ. এইচ.এস.সি	-	
	গ. গ্রাজুয়েট	৬	১৫
	ঘ. পোস্ট গ্রাজুয়েট	৩৪	৮৫
	ঙ. অন্যান্য	-	
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ২নং সারণিতে ব্যাংকারগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ৪০ জন ব্যাংকারের মধ্যে সর্বোচ্চ

৮৫% পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী, ১৫% গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী। উল্লেখ যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে কেউই এস.এস.সি, এইচ.এস.সি ও অন্যান্য ডিগ্রিধারী ছিলেন না।

সারণি-৩ : এসএমই বিনিয়োগে সাধারণত সুবিধাভোগী কারা এ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগে সাধারণত সুবিধাভোগী কারা?	ক. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	২	৫
	খ. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	২	৫
	গ. মাঝারি উদ্যোক্তা	২	৫
	ঘ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা	৪	১০
	ঙ. সব কয়টি	৩০	৭৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫%, ১০% ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, ৫% প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ৫% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ৫% মাঝারি উদ্যোক্তারা এসএমই বিনিয়োগের সুবিধাভোগী বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণি-৪ : এসএমই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ হয় কি-না?	ক. হয়	১০	২৫
	খ. কিছু কিছু পণ্যে হয়	২৪	৬০
	গ. হয় না	৪	১০
	ঘ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ হয় কি-না সে সম্পর্কিত উত্তরে বলেন কিছু কিছু পণ্যে হয় ৬০%, হয় ২৫%, হয় না ১০ এবং মন্তব্য নেই ৫%।

সারণি-৫ : এসএমই পণ্য বিপণনে গ্রাহকরদের বিবিধ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই পণ্য বিপণনে গ্রাহকরা সাধারণত কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?	ক. বাজারজাত করণে	৩০	৭৫
	খ. সংরক্ষণের অভাব	২	৫
	গ. সরবরাহে অসুবিধা	৬	১৫
	ঘ. পণ্য ক্রয়ে আগ্রহ কম	-	-
	ঙ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই পণ্য বিপণনে গ্রাহকরা সাধারণত কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তার জবাবে সর্বোচ্চ ৭৫% বাজারজাত করণে, ১৫% সরবরাহে অসুবিধা, ৫% সংরক্ষণের অভাব ও ৫% কোন মন্তব্য নেই।

সারণি-৬ : এসএমই পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধান কী?	ক. পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি	৪	১০
	খ. পণ্যের প্রচারণা বৃদ্ধি	২	৫
	গ. চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩২	৮০
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধানের পক্ষে মতামত দিয়ে বলেছেন সর্বোচ্চ ৮০% সব কয়টি, ১০% পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, ৫% পণ্যের প্রচারণা বৃদ্ধি ও ৫% চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে। এছাড়া মন্তব্য নেই অংশে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৭ : এসএমই বিনিয়োগে গ্রাহকের সহায়ক জামানতের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগে গ্রাহকের সহায়ক জামানতের অবস্থা কিরূপ?	ক. সহায়ক জামানত কম	৩৬	৯০
	খ. সহায়ক জামানত রাখার ব্যাপারে উদাসীন	২	৫
	গ. সহায়ক জামানত থাকে না	২	৫
	ঘ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগ গ্রাহকের সহায়ক জামানত সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোকে সর্বোচ্চ ৯০% সহায়ক জামানত কম, ৫% সহায়ক জামানত রাখার ব্যাপারে উদাসীন ও ৫% সহায়ক জামানত থাকে না বলে মত দিয়েছেন। মন্তব্য নেই বলে কেউ মত দেননি।

সারণি-৮ : বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার ধরন সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার ধরন কিরূপ?	ক. অসুবিধা হয় না	৮	২০
	খ. শিথিল করা প্রয়োজন	২৬	৬৫
	গ. অধিকতর কঠিন	৪	১০
	ঘ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার ধরন সর্ম্পকে প্রশ্নের উত্তরে শিথিল করা প্রয়োজন ৬৫%, অসুবিধা হয় না ২০%ও অধিকতর কঠিন বিষয়ে মতামত ১০% এবং মন্তব্য নেই ৫%।

সারণি-৯ : এসএমই বিনিয়োগে ব্যাংকারের সমস্যা সম্মুখীন সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগে ব্যাংকার কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন?	ক. সহায়ক জামানতের অভাব	২	৫
	খ. গ্রাহকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব	৪	১০
	গ. গ্রাহকের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩২	৮০
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে এসএমই বিনিয়োগে ব্যাংকার যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সে বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৮০% সব কয়টি, ১০% গ্রাহকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব, সহায়ক জামানতের অভাব ৫% ও গ্রাহকের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব ৫%।

সারণি-১০ : এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা কিরূপ?	ক. ক্রমবর্ধমান	৩৬	৯০
	খ. ক্রমহ্রাসমান	-	-
	গ. বৃদ্ধি পাচ্ছে না	-	-
	ঙ. মন্তব্য নেই	৪	১০
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৯০% ক্রমবর্ধমান ও ১০% মন্তব্য নেই বলে। ক্রমহ্রাসমান ও বৃদ্ধি পাচ্ছে না বলে কেউই মত দেননি।

সারণি-১১ : এসএমই নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন?	ক. পারিবারিক	২	৫
	খ. অর্থনৈতিক	২	৫
	গ. পারিপার্শ্বিক	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩৪	৮৫
	ঙ. মন্তব্য নেই।	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাপারে জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৮৫% সব কয়টি, ৫% পারিবারিক, ৫% অর্থনৈতিক ও ৫% পারিপার্শ্বিক বলে। মন্তব্য নেই বলে কেউই মত দেননি।

সারণি-১২ : পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক তহবিল গঠন সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক তহবিল কিভাবে গঠন করলে ভাল হয়?	ক. তহবিল সংখ্যা বৃদ্ধি	৪	১০
	খ. আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংকের তহবিল অন্তর্ভুক্ত	৪	১০
	গ. বিদ্যমান তহবিল সম্প্রসারণ	৩০	৭৫
	ঘ. আন্তঃইসলামি ব্যাংক তহবিল গঠন	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক তহবিল গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫% বিদ্যমান তহবিল সম্প্রসারণ, ১০% তহবিল সংখ্যা বৃদ্ধি, ১০% আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংকের তহবিল অন্তর্ভুক্ত ও ৫% আন্তঃইসলামি ব্যাংক তহবিল গঠন।

সারণি-১৩ : এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাংকার ও গ্রাহকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাংকার ও গ্রাহকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?	ক. অবশ্যই প্রয়োজন	৩৪	৮৫
	খ. মোটামুটি প্রয়োজন	৪	১০
	গ. প্রশিক্ষণ হলে ভাল হয়	২	৫
	ঘ. প্রয়োজন নেই।	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণ এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাংকার ও গ্রাহকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ৮৫% অবশ্যই প্রয়োজন, ১০% মোটামুটি প্রয়োজন ও ৫% প্রশিক্ষণ হলে ভাল হয় বলে মত দিয়েছেন। প্রয়োজন নেই বলে কেউই মত দেননি।

সারণি-১৪ : এসএমই গ্রাহক ও ব্যাংকারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই গ্রাহক ও ব্যাংকারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?	ক. অত্যন্ত প্রয়োজন	১০	২৫
	খ. প্রয়োজন নেই	৬	১৫
	গ. মোটামুটি প্রয়োজন	২০	৫০
	ঘ. মন্তব্য নেই	৪	১০
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই গ্রাহক ও ব্যাংকারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫০% মোটামুটি প্রয়োজন, ২৫% অত্যন্ত প্রয়োজন, ১৫% প্রয়োজন নেই ও ১০% মন্তব্য নেই বলে।

সারণি-১৫ : এসএমই বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে কোন মাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে?	ক. প্রিন্ট মিডিয়া	২	৫
	খ. সেমিনার-সিম্পোজিয়াম	-	-
	গ. ইলেকট্রোনিকস মিডিয়া	৪	১০
	ঘ. মসজিদের খুৎবা	৪	১০
	ঙ. সব কয়টি	৩০	৭৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণ এসএমই বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৭৫% সব কয়টি, ১০% ইলেকট্রোনিকস মিডিয়া, ১০% মসজিদের খুৎবা ও ৫% প্রিন্ট মিডিয়া বলে। সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৬ : বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এসএমই মেলা, রোড শো ইত্যাদির মাধ্যমে এসএমই'র উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এসএমই মেলা, রোড শো ইত্যাদির মাধ্যমে এসএমই'র উন্নয়ন হবে কি-না?	ক. হবে	৪	১০
	খ. হবে না	২	৫
	গ. সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে	৩২	৮০
	ঘ. কোনটিই নয়	-	-
	ঙ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এসএমই মেলা, রোড শো ইত্যাদির মাধ্যমে এসএমই'র উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% সচেতনা বৃদ্ধি পাবে, ১০% হবে, ৫% হবে না, ৫% মন্তব্য নেই। তবে কোনটিই নয় বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৭ : উদ্যোক্তাদের বিষয়ে ব্যাংকারের পরামর্শ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
উদ্যোক্তাদের বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?	ক. ব্যবসায়িক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন	৮	২০
	খ. উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্র নিশ্চিত করণ	৬	১৫
	গ. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা	৪	১০
	ঘ. সব কয়টি	২২	৫৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উদ্যোক্তাদের বিষয়ে ব্যাংকারের পরামর্শ সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৫% সব কয়টি, ২০% ব্যবসায়িক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন, ১৫% উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্র নিশ্চিত করণ ও ১০ পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা।

সারণি-১৮ : এসএমই পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে কিরূপ ভূমিকা পালন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে কিরূপ ভূমিকা পালন করে?	ক. অনেক	৩৪	৮৫
	খ. মোটামুটি	৪	১০
	গ. স্বল্প	-	-
	ঘ. তেমন ভূমিকা রাখে না	২	৫
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে কিরূপ ভূমিকা পালন সে সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৫% অনেক, ১০% মোটামুটি ও ৫% তেমন ভূমিকা রাখে না। তবে স্বল্প ও মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই মত দেননি।

সারণি-১৯ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই'র অবদান সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই কী অবদান রাখে?	ক. বেকারত্ব দূরীকরণ	২	৫
	খ. দারিদ্র্য বিমোচন	-	-
	গ. নারীর ক্ষমতায়ন	২	৫
	ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	-	-
	ঙ. সব কয়টি	৩৬	৯০
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই'র অবদান সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯০% সব কয়টি, ৫% বেকারত্ব দূরীকরণ ও ৫% নারীর ক্ষমতায়ন বলে। তবে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

পরিশেষে বলা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ৪০ জন সম্মানিত নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ ব্যাংকারের বয়স ৩০-৫০ বছর সীমার মধ্যে ছিল (দ্র. সারণি-১) এবং তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী (দ্র. সারণি-২)। এ সকল ব্যাংকারগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে জানা গেছে বাংলাদেশের এসএমই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইবিবিএল'র অবস্থান হল ক্রমবর্ধমান (দ্র. সারণি-১০)। এসএমই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও রয়েছে। যেমন– সহায়ক জামানতের অভাব, গ্রাহকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব, গ্রাহকের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব এ সব কয়টি (দ্র. সারণি-৯)। তবে এরপরও এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাংকার ও গ্রাহকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে (দ্র. সারণি-১৩) এবং এসএমই খাতে অর্থায়ন আরো জোরদার করতে পারলে বাংলাদেশের এসএমই অর্থায়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। সাথে সাথে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা চলমান থাকবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহকগণ ব্যাংকারগণের পাশাপাশি ব্যাংকের এসএমই-এর অগ্রগতিতে যথেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে। নতুন ও পুরাতন উদ্যোক্তাগণ ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে নতুনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন, পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে করছেন গতিশীল। প্রশ্নমালার এ অংশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন শাখা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণকারী সম্মানিত গ্রাহকগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে সম্মানিত গ্রাহকগণের সামনে ২২ টা প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছিল যার প্রথম ৩ টা প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে মতামত ব্যক্তকারী গ্রাহকের নাম, ব্যবসায়িক ঠিকানা ও বিনিয়োগকারী শাখা সম্পর্কিত। চতুর্থ প্রশ্ন ছিল উত্তরদাতার বয়স/জন্ম তারিখ সম্পর্কিত, যেটা তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-১ : গ্রাহকগণের বয়স/জন্ম তারিখ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৫০ বছর ও তদুর্দ্ধ	৬	১৫
	৩০-৫০ বছর	৩২	৮০
	২০-৩০ বছর	২	৫
	২০ বছরের নিচে	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

* **N** = গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার সংখ্যা।

বিনিয়োগ গ্রহীতাগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ২৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪০ জন গ্রাহকের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% মত দিয়েছেন ৩০-৫০ বছর বয়সের মধ্যে, ১৫% উত্তর দিয়েছেন ৫০ বছর ও তদুর্দ্ধ এবং ৫% উত্তর দিয়েছেন ২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে কারো বয়স ২০ বছরের নিচে ছিল না।

সারণি-২ : গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ক. এস.এস.সি	১৮	৪৫
	খ. এইচ.এস.সি	১০	২৫
	গ. গ্রাজুয়েট	৬	১৫
	ঘ. পোস্ট গ্রাজুয়েট	৬	১৫
	ঙ. অন্যান্য	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ গ্রাহকদের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৫% এস.এস.সি, ২৫% এইচ.এস.সি, ১৫% গ্রাজুয়েট, ১৫% পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৩ : এসএমই বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগ পেতে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন?	ক. পর্যাপ্ত সহায়ক জামানতের অভাব	২	৫
	খ. অবকাঠামোগত সমস্যা	২	৫
	গ. বিনিয়োগ পেতে দেরি হয়	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩৪	৮৫
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের এসএমই বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৫% সব কয়টি, ৫% পর্যাপ্ত সহায়ক জামানতের অভাব, ৫% অবকাঠামোগত সমস্যা, ৫% বিনিয়োগ পেতে দেরি হয় বলে মত দিয়েছেন। মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৪ : এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর সেবার মান সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর সেবার মান কিরূপ?	ক. সন্তোষজনক	৩৬	৯০
	খ. মোটামুটি সন্তোষজনক	২	৫
	গ. সন্তোষজনক নয়	-	-
	ঘ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর সেবার মান সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯০% সন্তোষজনক, ৫% মোটামুটি সন্তোষজনক, ৫% মন্তব্য নেই বলে। সন্তোষজনক নয় বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৫ : এসএমই বিনিয়োগ পেতে অন্য ব্যাংকের তুলনায় আইবিবিএল-এর কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগ পেতে অন্য ব্যাংকের তুলনায় আইবিবিএল-এর কার্যক্রম কেমন?	ক. সহজ	৩৪	৮৫
	খ. কঠিন	২	৫
	গ. সহজ নয়	২	৫
	ঘ. অত্যধিক কঠিন	-	-
	ঙ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগ পেতে অন্য ব্যাংকের তুলনায় আইবিবিএল-এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৫% সহজ, ৫% কঠিন, ৫% সহজ নয় ও ৫% মন্তব্য নেই। অত্যধিক কঠিন বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৬ : এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর বর্তমান মুনাফার হার সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর বর্তমান মুনাফার হারের অবস্থা কিরূপ?	ক. সন্তোষজনক	১০	২৫
	খ. অসন্তোষজনক	২	৫
	গ. সহনীয় পর্যায়ের	১৮	৪৫
	ঘ. অত্যধিক বেশি	৬	১৫
	ঙ. মন্তব্য নেই	৪	১০
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর বর্তমান মুনাফার হার সম্পর্কিত সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৫% সহনীয় পর্যায়ের, ২৫% সন্তোষজনক, ১৫% অত্যধিক বেশি, ১০% মন্তব্য নেই ও ৫% অসন্তোষজনক বলে।

সারণি-৭ : এসএমই বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা কিরূপ?	ক. সহজ শর্তে প্রদান	২	৫
	খ. শারি'আহ মুতাবিক পন্থায় বিনিয়োগ	২	৫
	গ. সুদমুক্ত লেনদেন	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩৪	৮৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা সম্পর্কিত সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৫% সব কয়টি এবং সহজ শর্তে প্রদান, শারি'আহ মুতাবিক পন্থায় বিনিয়োগ ও সুদমুক্ত লেনদেন বিষয়ে ৫% মত দিয়েছেন।

সারণি-৮ : আইবিবিএল এসএমই বিনিয়োগ ডাটাবেজে শারি'আহ সম্মত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
আইবিবিএল এসএমই বিনিয়োগ ডাটাবেজে শারি'আহ সম্মত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার কতটুকু নিশ্চিত করেছে?	ক. সম্পূর্ণ	২০	৫০
	খ. আংশিক	২	৫
	গ. মোটামুটি	১৪	৩৫
	ঘ. মোটেও না	৪	১০
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, আইবিবিএল এসএমই বিনিয়োগ ডাটাবেজে শারি'আহ সম্মত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর প্রদান করেছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% সম্পূর্ণ, ৩৫% মোটামুটি, ১০% মোটেও না ও ৫% আংশিক বলে। মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৯ : এসএমই পণ্য বিপণনে সাধারণ সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই পণ্য বিপণনে আপনারা সাধারণত কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন?	ক. বাজারজাত করণে	২২	৫৫
	খ. সংরক্ষণের অভাব	৮	২০
	গ. সরবরাহে অসুবিধা	৬	১৫
	ঘ. পণ্য ক্রয়ে আগ্রহ কম	৪	১০
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই পণ্য বিপণনে সাধারণ সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৫% বাজারজাত করণে, ২০% সংরক্ষরণর অভাব, ১৫% সরবরাহে অসুবিধা ও ১০% পণ্য ক্রয়ে আগ্রহ কম। এক্ষেত্রেও মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১০ : এসএমই পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধান কি?	ক. পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি	২	৫
	খ. পণ্যের প্রচারণা বৃদ্ধি	২	৫
	গ. চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩৪	৮৫
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৮৫% সব কয়টি এবং পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, পণ্যের প্রচারণা বৃদ্ধি ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন বিষয়ে ৫% করে মত দিয়েছেন। তবে মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১১ : এসএমই পণ্য বিপণনে কর্পোরেট গ্রাহক কর্তৃক ক্ষুদ্র গ্রাহকের সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই পণ্য বিপণনে কর্পোরেট গ্রাহক কর্তৃক ক্ষুদ্র গ্রাহক কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?	ক. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না	৪	১০
	খ. পণ্য সরবরাহে সহযোগিতা পাওয়া যায় না	৬	১৫
	গ. একচেটিয়া কারবারের কারণে এসএমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়	২৮	৭০
	ঘ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই পণ্য বিপণনে কর্পোরেট গ্রাহক কর্তৃক ক্ষুদ্র গ্রাহকের সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে বেশির ভাগই বলেছেন, একচেটিয়া কারবারের কারণে এসএমই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৭০%, পণ্য সরবরাহে সহযোগিতা পাওয়া যায় না ১৫%, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না ১০% ও মন্তব্য নেই ৫% গ্রাহকের।

সারণি-১২ : এসএমই বিনিয়োগ সম্পর্কিত উৎস সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন?	ক. এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে	২	৫
	খ. এসএমই ডেডিক্যাটেড ডেস্ক থেকে	৩৬	৯০
	গ. বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে	২	৫
	ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগ সম্পর্কিত উৎস সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রহাকগণ জবাব দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৯০% এসএমই ডেডিক্যাটেড ডেস্ক থেকে, ৫% বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ও ৫% বলেছেন এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে। তবে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৩ : এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা কিরূপ?	ক. ক্রমবর্ধমান	৩৮	৯৫
	খ. ক্রমহ্রাসমান	-	-
	গ. বৃদ্ধি পাচ্ছে না	-	-
	ঙ. মন্তব্য নেই	২	৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৫% ক্রমবর্ধমান ও ৫% মন্তব্য নেই। এক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান ও বৃদ্ধি পাচ্ছে না বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৪ : ইসলামী ব্যাংকে এসএমই পরামর্শ দান সেল থাকা বিষয়ে গ্রাহকের অভিমত সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
ইসলামী ব্যাংকে এসএমই পরামর্শ দান সেল থাকা বিষয়ে আপনার অভিমত কি?	ক. ভাল হয়	১২	৩০
	খ. প্রয়োজন নেই	২	৫
	গ. অবশ্যই প্রয়োজন	২৬	৬৫
	ঘ. কোনটিই নয়	-	-
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংকে এসএমই পরামর্শ দান সেল থাকা বিষয়ে গ্রাহকের অভিমত সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৫% অবশ্যই প্রয়োজন, ৩০% ভাল হয় ও ৫% প্রয়োজন নেই বলে মত দিয়েছেন। কোনটিই নয় ও মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৫ : এসএমই বিনিয়োগে নারী উদ্যোক্তাগণের অসুবিধা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগে নারী উদ্যোক্তাগণ কী অসুবিধার সম্মুখীন হন?	ক. পারিবারিক	২	৫
	খ. সামাজিক	৪	১০
	গ. পারিপার্শ্বিক	২	৫
	ঘ. অর্থনৈতিক	-	-
	ঙ. সব কয়টি	৩২	৮০
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগে নারী উদ্যোক্তাগণের অসুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% সব কয়টি, ১০% সামাজিক, ৫% পারিবারিক ও ৫% পারিপার্শ্বিক বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে অর্থনৈতিক বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৬ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা কিরূপ?	ক. উন্নয়নের সহায়ক	২	৫
	খ. উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক	২	৫
	গ. উন্নয়নের চাবিকাঠি	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩৪	৮৫
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন অংশগ্রহণকারী গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৫% সব কয়টি, ৫% উন্নয়নের সহায়ক, ৫% উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ও ৫% উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে মত দিয়েছেন। তবে মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৭ : এসএমই উন্নয়নে গ্রাহকের মতামত সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই উন্নয়নে আপনার মতামত কি?	ক. ব্যাপক প্রচারণা আবশ্যক	২	৫
	খ. যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ	২	৫
	গ. উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহযোগিতা প্রদান	-	-
	ঘ. সব কয়টি	৩৬	৯০
	ঙ. মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই উন্নয়নে গ্রাহকের মতামত সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯০% সব কয়টি, ৫% ব্যাপক প্রচারণা আবশ্যক ও ৫% যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ বলে মত দিয়েছেন। তবে উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহযোগিতা প্রদান ও মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউই অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৮ : এসএমই বিনিয়োগের সুফল সম্পর্কিত গ্রাহকের মতামত সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
এসএমই বিনিয়োগের সুফল কী বলে মনে করেন?	ক. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়	২	৫
	খ. পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়	২	৫
	গ. আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ করে	২	৫
	ঘ. সব কয়টি	৩৪	৮৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বিনিয়োগের সুফল সম্পর্কিত গ্রাহকের মতামত সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৫% সব কয়টি, ৫% কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, ৫% পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও ৫% আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ করে বলে মত দিয়েছেন।

সারণি-১৯ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসএমই-এর অবদান সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৪০)	শতকরা হার (%)
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসএমই-এর অবদানের ক্ষেত্র কি কি?	ক. বেকারত্ব দূরীকরণ	২	৫
	খ. দারিদ্র্য বিমোচন	২	৫
	গ. নারীর ক্ষমতায়ন	২	৫
	ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	-	-
	ঙ. সব কয়টি	৩৪	৮৫
মোট		**৪০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসএমই-এর অবদান সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন সম্মানিত গ্রাহকগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৫% সব কয়টি, ৫% বেকারত্ব দূরীকরণ, ৫% দারিদ্র্য বিমোচন ও ৫% নারীর ক্ষমতায়ন হয় বলে মত দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিভিন্ন শাখা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণকারী ৪০ জন সম্মানিত গ্রাহকের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ গ্রাহকের বয়স ৩০-৫০ বছর সীমার মধ্যে ছিল (দ্র. সারণি ১)। সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রাহক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী (দ্র. সারণি-২)। এ গ্রাহকগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে জানা গেছে বাংলাদেশের এসএমই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইবিবিএল'র মান সন্তোষজনক (দ্র. সারণি-৪) ও ক্রমবর্ধমান (দ্র. সারণি-১৩)। এসএমই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও রয়েছে। যেমন– পর্যাপ্ত সহায়ক জামানতের অভাব, অবকাঠামোগত সমস্যা ও বিনিয়োগ পেতে দেরি হওয়া। (দ্র. সারণি-৩)। তবে এরপরও এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ও বৃদ্ধিতে ব্যাংকের নিয়মকানুন শিথিল করা ও মুনাফার হার হ্রাস করা আবশ্যক (দ্র. সারণি-৬)। ব্যাংকার-গ্রাহকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে এবং এসএমই খাতে অর্থায়ন আরো জোরদার করতে পারলে বাংলাদেশের এসএমই'র মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে। সাথে সাথে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাও অব্যাহত থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এসএমই বিনিয়োগে বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা

বাংলাদেশের এসএমই'র ক্ষেত্রে উদার সরকারি নীতিমালা, সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে তৈরি পোশাক, ঔষধ, প্লাস্টিক, সিরামিক, চামড়া ও রাবার, হালকা প্রকৌশল, কৃষি সহায়ক ও কৃষি ভিত্তিক, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এবং হস্তশিল্পে নতুন নতুন খাত ক্রমেই বাংলাদেশের এসএমই'র গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেশে গড়ে উঠছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণি। এক্ষেত্রে এখন নারীরাও পিছিয়ে নেই। তারা এগিয়ে আসছে অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করার পাশাপাশি দেশের এসএমই উন্নয়ন খাতে। এসএমই'র ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইতিবাচক দিকের মধ্যে অন্যতম হল– বিনিয়োগের মাধ্যমে বেশি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ। তাছাড়া এ খাতে দেশী কাঁচামাল ও প্রযুক্তি অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য এসএমইর গতিকে আরও বিকশিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এসএমই বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের পথে বিরাজিত সমস্যা সমাধানে প্রোক্ত মাঠ জরিপ ও একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ নিচে উপস্থাপন করা হল :

১. এসএমই বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত সকল সেবা সুবিধাদি সম্প্রসারিত করা, উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ও তা ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে এসএমই প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।

২. উদ্যোক্তাদের এসএমই বিনিয়োগ প্রাপ্তি যথাসম্ভব আরও সহজলভ্য করা, তাছাড়া ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ইসলামী ব্যাংকের এসএমই খাতে মোট বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ বিনিয়োগ প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৩. বিনিয়োগের মুনাফার হার ক্ষেত্র বিশেষে হ্রাস করা যেতে পারে।

৪. ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ সহজলভ্য করা এবং কারুপল্লী (ক্লাস্টার) ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং বিনিয়োগ সহায়তা জোরদার করা প্রয়োজন।

৫. রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকারী স্থানীয় পুঁজির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ সুবিধা প্রদানসহ উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করা।

৬. উৎপাদক, কারিগর ও প্রশিক্ষকদের নতুন নতুন ডিজাইন ও নমুনা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানদানের কার্যক্রম জোরদার করা।

৭. নতুন নতুন এসএমই প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পৃথক বিনিয়োগ কর্মসূচির প্রচলন করা এবং এসএমই প্রতিষ্ঠানের এলাকার রাস্তা, নর্দমা, কালভার্টসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারের জন্য যথাযথ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

৮. যেসব এলাকায় পরিবেশ দূষিত হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন, শিল্প ইউনিটে বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সহায়তা বৃদ্ধি ও সহজলভ্য করা যেতে পারে।

৯. এসএমই খাতে আইবিবিএল'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এসএমই বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক।

১০. যেসব শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহ নেই সেখানে যথাসম্ভব ভর্তুকি মূল্য গ্যাসের বিকল্প হিসেবে জ্বালানি সরবরাহ করা।

১১. এসএমই খাতে আইবিবিএল'র কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

১২. আইবিবিএল'র এসএমই'র ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী ডাটাবেজ থাকা জরুরি। টাইম সিরিজ ডাটা তথা মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে তৈরি ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালনের পাশাপাশি প্রয়োজনে ডাটা এন্ট্রি ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) ও আইবিবিএল'র আইবিটিআরএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগওয়ারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

১৩. এসএমই বিনিয়োগ কার্যক্রমকে গতিশীল করার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাসহ প্রকৃত এসএমই উদ্যোক্তা খুঁজে বের করা এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে আইবিবিএল স্থানীয় সংগঠন ও সংস্থার মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এসএমই বিনিয়োগ বিতরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

১৪. এসএমই বিনিয়োগ পরিদর্শন সংক্রান্ত বিবিধ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে এসএমই বিনিয়োগ পরিদর্শন নীতিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

১৫. এসএমই বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সুবিধার্থে বিনিয়োগ আবেদন ও বিনিয়োগ বিতরণে সময়ের ব্যবধান হ্রাসে আইবিবিএল'র আরো উদারতার পরিচয় দিতে হবে।

১৬. দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পল্লী অঞ্চল এবং নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চল এবং নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদানে আইবিবিএল'র আরও উদ্বুদ্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়।

১৭. এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

১৮. এসএমই বিনিয়োগের প্রস্তাব, প্রচারণা এবং মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং বৃদ্ধির মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যা তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।

১৯. আইবিবিএল বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এসএমই উদ্যোক্তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে প্রশিক্ষণ গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

২০. এসএমই সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণায় বিভিন্ন ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সহযোগিতা নেয়া হলে এসএমই উদ্যোক্তাগণ বেশি উপকৃত হতে পারে।

২১. এসএমই বিনিয়োগের খাত, আকার, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষেত্র বিশেষে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানে শ্রেণিকৃত ঋণের শর্তাবলী শিথিল করা যেতে পারে। এছাড়াও, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি নবীন, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সময়ের দাবি হল বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অথবা বিদ্যমান তহবিলের পরিধি সম্প্রসারণ করা। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংকগুলোকেও এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

২২. ক্লাস্টার উন্নয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ পূর্বক ক্লাস্টার উন্নয়ন করা।

২৩. এসএমই বিনিয়োগ গ্রহীতাদের কাছে বিনিয়োগের শর্তাবলী সহজে বোধগম্য করার জন্য বিনিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইবিবিএল কর্তৃক বিনিয়োগ আবেদন ও চুক্তিপত্রের বাংলা সংস্করণ প্রবর্তন করা যেতে পারে।

২৪. এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে শহর কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে পল্লী কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও কম। তথ্য-উপাত্ত নির্ভুলভাবে সরবরাহ করতে আইবিবিএল কর্তৃক উদ্যোক্তাদের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

২৫. এসএমই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকের বেতন কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পাশাপাশি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাদেরকে বেতন বহির্ভূত সুবিধাদি যেমন– বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, উৎসব বোনাস, আর্থিক প্রণোদনা ইত্যাদি প্রদানে উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।

২৬. এসএমই প্রতিষ্ঠানের মোট জনবলের মাত্র এক-চতুর্থাংশ দক্ষ পাওয়া যায়, অবশিষ্টরা দক্ষপ্রায় ও অদক্ষ এবং তাদের উৎপাদনশীলতা দক্ষ জনবলের তুলনায় কম। সুতরাং অদক্ষ ও দক্ষপ্রায় জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আইবিবিএল বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

২৭. এসএমই বিনিয়োগ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত নীতিমালা পরিপালনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আরও কার্যকরী ও শক্তিশালী পৃথক সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন ও নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই বিনিয়োগ বিতরণের বিষয়টা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

২৮. ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদেরকে তাদের গৃহীত বিনিয়োগের সীমা যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পূর্বক নিয়মিত বিনিয়োগ পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণে আইবিবিএল কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

২৯. আইবিবিএল'র প্রধান কার্যালয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে শাখাগুলোকে অধিক সচেতন হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

৩০. অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জামানতবিহীন বিনিয়োগের পরিমাণ ও সীমা বৃদ্ধির জন্য আইবিবিএল'র প্রধান কার্যালয় কর্তৃক শাখাগুলোকে উৎসাহিত করতে পারে।

৩১. এসএমই সংক্রান্ত বিষয়াবলি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, অর্থায়ন, ব্যাংকিং ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগসমূহে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপরোক্ত সুপারিশমালার আলোকে এসএমই বিনিয়োগ পরিচালনা করলে তা হবে বাংলাদেশের এসএমই উন্নয়নে একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে এবং সরকারের নীতিমালা ও কর্মসূচির অনুসরণের মাধ্যমে এসএমইকে উন্নত করতে পারলে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে মধ্যম আয়ের দেশ এবং পরিশেষে উন্নত দেশে পরিণত হবে।

উপসংহার

উপসংহার

বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের রয়েছে স্বতন্ত্র সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা। যা মানুষকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ নির্দেশ করে। মানুষের প্রয়োজন পূরণের অবিরাম চেষ্টা ও শ্রম এবং সে চেষ্টা ও শ্রমের ফলে পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণ আর সেগুলো থেকে উপার্জন দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করাই অর্থনীতির আদি কথা। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানবতার কল্যাণে এগিয়ে এসেছে। অর্থনীতি ও ব্যাংকিং একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের কুফল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং শারি'আহর নীতিমালা অনুযায়ী অর্থনৈতিক জীবনধারা পরিচালনা করার জন্য সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৬৩ সালে মিশরের মিটগামারে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় চারশত ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় এখানে এ পর্যন্ত ৮ টা পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক ও কিছু প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামি শাখা ও উইন্ডো খোলার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ব্যাংকিং খাতে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তন করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থনীতিতে উন্নয়ন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাত ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে এসএমই ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের (এসএমই) অবদান অনস্বীকার্য। চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা এবং নারীর ক্ষমতায়নে এ খাতটা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বব্যাংকের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আর এ অসামান্য অর্জনের পিছনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অপরিসীম অবদান রয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটা সফল অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে উপস্থাপন করতে এসএমই শিল্প উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এসএমই ইতোমধ্যেই সামান্য অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দক্ষতার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। দৃঢ়ভাবে মনে করা হয় যে, সঠিক নীতিমালা ও কাঠামোর সাথে নতুন প্রযুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে এসএমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোর বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইডিএ ও এডিবি তহবিল থেকে সুলভে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, সহজ শর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএমই খাতের জন্য ব্যাংকগুলোতে 'dedicated desk' চালু, এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলা ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রবর্তনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সব শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বিস্তৃত করার প্রয়োজনে এ যাবত বাজার ব্যবস্থায় যেসব খাত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ অন্যতম। এসএমই খাতের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ' নামে একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে এসএমই খাতের উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ, মনিটরিং ও তহবিল সরবরাহ করে এবং উদ্যোক্তা গঠন ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য পালনীয় নানাবিধ পদক্ষেপ ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের এসএমই খাতের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। বাজার সম্ভাবনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই'র অবদান বিবেচনায় আইবিবিএল এ খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে এসএমই'র এ গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক আইবিবিএল বাংলাদেশের এসএমই'র পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়নের জন্য জরুরিভিত্তিতে একটা স্বতন্ত্র্য এসএমই বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে ও গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের এসএমই খাতের এ অগ্রাধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক এসএমই'র আওতায় মূলত ৩ টা খাতের বিভিন্ন উপখাতে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক-নির্দেশনা ও প্রবিধানের আলোকে আইবিবিএল এসএমই'র উল্লেখযোগ্য খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। আইবিবিএল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে, ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে, বিশেষ করে অগ্রাধিকার খাতে ও দেশের স্বল্প উন্নত এলাকায় বিবিধ বিনিয়োগ অপারেশনের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন সাধন করতে কাজ করে থাকে। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী বিশেষত পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎসাহিত করতে ও অর্থায়ন সেবা পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আইবিবিএল ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণে সম্পদের সমবণ্টনের লক্ষ্যে এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রদানে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সরকারের নীতি ও লক্ষ্যকে স্বাগত জানিয়ে আইবিবিএল এসএমই খাতের ব্যাপক প্রসারে কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্যোক্তাদের দোরগোড়ায় এসএমই সেবা পৌঁছে দিতে ইসলামী ব্যাংকের ৩৩২ টা শাখা এবং ১৪ হাজার কর্মকর্তা নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ শ্রম এবং ব্যবস্থপনা কর্তৃপক্ষের যুগোপযোগী ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে আইবিবিএল যেমন সাফল্য অর্জন করছে, পাশাপাশি এ জন্য স্বীকৃতিও লাভ করছে।

আইবিবিএল'র এসএমই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা রয়েছে। বিরাজিত এসব সমস্যা নিরসনে অত্র গবেষণার সুপারিশমালার আলোকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারলে আইবিবিএল তার এসএমই সংক্রান্ত গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাঙ্খিত অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের এসএমই খাত ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে ও এর নতুন নতুন উপখাত ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতেও এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের ক্রমবর্ধমান

মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ এবং শিল্পের ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ উন্নত করার প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে এসএমই খাত। বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের ৮০ শতাংশই এসএমই পর্যায়ের। জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫-৩০ শতাংশ। আর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ খাতের অবদান ৪০ শতাংশের মত। বাংলাদেশের বিরাট জনশক্তি বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ কর্মক্ষম তরুণ। এ বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে ব্যাপকভাবে এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে এসএমই খাতের উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে এসএমই সেবা পৌঁছে দেয়ার এ গুরু-দায়িত্ব পালন করতে পারে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। এ দায়িত্ব পালনে আইবিবিএল সক্ষম হলে বাংলাদেশ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকারগণের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Bankers

এম.ফিল. গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এসএমই বিনিয়োগ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এসএমই বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংকের অনেক অবদান রয়েছে। এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তথ্য লাভ এবং দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা কতটুকু তা নির্ণয়ের জন্য এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহিত তথ্য সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে।

১. নাম : ... .

২. পদবী : ... .

৩. শাখার নাম : ... .

৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... .

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. এস.এস.সি খ. এইচ.এস.সি গ. গ্রাজুয়েট
: ঘ. পোস্ট গ্রাজুয়েট ঙ. অন্যান্য

৬. এসএমই বিনিয়োগে সাধারণত সুবিধাভোগী কারা?
ক. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী খ. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ. মাঝারি উদ্যোক্তা
ঘ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ঙ. সব কয়টি

৭. এসএমই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ হয় কি-না?
ক. হয় খ. কিছু কিছু পণ্যে হয় গ. হয় না ঘ. মন্তব্য নেই

৮. এসএমই পণ্য বিপণনে গ্রাহকরা সাধারণত কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?
ক. বাজারজাত করণে খ. সংরক্ষণের অভাব গ. সরবরাহে অসুবিধা
ঘ. পণ্য ক্রয়ে আগ্রহ কম ঙ. মন্তব্য নেই

৯. এসএমই পণ্য বিপণন সমস্যার সমাধান কী?
ক. পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি খ. পণ্যের প্রচারণা বৃদ্ধি গ. চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন
ঘ. সব কয়টি ঙ. মন্তব্য নেই

১০. এসএমই বিনিয়োগে গ্রাহকের সহায়ক জামানতের অবস্থা কিরূপ?
ক. সহায়ক জামানত কম খ. সহায়ক জামানত রাখার ব্যাপারে উদাসীন
গ. সহায়ক জামানত থাকে না ঘ. মন্তব্য নেই

১১. বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার ধরন কিরূপ?
ক. অসুবিধা হয় না খ. শিথীল করা প্রয়োজন
গ. অধিকতর কঠিন ঘ. মন্তব্য নেই

১২. এসএমই বিনিয়োগে ব্যাংকার কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন?
ক. সহায়ক জামানতের অভাব খ. গ্রাহকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব
গ. গ্রাহকের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব ঘ. সব কয়টি

১৩. এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা কিরূপ?
ক. ক্রমবর্ধমান খ. ক্রমহ্রাসমান
গ. বৃদ্ধি পাচ্ছে না ঙ. মন্তব্য নেই

১৪. এসএমই নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন?
ক. পারিবারিক খ. অর্থনৈতিক গ. পারিপার্শ্বিক
ঘ. সব কয়টি ঙ. মন্তব্য নেই।

১৫. পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক তহবিল কিভাবে গঠন করলে ভাল হয়?
ক. তহবিল সংখ্যা বৃদ্ধি খ. আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংকের তহবিল অন্তর্ভুক্ত
গ. বিদ্যমান তহবিল সম্প্রসারণ ঘ. আন্তঃইসলামি ব্যাংক তহবিল গঠন

১৬. এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাংকার ও গ্রাহকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
ক. অবশ্যই প্রয়োজন খ. মোটামুটি প্রয়োজন
গ. প্রশিক্ষণ হলে ভাল হয় ঘ. প্রয়োজন নেই।

১৭. এসএমই গ্রাহক ও ব্যাংকারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
ক. অত্যন্ত প্রয়োজন খ. প্রয়োজন নেই গ. মোটামুটি প্রয়োজন ঘ. মন্তব্য নেই

১৮. এসএমই বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে কোন মাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে?
ক. প্রিন্ট মিডিয়া খ. সেমিনার-সিম্পোজিয়াম গ. ইলেকট্রোনিকস মিডিয়া
ঘ. মসজিদের খুৎবা ঙ. সব কয়টি

১৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এসএমই মেলা, রোড শো ইত্যাদির মাধ্যমে এসএমই'র উন্নয়ন হবে কি-না?
ক. হবে খ. হবে না গ. সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ঘ. কোনটিই নয় ঙ. মন্তব্য নেই

২০. উদ্যোক্তাদের বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?
ক. ব্যবসায়িক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন খ. উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্র নিশ্চিত করণ
গ. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা ঘ. সব কয়টি

২১. এসএমই পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে কিরূপ ভূমিকা পালন করে?
ক. অনেক খ. মোটামুটি গ. স্বল্প ঘ. তেমন ভূমিকা রাখে না ঙ. মন্তব্য নেই

২২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই কী অবদান রাখে?
ক. বেকারত্ব দূরীকরণ খ. দারিদ্র্য বিমোচন গ. নারীর ক্ষমতায়ন
ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঙ. সব কয়টি

এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকারগণের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (গ্রাহক দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Customer

এম.ফিল. গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ : ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এসএমই বিনিয়োগ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এসএমই বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংকের অনেক অবদান রয়েছে। এসএমই বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তথ্য লাভ এবং দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা কতটুকু তা নির্ণয়ের জন্য এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহিত তথ্য সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে।

১. গ্রাহকের নাম : ... .

২. ব্যবসায়ী ঠিকানা : ... .

৩. শাখার নাম : ... .

৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... .

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. এস.এস.সি খ. এইচ.এস.সি গ. গ্রাজুয়েট
ঘ. পোস্ট গ্রাজুয়েট ঙ. অন্যান্য

৬. এসএমই বিনিয়োগ পেতে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন?
ক. পর্যাপ্ত সহায়ক জামানতের অভাব খ. অবকাঠামোগত সমস্যা
গ. বিনিয়োগ পেতে দেরি হয় ঘ. সব কয়টি ঙ. মন্তব্য নেই

৭. এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর সেবার মান কিরূপ?
ক. সন্তোষজনক খ. মোটামুটি সন্তোষজনক গ. সন্তোষজনক নয় ঘ. মন্তব্য নেই

৮. এসএমই বিনিয়োগ পেতে অন্য ব্যাংকের তুলনায় আইবিবিএল-এর কার্যক্রম কেমন?
ক. সহজ খ. কঠিন গ. সহজ নয় ঘ. অত্যধিক কঠিন ঙ. মন্তব্য নেই

৯. এসএমই বিনিয়োগে আইবিবিএল-এর বর্তমান মুনাফার হারের অবস্থা কিরূপ?
ক. সন্তোষজনক খ. অসন্তোষজনক গ. সহনীয় পর্যায়ের
ঘ. অত্যধিক বেশি ঙ. মন্তব্য নেই।

১০. এসএমই বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা কিরূপ?
ক. সহজশর্তে প্রদান খ. শারি'আহ মুতাবিক পন্থায় বিনিয়োগ
গ. সুদমুক্ত লেনদেন ঘ. সব কয়টি

১১. আইবিবিএল এসএমই বিনিয়োগ ডাটাবেজে শারি'আহ সম্মত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার কতটুকু নিশ্চিত করেছে?
ক. সম্পূর্ণ খ. আংশিক গ. মোটামুটি ঘ. মোটেও না ঙ. মন্তব্য নেই

১২. এসএমই পণ্য বিপণনে আপনারা সাধারণত কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন?
ক. বাজারজাত করণে খ. সংরক্ষণের অভাব গ. সরবরাহে অসুবিধা
ঘ. পণ্য ক্রয়ে আগ্রহ কম ঙ. মন্তব্য নেই

১৩. এসএমই পণ্য বিপণন সমস্যার সমাধান কি?
ক. পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি খ. পণ্যের প্রচারণা বৃদ্ধি গ. চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন
ঘ. সব কয়টি ঙ. মন্তব্য নেই

১৪. এসএমই পণ্য বিপণনে কর্পোরেট গ্রাহক কর্তৃক ক্ষুদ্র গ্রাহক কোন্ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?
ক. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না খ. পণ্য সরবরাহে সহযোগিতা পাওয়া যায় না
গ. একচেটিয়া কারবারের কারণে এসএমই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘ. মন্তব্য নেই

১৫. এসএমই বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন?
ক. এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে খ. এসএমই ডেডিক্যাটেড ডেস্ক থেকে
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে

১৬. এসএমই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা কিরূপ?

ক. ক্রমবর্ধমান খ. ক্রমহ্রাসমান
গ. বৃদ্ধি পাচ্ছে না ঙ. মন্তব্য নেই

১৭. ইসলামী ব্যাংকে এসএমই পরামর্শ দান সেল থাকা বিষয়ে আপনার অভিমত কি?
ক. ভাল হয় খ. প্রয়োজন নেই গ. অবশ্যই প্রয়োজন
ঘ. কোনটিই নয় ঙ. মন্তব্য নেই

১৮. এসএমই বিনিয়োগে নারী উদ্যোক্তাগণ কী অসুবিধার সম্মুখীন হন?
ক. পারিবারিক খ. সামাজিক গ. পারিপার্শ্বিক
ঘ. অর্থনৈতিক ঙ. সব কয়টি

১৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা কিরূপ?
ক. উন্নয়নের সহায়ক খ. উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক
গ. উন্নয়নের চাবিকাঠি ঘ. সব কয়টি ঙ. মন্তব্য নেই

২০. এসএমই উন্নয়নে আপনার মতামত কি?
ক. ব্যাপক প্রচারণা আবশ্যক খ. যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ
গ. উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহযোগিতা প্রদান ঘ. সব কয়টি ঙ. মন্তব্য নেই

২১. এসএমই বিনিয়োগের সুফল কী বলে মনে করেন?
ক. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় খ. পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
গ. আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ করে ঘ. সব কয়টি

২২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসএমই-এর অবদানের ক্ষেত্র কি কি?

ক. বেকারত্ব দূরীকরণ খ. দারিদ্র্য বিমোচন গ. নারীর ক্ষমতায়ন
ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঙ. সব কয়টি

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

১. القراٰن الكريم وتفسير القرآن الكريم

২. أبو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري، بيروت : دار ابن كثير للنشر والطباعة، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

৩. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري : الصحيح لِمسلم، دمشق : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ

٤. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : جامع الترمذي، لاهور : مكتبة العلم بدون التاريخ

বাংলা উৎস

৫. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী : *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭

৭. ড.আবদুল আজিজ আল-নাজ্জার : *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?* অনূঃ ও সম্পাদনা, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : আইবিবিএল, ১৯৮৪

৮. এম. আযীযুল হক : *ইসলামী ব্যাংক : কতিপয় ভ্রান্তিমোচন*, অনূঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬

৯. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, জুলাই ২০১০

১০. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, মে, ১৯৯৯

১১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইফাবা, নভেম্বর ২০০৩

১২. প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪

১৩. এম. এ হামিদ : *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

১৪. ড. এম ওমর চাপড়া : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০০

১৫. ড. এম ওমর চাপড়া : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনূঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, এ কে এম সালেহ উদ্দীন, খন্দকার রাশেদুল হক, আমানুল্লাহ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০

১৬. ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী : *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা*, অনূঃ এম.এম. ছলিমুল ওয়াহেদ, ঢাকা : জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭

১৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংকব্যাবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৯৬

১৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৮

১৯. ইকবাল কবীর মোহন : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১০

২০. ইকবাল কবীর মোহন : *আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, অক্টোবর ২০০৩

২১. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?* ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮

২২. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*, ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০১

২৩. তাজুল ইসলাম ও আবু তাহের মোঃ সালেহ : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, মে ১৯৮৪

২৪. মোহাম্মদ ইসমাঈল খান : *ইসলামের দৃষ্টিকে সুদ ও ব্যবসা*, ঢাকা : মীর পাবলিকেশন্স, ২০০১

২৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, চট্টগ্রাম : গাউছিয়া হক মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ১৯৯৮

২৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, ঢাকা : দারুল ইবতিকার, এপ্রিল ২০০০

২৭. এম. এ মান্নান : *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, অনূঃ আলী আহমেদ রুশদী, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩

২৮. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী : *ইসলামের অর্থ বণ্টন ব্যবস্থা*, অনূঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫

২৯. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫

৩০. ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী : *সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা*, অনূঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা : আঞ্জুমানে মুছান্নিফিন, ১৯৯৫

৩১. এ. বি. এম হোসাইন : *ইসলামে বাণিজ্য আইন*, অনূঃ এম রুহুল আমিন, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০০

৩২. মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন : *ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

৩৩. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশিকা- হেলেনা পারভীন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, জানুয়ারি ২০০৪

৩৪. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী : *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : সমস্যা ও সমাধান*, অনূঃ মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, অক্টোবর ২০০৫

৩৫. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী : *সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, অনূঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭

৩৬. মোঃ মুখলেছুর রহমান : *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, জুন ২০০৪

৩৭. ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা : *এ হ্যান্ডবুক অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন*, ঢাকা : প্রকাশিকা- সাহেরা হায়দার, ডিসেম্বর ২০০০

৩৮. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, : *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ : পরিপালন * প্রয়োগ * পদ্ধতি*, ঢাকা কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৬

৩৯. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা : *ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা : ইসলামী শরীয়াহ্র আলোকে সঠিক বক্তব্য*, ঢাকা : ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০০৪

৪০. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, এপ্রিল ২০০৪

৪১. ড. মোল্লা জালালউদ্দিন : *শিল্প অর্থনীতি*, ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৮

৪২. সম্পাদকমণ্ডলী : *শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা : প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৭

৪৩. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা : *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহর নীতিমালা*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, সেপ্টেম্বর ২০১১

৪৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, মে ২০১৭

৪৫. এ. বি. সিদ্দিক : *চুক্তি আইন*, ঢাকা : কামরুল বুক হাইস, নভেম্বর ২০১১

৪৬. বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী : *আল-হিদায়া*, অনূঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৪

৪৭. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর ২০০৪

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ : *বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস*, ঢাকা : ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৭

৪৯. ড. মোঃ গোলাম মুস্তফা : *ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি*, ঢাকা : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১০

৫০. মিজানুর রহমান আফরোজ : *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প*, ঢাকা : জনপ্রিয় প্রকাশনী, ২০১৫

৫১. আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ্ ও হাবীবুল্লাহ আল আমীন : *এসএমই এন্ড কনজ্যুমার ব্যাংকিং*, ঢাকা : মুক্তদেশ, ২০১২

ইংরেজি উৎস

52. Abdur Raquib : *Principle & Practice of Islamic Banking,* Dhaka : Panam Press Ltd., 2007

53. Dr. Khurshid Ahmed : *Economic Development in an Islamic Framework,* Leicester : The Islamic Foundation, 1979

54. Board of Editors : *Thought on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economic Research Bureau, 1982

55. M. Umar Chapra : *Islam and economic development : a strategy for development with justice and stability,* Islamabad : International Institute of Islamic Thoughts, Islamic Research Institute, 1993

56. Dr. M. Nejatullah Siddiqui : *Banking Without Interest,* Leicester : The Islamic Foundation, 1983

57. Board of Editors : *Text Book on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, November 2008

58. Board of Editors : *Bangladesh Economic Review 2016,* Dhaka : Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, 2017

বিভিন্ন বই, পুস্তিকা ও প্রতিবেদনসমূহ

৫৯. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, ঢাকা : আইবিবিএল, জুলাই ২০১০

৬০. ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, জানুয়ারি ২০১৪

৬১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০-২০১৬)

৬২. ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬৪. অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০০২, সংখ্যা ৪, জুলাই ২০০৩, সংখ্যা ১০, ডিসেম্বর ২০০৮, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর ২০১৩

৬৫. শিল্পনীতি ২০১০, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬৬. শিল্পনীতি ২০১৬, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৬।

৬৯. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৭।

৭০. ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট।